চৈতন্যচরিত

ড. হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

॥ সম্পাদকের নিবেদন ॥

মধ্যযুগের বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের উজ্জ্বলতম ঐতিহাসিক পুরুষ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংস্কৃতি শব্দটির ব্যঞ্জনা ব্যাপক। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক ধর্মীয় আধ্যাত্মিক—মানব জীবনের যাবতীয় বস্তুগত ও ভাবগত ভাবনা ও কর্মের সংহত সমন্বিত ব্যাপারটির নাম সংস্কৃতি। পূর্বাগত ঐতিহ্য ও অপরিণত সাম্প্রতিকতা—এ দুটির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিচিত্র সুরতরঙ্গে রচিত মানবসংস্কৃতি যেন একটা বহতা নদীর ঐকতান। বাঁকে বাঁকে ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটেছে কিন্তু পরম্পরার অবিচ্ছিন্ন ধারার গভীরে সংস্কৃতি শাশ্বত রূপটির কোন মৌল ব্যত্যয় ঘটে না। নজর করলেই সমকালের মধ্যে পুরাকালের ইঙ্গিত—তা যতোই সংকীর্ণ ও ক্ষীণ হোক—দৃষ্টি গোচর হয়। এটি সংস্কৃতির এই দ্বিমাত্রিকতা মানব সমাজের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু অসাধারণ অসামান্য পুরুষের চরিত্রে তার সঙ্গে ভাবীকালের একটি মাত্রাও সংযুক্ত হয়। মহাপুরুষের জীবন ত্রিমাত্রিক। অতীত বর্তমান ছাপিয়ে তার আলো ভবিষ্যতের অজানা পথকেও জ্যোতির্ময় করে। একই সঙ্গে পুরাকালের ধ্যান সম্পদ, সমকালের কর্মসম্ভার আর ভাবীকালের জ্ঞানভাণ্ডার পুঞ্জিত হয়ে ওঠে এই সব মহৎ চরিত্রের মধ্যে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এমনি একটি দিব্য ব্যক্তিত্ব শাশ্বত ভারতের অখণ্ড চৈতন্যের উজ্জ্বল প্রতিনিধি।

১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন শনিবার (ইং ১৪৮৩ সাল ১৮ই ফেব্রুয়ারী) পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। পিতা মিশ্র জগন্নাথ—মাতা শচীদেবী। রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে অনুপম উদীয়মান তরুণ নিমাই পণ্ডিত, মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা মাতা ও কিশোরী ভার্যাকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রমী হলেন—নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গার্হস্থ্য জীবনের মতো তাঁর সন্ন্যাস জীবনও মাত্র ২৪ বৎসর কাল। সন্ন্যাসের পর ৬ বৎসর কাল ভারততীর্থ পরিক্রমা করে বাকি ১৮ বৎসর কাল

তিনি বাস করেছেন জগন্নাথক্ষেত্র পুরীধামে গম্ভীরায়। ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে (ইং ১৫৩৩, ১৯ জুন) নীল চলে-ই তিনি অন্তর্হিত হন। তার জীবৎকাল মোটামুটি ৪৮ বৎসর।

নবদ্বীপ অবস্থান কালেই তরুণ নিমাই স্বয়ং ঈশ্বর রূপে পূজিত হয়েছিলেন। পুরীধামে তাঁর পরিচয় ছিল মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দেবের জঙ্গম প্রতিরূপে দ্বিতীয় মহাপ্রভু।

এই মহাজীবনকে অবলম্বন করে সংস্কৃতে ও ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষায় অসংখ্য গান, কবিতা, কাব্য, নাটক, চরিতকথা প্রকাশিত হয়েছে গত পাঁচশত বৎসর ধরে। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায়-ই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কেউ কেউ—যেমন মুরারিগুপ্ত, স্বরূপদামোদর—চরিত কথার সূচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গৌরপদাবলী পদ দিয়ে তার কয়েকখানি জীবনচরিত ধ্রুপদী-মহাকাব্য রূপে রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান চরিত গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ১০/১২ বৎসরের মধ্যেই এখানি রচিত হয়েছিল। "চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।" তারপর লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, চূড়ামণি দাসের শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এবং সর্বশেষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ অবলম্বন করে গোবিন্দদাসের কড়চা নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত গ্রন্থও আছে। তথ্য পরিবেশন, কবি দৃষ্টি, রচনা শক্তি প্রমুখ নানা দিক থেকে গ্রন্থগুলির মধ্যে অনৈক্য সুস্পষ্ট এবং ভক্তবৈষ্ণব, শ্রদ্ধাশীল পাঠকের কাছে এই গ্রন্থগুলির মূল্যও বিভিন্ন। তবু মধ্যযুগের বাঙালীর কাছে মহাপ্রভুর জীবন ও অবদান কি ছিল—খোলা মনে ও নিরপেক্ষ ভাবে বুঝতে গেলে—সকলের উল্লেখই প্রয়োজন। ভাবনার স্বাতন্ত্র্য, রচনার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দিক থেকেও সকলের পরিচয় মূল্যবান। এই কথা ভেবে উক্ত সাত খানি গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ চয়ন করে 'চৈতন্যচরিত' নামে একটি জীবনী মালিকা গ্রন্থনের চেষ্টা করেছি আমরা। তাতে চৈতন্য জীবনের মূল ধারাটি অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসরণ করা হ'য়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এতে প্রথমাংশে বৃন্দাবন দাসের ও শেষাংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

মুখ্য বিষয়গুলির বয়ন করা হ'য়েছে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক ক্রম লক্ষ্য করে। তবু মনে হ'য়েছে আরও কিছু ঘটনার সংযোজন করলে বোধ হয় ভালো হোতো। একই বিষয়ের রচনা—কখনো পুনরুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন লেখকের রচনা বৈশিষ্ট্য দেখাতে। ভুলত্রুটি মুদ্রণকার্যে অনেক, কাজে শুদ্ধিপত্রটিও বিস্তৃত। শেষে শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী ছাড়াও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সংশোধনপত্র আলোচনাতে সংযোজিত হল।

শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার মুখে বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন—

কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শেষে শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি।
যো যৈছে তৃষ্ণায় পিল সমুদ্রেব পানি॥
তৈছে আমি এককণ ছুঁইল লীলার।
এ দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা কবি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুত্তলী সমান॥

এই দিব্য উপলব্ধিকে প্রণাম জানিয়ে আমরা এইটুকু বলতে চাই যে সংকলনের ত্রুটি বিচ্যুতি—যদি কিছু থাকে, তা হ'য়েছে আমাদের অজ্ঞতায় ও অলসতায়। আমরা তার জন্য লজ্জিত।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী

॥ চৈতন্য চরিতের আলোচনা ॥

১। মধ্যযুগের বাংলা চৈতন্য চরিতাবলীর পরিচয়

সংস্কৃত ও বাংলা দুটি ভাষায়-ই মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের চরিতকথা রচিত হয়েছিল। জীবৎকালেই তিনি ঈশ্বরের অবতার রূপে পূজিত হয়েছিলেন। সংস্কৃতে কিছু প্রশস্তি মূলক শ্লোক ও বাংলাতে কিছু লীলাত্মক গান রচনা করেছিলেন তাঁর সহচর অনুচরবর্গ। সংস্কৃত রচনাবলীর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুরারি গুপ্তের কড়চা। সংস্কৃতে গ্রন্থখানির নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থখানির চারটি প্রক্রম ও ৭৮টি সর্গ। তারপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কবি কর্ণপূর রচিত দুখানি গ্রন্থ—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য। প্রথম দিকে নবদ্বীপ লীলার আদি কথা যেমন লেখা আছে মুরারি গুপ্তের কড়চায়, নীলাচল লীলার অন্ত্য কাহিনীও তেমনি ছিল স্বরূপ দামোদরের কড়চায়। স্বরূপ দামোদরের পুরো কড়চা পাওয়া যায় না কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত ও অন্যান্য স্থানে কেবল কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। তাছাড়া রঘুনাথ দাসের গৌরাঙ্গস্তব কল্পবৃক্ষ ও চৈতন্যাষ্টক উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় রচিত কাব্য সমূহের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় এবং সর্বোপরি কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। মহাপ্রভুর বর্ষীয়ান অন্তরঙ্গ সহচর শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর ও শিষ্য। তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবন দাস গ্রন্থটি রচনা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ছাড়াও অদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিবাস, চন্দ্রশেখর আদি বহু গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষ সহচরদের নিকট থেকে এবং মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম নিয়েও একটি বিতর্ক আছে। প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে আছে—

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহন্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।

এ সম্বন্ধে কোথাও বলা হয়েছে নাম পরিবর্তিত করেছিলেন বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী। আর একটি মতে চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করে গুরু নরহরির নির্দেশে লোচন দাস বৃন্দাবন দাসকে দেখান। বৃন্দাবন দাস গৌর নিতাইকে অভিন্ন তত্ত্ব মনে করতেন। তিনি যখন দেখলেন যে লোচন লিখেছেন

অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত,
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দে রোহিনীর সুত।

তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন যে আজ থেকে লোচনের গ্রন্থই হ'ল চৈতন্যমঙ্গল। আর বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ হয়ে গেল চৈতন্যচরিত। যাহোক কবে যে বৃন্দাবনের পাঁচালীর চৈতন্য ভাগবত নাম হল তা বলা কঠিন। কারণ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থখানিকে চৈতন্যমঙ্গল নামেই উল্লেখ করেছেন।

বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বলিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞা বলে।।

সম্প্রতি চৈতন্য সাহিত্যের পারঙ্গম, পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রথম থেকেই বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত ছিল। কারণ—চৈতন্যমঙ্গল নামাঙ্কিত কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস যে চৈতন্যমঙ্গল বলেছেন তা গ্রন্থ নাম হিসাবে নয়, চৈতন্যলীলা বর্ণনার সাধারণ উল্লেখ হিসেব। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৃন্দাবন দাস নিজেও তাঁর গ্রন্থকে চৈতন্যমঙ্গল নামে উল্লেখ করেছেন ভণিতায়।

চিন্তিয়া চৈতন্য চাঁদের চরণ কমল।
বৃন্দাবন দাস গান চৈতন্য মঙ্গল ॥

এখানেও অবশ্য চৈতন্যলীলা বর্ণনাই মঙ্গলকর যা মহিমা জ্ঞাপক কাব্য মাত্রে 'মঙ্গল' এই সাধারণ ব্যাখ্যা লাগানো যায়। আচার্য নাথের সমর্থনে লোচন দাসের উক্তি উল্লেখ করা যায়। লোচন কৃষ্ণদাসের অনেক পূর্ববর্তী। লোচন লিখেছেন—

বৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে ॥

(সূত্রখণ্ড—চৈতন্যমঙ্গল)

আরও একটি কথাও বিবেচ্য। বৃন্দাবন দাস ভাগবতাদিতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলার আদলেই চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছিলেন—সেই দিন থেকে তাঁর রচনায় চৈতন্য ভাগবত নাম যেন সমধিক তাৎপর্য বহ।

চৈতন্য ভাগবতের রচনা কাল নিয়েও মতান্তর আছে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় চৈতন্য চরিতের উপাদান গ্রন্থে নানা মত বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ১৫ বছর পর গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি, মধ্য, অন্ত্য এই তিন খণ্ডে (১২ + ২৬ + ১১ =) ৪৯ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং স্থানে স্থানে রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ্য কাব্য হলেও আসলে গেয় পাঁচালী, মূলে ভণিতা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন লোচন দাস ঠাকুর। পুরা নাম লোচনানন্দ দাস। বৈদ্য বংশ। পিত্রালয় ও মাতুলালয় একই স্থানে বর্তমান বর্ধমান জেলার কো-গ্রামে। পিতা কমলাকান্ত দাস, মাতা

সদানন্দী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তই তাঁকে লেখাপড়া শেখান। লোচন লিখেছেন—

ঠাকুর শ্রীগৌরহরি দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদ-প্রীত আসে আশ।
অধমেহ সাধ করে গৌর গুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস ।।

(চৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড)

লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল একেবারেই গেয় পাঁচালী। অধ্যায় পরিচ্ছেদাদি নেই। সূত্রখণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ খণ্ড—এই চার খণ্ডে সমাপ্ত চৈতন্য মঙ্গল, ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ, সাকুল্যে চরণ সংখ্যা এগার হাজারের মতো। গৌরাঙ্গ অবতারের একটি পৌরাণিক পটভূমিকা দিয়েছেন লোচন—কৃষ্ণ-রুক্মিণী প্রসঙ্গে। গুরু নরহরি সরকার ও অন্যান্য জীবিত গৌরাঙ্গ পার্শ্বদের বিবরণ ছাড়াও মুরারিগুপ্তের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন লোচন। বৃন্দাবন দাস এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজও গৌরাঙ্গের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লেখেন নি। লোচন দাসের পাঁচালীতে তা পাওয়া যায়, বিশেষতঃ নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গটি। বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবেও লোচন দাসের খ্যাতি আছে।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল

প্রায় সমকালে আর একখানা চৈতন্য মঙ্গল লিখেছেন জয়ানন্দ। গ্রন্থারম্ভে জয়ানন্দ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। মা রোদনী ছিলেন মৃত বৎসা। এই জন্য জয়ানন্দের নাম রাখা হয়েছিল গুইয়া। মহাপ্রভু তাঁকে পরে জয়ানন্দ নাম দেন।

গুহিআ নাম ছিল মড়াছিয়া বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে ।।

(জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল—আদিখণ্ড)

লোচনের মতো জয়ানন্দও চৈতন্য অবতারের একটি পৌরাণিক উপক্রমণিকা দিয়েছেন। অনেক নোতুন কথা লিখেছেন জয়ানন্দ। চৈতন্যদেবের পূর্ব পুরুষ সম্বন্ধে এবং চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। তিনি বলেছেন চৈতন্যদেবের পূর্ব পুরুষ উৎকলে যাজপুরে বাস করতেন, রাজা ভ্রমরের ভয়ে পালিয়ে শ্রীহট্ট যান। কিন্তু তিনি জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃ পুরুষের নামের যে তালিকা দিয়েছেন, তা অন্যান্য চারিতকার উক্ত তালিকার সঙ্গে মেলে না। জগন্নাথের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে জনার্দন, রাজগুরু, ধনঞ্জয় ও রামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী চৈতন্য কাব্য রচয়িতাগণের নাম দিয়েছেন সার্বভৌম, পরমানন্দ পুরী, বৃন্দাবন দাস, গৌরী দাস, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপাল বসু। কিন্তু সকলের রচনা ও গ্রন্থাদি পাওরা যায় না।

চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে
পরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়,
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহো গৌরাঙ্গ বিজয়।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবন দাস প্রচারিল সর্বোপরি ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে মানি ॥
সংক্ষেপে করিলে অতি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥
গোপাল বসু করিলেন গীত প্রবন্ধ।
চৈতন্যমঙ্গল তারা চামর বিছন্দে।
হবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গায় শেষে।

(জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল—আদিখণ্ড)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও গেয় পাঁচালী। নয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ—আদিখণ্ড, নদীয়া খণ্ড, বৈরাগ্য খণ্ড, সন্ন্যাস খণ্ড, উৎকল খণ্ড, প্রকাশখণ্ড,

তীর্থ খণ্ড, বিজয় খণ্ড, উত্তর খণ্ড। সাকুল্যে অধ্যায় সংখ্যা (৭ + ৭৩ + ২৫ + ১৫ + ২০ + ২০ + ৫ + ৭ + ১ =) ১৭৩। এর মধ্যে নদীয়া খণ্ডটি বৃহত্তম। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ১৫৫০—১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন।

চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয়

লোচন দাস ও জয়ানন্দের গেয় পাঁচালী ধরণের আরো কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই রকম একটি খণ্ডিত পাঁচালী প্রকাশিত হয়েছে চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয়। এই কাব্যে কোন অধ্যায় পরিচ্ছেদ নাই। নাচাড়ি, শিকলি আছে, রাগ রাগিনীরও উল্লেখ আছে। চূড়ামণি দাস ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তথ্য তিনি পেয়েছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য গদাধর দাস, রাম দাস প্রভৃতির কাছে।

অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন চূড়ামণি দাস, মাধবেন্দ্র পুরী। নিত্যানন্দের প্রবন্ধে বিস্তৃত ও অনেক নাজানা তথ্য দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য কাব্যকারের বিবরণের সঙ্গে অমিল আছে অনেকক্ষেত্রে। অন্যকোন চৈতন্য চরিতের অনুল্লেখও চূড়ামণি দাসের রচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়। গৌরাঙ্গ চরিত রচনার সময় ১৫৪২ থেকে ১৫৫০ বলে অনুমান করেছেন আচার্য সুকুমার সেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মধ্যযুগের তথা পর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৈতন্য চরিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস যখন বৃন্দাবনে বাস করতেন তখন গোস্বামীগণ ও আরও অনেক ভক্ত ছিলেন সেখানে। তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করেন নি এমন কি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও সাক্ষাৎ দেখেন নি। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন দাস রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থ পাঠ করতেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর উত্তর লীলা তথা গম্ভীরা লীলার কোন বর্ণনা নেই। এই জন্য বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রভুর একখানি পূর্ণাঙ্গ চরিত কথা লিখতে অনুরোধ করেন। পণ্ডিত ও ভক্ত কৃষ্ণদাস সংস্কৃতে লিখেছিলেন দুখানা—বই কৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা ও গোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্য। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন ধন্য অনেকের কাছে গিয়েছেন তিনি। মহাপ্রভুর দিব্যলীলা বিশেষতঃ মহাপ্রভুর অন্ত্য জীবনে ষোল বৎসর কাল পার্ষদ স্বরূপ দামোদর শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছেই বৃন্দাবনে থাকতেন তিনি। কাজেই সকলের অনুরোধে, শ্রীরাধা মদন গোপাল দেবের অনুমোদনে অতি বৃদ্ধ বয়সে এই দুরূহ কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি লিখেছেন—

আর যত বৃন্দাবনে বসে ভক্তজন।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন।।

চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ।।
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস।। (চৈচ ১/৮)

বৃন্দাবন দাস যে সব বিষয় লিখেছেন, তা কেবল সূত্রাকারে দিয়েছেন কৃষ্ণদাস, কোন কোন বিষয় বিস্তৃত করেছেন এবং অনুল্লিখিত বিষয় বর্ণনা করেছেন।

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি,
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি।।
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।। (চৈচ ১/১৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—পূর্বে লিখিত সব চৈতন্য চরিতের মতো গেয় কাব্য নয়—পুরাপুরি পাঠ্য কাব্য। আদি লীলা, মধ্য লীলা ও অন্ত্য লীলা—এই তিন খণ্ড বিভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গের চব্বিশ বৎসরকাল নবদ্বীপ লীলা বর্ণনা করেছেন আদি লীলায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম ছয় বৎসর

মহাপ্রভুর পরিব্রাজক মধ্যলীলার বিষয়, অন্ত্যলীলা বাকি আঠারো বছরের বর্ণনা। আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা নিয়ে পরিচ্ছেদ সংখ্যা (১৭ + ২৫ + ২০ =) মোট ৬২টি। পয়ার ও ত্রিপদী সংখ্যা (২০৯৫ + ৫৩৮৭ + ৩০৪২ =) মোট ১০৫২৪। প্রমাণ সূচক সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ১০১১।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কেবল জীবনী গ্রন্থ নয়। মহাপ্রভু জীবনের নানা ঘটনাবলীর সঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের তত্ত্বের বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে। তবে আখ্যান ও তত্ত্ব আলাদা ভাবে নয় একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে দেওয়া হয়েছে একটি থেকে অপরটি আলাদা করা যায় না। আদি লীলার প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তগণের তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় অবস্থান বর্ণনা। পরের চারটি ভক্তি কল্পতরু—অর্থাৎ ভক্তগণের নাম ও পরিচয়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ মহাপ্রভুর জন্ম বর্ণনা থেকে চরিত কথার আরম্ভ। মোটা মুটি সর্বত্রই বিস্তারিত ভাবে তত্ত্ব কথা থাকলেও মধ্যলীলায় অষ্টমে রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য সাধন তত্ত্ব বিচার, ঊনবিংশে শ্রীরূপ শিক্ষা, বিংশ থেকে চতুর্বিংশ পর্যন্ত শ্রীসনাতন শিক্ষা, অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টকাদি—মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের ভিত্তি ভূমি।

মহাপ্রভুর জীবনের পর্বভেদ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনার সূত্র তথা প্রকল্প দিয়েছেন কৃষ্ণদাস। তাঁর ভাষা উদ্ধার করা যাক—

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিলাস ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য অন্ত্যলীলা-শেষ লীলার দুই নাম ॥

আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিল গ্রথিত।।
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিঞা।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিঞা।।
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন-চারি ভেদ।
অতএব আদি খণ্ডে লীলা চারি ভেদ।। (চৈ ৮১/১৩)

মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্র দিয়েছেন

উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন।।

ছয় বৎসর ঐছে প্রভু করিল বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি কভু ক্ষেত্র বাস।।
মধ্যলীলায় করিল এই সূত্র গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ।। (চৈচ ২/১)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মান্যতা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার প্রায় সমতুল্য। জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছেও—তথ্য সঞ্চয়ন, বিচার বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক আলোচনা, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, কাব্য রসাস্বাদন—মোটামুটি সর্বদিক থেকেই গ্রন্থখানির গুরুত্ব ও মান সমধিক। কিন্তু কবির দৈন্যের সীমা নেই—

আকশে অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।।
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পারে।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবারে।।

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙা টুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।

তৈছে আমি এক কর্ণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।।
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুত্তলী সমান।।

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ।।
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুই পানে।।
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম।। (চৈচ ৩/২০)

শ্রীকৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জিলার ঝামটপুর গ্রামে। তাঁর জন্মকাল ও প্রথম জীবন বৃত্তান্ত সঠিক জানা যায় না। মোটামুটি কাহিনী এই যে—তাঁর ভ্রাতা মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও শ্রীনিত্যানন্দ মানতেন না। এ নিয়ে ভ্রাতার সঙ্গে মতান্তর হয়। পরে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে গোস্বামীগণের শরণ নেন। সেখান থেকেই তিনি অধ্যয়ন ও সাধন ভজন করেন এবং সংস্কৃতে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর শেষ ও বাংলাতে একমাত্র গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শেষে একটি সমাপ্তি সূচক শ্লোক আছে। তাতে দেখা যায় যে ১৫৩৭ শকে (ইং ১৬১৫) জৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ শেষ হয়েছিল। অনুমান গ্রন্থখানি রচনাতে অন্ততঃ দশ বৎসর লেগেছিল। তাহলে গ্রন্থারম্ভ কাল ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ। তখন কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়স ৭২ এর মতো। তাহলে দেখা যায় যে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৭২ বৎসর পর সুরু হয়ে ৮২ বৎসরে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেছিলেন কবিরাজ গোস্বামী।

গোবিন্দ দাসের কড়চা

শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈত বংশীয় জয়গোপাল গোস্বামী ১৮৯৫

খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ দাস কর্মকার নামে এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সময়ে সঙ্গী হয়েছিলেন এবং তাঁরই লেখা কড়চা এটি। এ গ্রন্থটির অকৃত্রিমতা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বিতর্ক হয়েছে ও আছে। দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন বাদে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ গ্রন্থটিকে জাল বলেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তার পুনর্বিবেচনা সুরু হয়েছে। তরুণ গবেষক ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত ডি. লিট—তাঁর প্রথম চৈতন্য চরিত, গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রামাণিকতা বিচার—গ্রন্থে নানা তথ্যভিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক নানা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে গোবিন্দ দাসের কড়চার পুনর্মূল্যায়ণ করেছেন। এতে পুরানো বিতর্ক আবার নতুন ভাবে সুরু হতে পারে। সে কথা স্বতন্ত্র। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের বর্ণনায় আমরা আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯২৬) গোবিন্দ দাসের কড়চা থেকে তিনটি কাহিনী দিয়েছি। জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ (১৮৯৫) গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারিনি। তাতে বিষয়গত কোন ইতর বিশেষ হয়নি—আশা করি।

২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুখানি কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কাছেই নয়—জিজ্ঞাসু পাঠক সমাজের কাছেও নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই খানি মহাগ্রন্থের রচনা কালের মধ্যে ব্যবধান পণ্ডিতগণের মতে মোটামুটি ৬৭ বৎসর। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের (১৫৩৩) প্রায় ১৫ বৎসর পর রচিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্য ভাগবত আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে—মহাপ্রভুর অপ্রকটের ৮২ বৎসর পরে। রচনারম্ভ কাল ধরলে চৈতন্যভাগবত অন্ততঃ তিন বৎসর ও চরিতামৃত দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ যথাক্রমে ১৫৪৫ ও ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে। এই

দুই গ্রন্থের মাঝামাঝি কালে ৬৭ বৎসরে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কেবল বাংলা ভাষাতেই যে অনেক চরিতকাব্য রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। জয়ানন্দ, লোচন দাস ও চূড়ামণি দাসের মোট তিনখানি চরিত গ্রন্থ মাত্র মুদ্রিত হয়েছে। জয়ানন্দ কয়েকজন চরিতকারের নাম দিয়েছেন পরমানন্দ গুপ্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত, গোপাল বসু। কিন্তু এদের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। যাহোক মধ্যযুগের প্রকাশিত অপ্রকাশিত অন্যান্য চরিত কাব্য-গুলির কথা মনে রেখেও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যেই দেবমানব মহাপ্রভুর চরিত্রের পরি কাঠামোটি পূর্ণতা পেয়েছে। এবং মহাপ্রভু সম্বন্ধে এর পরবর্তী যাবতীয় চরিত কথা—ইতস্ততঃ নানা বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মূলতঃ এই দুই গ্রন্থেরই অনুগামী। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে স্থূলভাবে অনেকখানি সাদৃশ্য থাকলেও—সূক্ষ্মভাবে তাকালে বৈসাদৃশ্যও কম নেই। চরিতকার দুজনের মানবিকতা, আবেগ, তথ্যের উৎস, রচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ—সর্বদিক থেকেই পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণভাবে এগুলি আলোচনা করা যাক।

১) বৃন্দাবন দাস ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তান এবং শ্রীমান্ নিত্যানন্দের শিষ্য। গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে।

যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥

সর্ব শেষ ভৃত্য তার বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥
অ[illegible]াপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥

(চৈতন্য ভাগবত ৩/৬)

কবিরাজ গোস্বামীও লিখেছেন একই কথা—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।

তার গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ।। (চৈচ ১/৮/৩৭)

পিতা, পরিচয়, ঘর-বাড়ী বা নিজের জীবন সম্বন্ধে আর কোন কথাই লেখেন নি তিনি। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা দেখেন নি বৃন্দাবন। মহাপ্রভুর জীবনলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিলে তখনে।

হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ।। (চৈভা ৯/৮/২৮৪)

তবে মহাপ্রভুর জীবৎ কালেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকট কালে তাঁর বয়স অনুমান ১৪/১৫ বৎসর। এই বয়সে নীলাচল গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি যে গিয়েছেন ও দেখেছেন মহাপ্রভুকে তার কোন কথা নেই। নিত্যানন্দের কেবল শিষ্য ছিলেন না তিনি। তাঁরই নির্দেশে চৈতন্য চরিত রচনা করেছেন—বৃন্দাবন লিখেছেন—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।

চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।।

তাহার কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা ।।

স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্বথা ।।

(চৈভা ১/১২/১৪৩-১৪৪)

অবশ্যই নিত্যানন্দের মুখে শুনেছেন, তাছাড়া, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, মুরারি গুপ্ত ও মহাপ্রভু অন্যান্য সহচরগণের কাছ থেকেও।

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।

ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্বথা ।।

(চৈভা ২/২৪/৬৮)

এবং

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কে বা জানে।

তাহি লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে ।। (চৈভা ১/১/৬৪)

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মকাল ও পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় মনে করেন,

কৃষ্ণদাস ১৪৫০ শকের (১৫২৮ খৃঃ) কাছাকাছি কোন এক সময়ে বর্তমান বর্ধমান জিলার ঝামটপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে এবং অষ্টম অধ্যায়ে কিছু বলেছেন। তাঁদের বাড়ীতে একটি কীর্ত্তনোৎসবে নিত্যানন্দ শিষ্য মীন কেতন রামদাস এসেছিলেন। সেখানে তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে মীনকেতনের কিছু বিবাদ হয়। কারণ মহাপ্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল কৃষ্ণদাসের ভ্রাতার। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে রামদাস বংশী ভেঙ্গে অভিশাপ দিয়ে চলে যান। ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করলেন কৃষ্ণদাস। সেই রাত্রে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নিত্যানন্দ তাঁকে বৃন্দাবন আসার নির্দেশ দেন ও তদনুযায়ী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলে আসেন।

নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।।

আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী।।
আয় আয় কৃষ্ণদাস না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহা তাঁহা সর্ব লভ্য হয়।।

সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন।। (চৈচ ১/৫)

বৃন্দাবনে গোস্বামীবর্গের কাছেই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা সাধন ভজন হয়। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর নীলাচল থেকে আগত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবা ও সঙ্গ করেছেন শেষ জীবনে কৃষ্ণদাস। এখানে সংস্কৃতে গ্রন্থাদি রচনা করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার কোন কথা নেই। তা আস্বাদনের প্রবল আগ্রহে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভক্তগণ অতি বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীকে চৈতন্য চরিত আলোচনার নির্দেশ দেন। তাঁদের ইচ্ছায় ও মদন গোপালের আদেশে এই দুরূহ কাজ তিনি করেন। চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গতঃ তিনি এই সব

তথ্য দিয়েছেন।

আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ।।

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ।।

আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাঁহাঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ।। (চৈচ ১/৮)

মুরারিগুপ্তের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, দাস গোস্বামীর স্তবমালা ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়া বৃন্দাবন বাসী মহাপ্রভুর সাক্ষাৎধন্য বহু লোকের। বিশেষ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে বহু ঘটনা শুনে থাকবেন তিনি। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুকে না দর্শন করলেও নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ কৃপা পেয়েছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর তেমন সৌভাগ্য হয় নি। তিনি কাজেই নবদ্বীপ লীলার সবটাই মুখ্যতঃ চৈতন্য ভাগবতের অনুসরণ করেছেন। সূত্রাকারে তার পুনরাবৃত্তি করেছেন, কোন সংক্ষিপ্ত বিবরণকে বিস্তৃত করেছেন, অনুল্লিখিত বিষয়ের সংযোজন করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে (যেমন কাজীদলন) কোথাও পুনরালোচনাও করেছেন। ফলে ভাগবত ও চরিতামৃত দুখানি মহা চরিত গ্রন্থ মিলিয়ে পাঠ করলে মহাপ্রভুর দিব্য চরিতের পূর্ণ আস্বাদন সম্ভব হয়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এটি কেবল একটি চরিত গ্রন্থ নয়—এটি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্পুট। শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ কেবল কাহিনীর বিন্যাস, পারিপার্শ্বিক বর্ণনা—জীবনের নানা ঘটনার সমাবেশ থাকলেও বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন কথা নেই। সে সব ক্ষেত্রে চৈতন্যচরিত অনেকটা জানা গেলেও চৈতন্যতত্ত্ব প্রায় কিছুই জানা যায় না। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একাধারে চরিত গ্রন্থ, মহাকাব্য ও তত্ত্বসম্পুট। ছোট

খাট প্রভেদগুলিও লক্ষণীয়।

ক) বৃন্দাবন দাস তাঁর ভাগবতে বলেছেন আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড। কৃষ্ণদাস চরিতামৃতে বলেছেন আদি-মধ্য ও অন্ত্যলীলা। বৃন্দাবন দাস খণ্ডের বিভাগগুলিকে বলেছেন অধ্যায়—কৃষ্ণদাস বলেছেন পরিচ্ছেদ। আদি-মধ্য-অন্ত্য তিনটি খণ্ড বা লীলার বিষয় নির্দেশেও পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাসের আদি খণ্ডের বিষয় জন্ম থেকে গৌরাঙ্গের গয়া গমন, মধ্য খণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত নবদ্বীপ লীলা, অন্ত্য খণ্ডে নীলাচল বর্ণনা। কবিরাজ গোস্বামীর আদি লীলা—শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা, মধ্যলীলায় সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে পরিভ্রমণ কাল ছয় বৎসর। অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর আঠার বৎসরের নীলাচল লীলা প্রসঙ্গ।

খ) প্রমাণ সূচক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে স্বীয় বক্তব্য সমর্থন করা প্রাচীন রীতি। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই তা করেছেন। তবে কৃষ্ণদাসের অমর গ্রন্থ ও সমাহৃত শ্লোক সংখ্যা বৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক। বৃন্দাবনের সমাহৃত প্রমাণ শ্লোক সাড়ে পাঁচশতের অধিক নয়, পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস উদ্ধার করেছেন সহস্রাধিকবার।

গ) উভয়েই আদিষ্ট হয়ে রচনাতে হাত দিলেও বৃন্দাবন নবদ্বীপে নিজের চোখে সমাজব্যবস্থা, সমকালের লোকজন দেখেছেন, ফলে তাঁর রচনার মধ্যে সমকালের একটি ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে—যা কবিরাজ গোস্বামীর রচনাতে নেই। পক্ষান্তরে পারোক্ষ তাত্ত্বিক বিচারে সিদ্ধান্ত সূচক শাস্ত্রীয় পর্যালোচনার যে যুক্তি সম্মত প্রয়োগ দেখিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামী তা বৃন্দাবন দাসের রচনাতে দুর্লভ।

ঘ) মহাপ্রভুর স্বরূপ নির্ণয় ও বর্ণনাতেও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলে সর্বদা বর্ণনা করেছেন। কখনো শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ বলেন নি। কিন্তু কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ মনে করেছেন।

ঙ) অবতরণ উদ্দেশ্য বৃন্দাবন দাসের মতে নাম দিয়ে জীব উদ্ধার করা। কিন্তু কৃষ্ণদাস এটিকে বহিরঙ্গ বলে অন্তরঙ্গ আর একটি উদ্দেশ্যকে মনে বলেছেন সেটি রাধাপ্রেমের স্বরূপ আস্বাদন।

চ) বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ সাহচর্য পেয়েছিলেন এবং ছিলেন নবদ্বীপে কাজেই গৌরচন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দ একাত্ম্য হয়ে গেছেন তার কাব্যে, কিন্তু কৃষ্ণদাস দেখেছিলেন মহাপ্রভুর নীলাচলের সহচরদের ও বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের চোখ দিয়ে কাজেই শ্রীচৈতন্যের রাধা ভাব দ্যুতি অধিকতর ভাবে উজ্জ্বল হয়েছে।

ছ) বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন মধ্য বয়সে এবং এমন সময়ে সেখানে নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে কিছু সংশয় ও প্রশ্ন উঠেছিল। অসহিষ্ণু বৃন্দাবন এই নিন্দুকদের সম্বন্ধে হঠাৎ বলে ফেলেছেন—

এত পরিহাসেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মাঁপে তার শিয়র উপরে।।

(চৈভা ১/১২/১৫৩)

কিন্তু এতজ্জাতীয় প্রমাদ কৃষ্ণদাসের রচনাতে পাওয়া যায় না বরঞ্চ বিপরীত অভূতপূর্ব বৈষ্ণবীয় বিনয়ে বিস্মিত হতে হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করো মুই পানে।। (চৈচ ৩/২০)

স্থানকাল, উপলব্ধি, পরিশীলন প্রভৃতি কারণে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য হয় এবং রচনাতেও তা প্রতিফলিত হয়। এই সর্বাদক থেকে দুইটি গ্রন্থের মধ্যে অনেক অমিল ও অনৈক্য আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিচারে—এই অনৈক্যগুলি তুচ্ছ—দুইটি মহাগ্রন্থ পরস্পর বিরোধী নয় অধিকন্তু পরিপূরক। একটিতে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দেবোপম চরিতের ক্রমঃবিকাশ, তার তথ্যগত বিশ্লেষণ প্রাধান্য, অপরটির মধ্যে বৃহত্তর ভক্ত পরিমণ্ডলে উচ্চতম ভাবের বিগ্রহ মহাপ্রভুর দিব্য প্রেমের পরাকাষ্ঠায় চিত্রণ এবং তার তত্ত্বগত দার্শনিকতার বিশ্লেষণ সমুচ্চয়। ব্যক্তি পুরুষ ও ভাবাদর্শের পূর্ণতা এই দুটি নিয়েই পরিস্ফুট হয় সম্পূর্ণ চরিত্র—ভাগবত ও চরিতামৃত এ দুটি একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, মধ্যযুগের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গ-চৈতন্যের দর্শন লাভ হয়।

৩। শ্রীচৈতন্যচরিত্র বিশ্লেষণে ও তৎকালের বৈষ্ণব ইতিহাস রচনায় মধ্যযুগে প্রকাশিত বাংলা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব

মর মানুষের চরিত কথা বা জীবনী নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রথা আমাদের দেশে পূর্বে ছিল না। মহাপ্রভুর চরিত কথা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকে। মহাপ্রভুর চরিত কথা বা পাঁচালী গীত রচনা করেছিলেন যারা তাঁদের চোখে মহাপ্রভু কিন্তু মানুষ ছিলেন না —ছিলেন 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন'। দেবোপম চরিত্র রূপেই তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছিল। বস্তুতঃ ২৩/২৪ বৎসরের তরুণ বিশ্বম্ভর মিশ্র নবদ্বীপের মতো স্থানে অদ্বৈত আচার্যের মতো প্রাচীন পণ্ডিত তথা রসিক ভক্তমণ্ডলী দ্বারা সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অর্চিত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর চরিত্রে, আচরণে সবকিছু অলৌকিক অতিমানবিক গুণ আরোপ করা হয়েছিল। সমস্ত চরিতকারই শ্রীগৌরাঙ্গের এই অতিমানবিক বা ঐশ্বরিক রূপটি ভাব নয়নে দেখে, সমকালের কিছু ঘটনার মধ্যে নতুন নতুন তাৎপর্য খুঁজেছেন।

চৈতন্যচরিত সম্বন্ধে মধ্যযুগে প্রকাশিত বাংলা প্রথম গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শেষ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। পণ্ডিতগণের মতে এই গ্রন্থ দুখানির রচনার কাল ব্যবধান ৬৭/৬৮ বৎসর। এর মধ্যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে, অনুমান করি অনেক পাঁচালী ও গীতি সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, ভাগবত ও চরিতামৃত ছাড়া কেবল জয়ানন্দ, লোচন দাস, চূড়ামণি দাসের যথাক্রমে দুখণ্ড চৈতন্যমঙ্গল ও গৌরাঙ্গ বিজয় এই তিনখানি গ্রন্থ ও বিতর্কিত গোবিন্দ দাসের কড়চা।

চূড়ামণি দাসের গ্রন্থখানি খণ্ডিত, তবে তা জয়ানন্দ, লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের মতো গেয় পাঁচালী। চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ভূমিকা আছে। আর আছে নিজ নিজ উভয় সম্প্রদায়ের কথা। কোন বাংলা চরিতকারই মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নি, বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও প্রচলিত নানা কিম্বদন্তী অবলম্বন করে লীলা বর্ণনা করেছেন।

মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পূর্বেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সমাজে কিছু দলাদলি দেখা দিয়েছিল। মহাপ্রভুকে জগদানন্দ মারফৎ—'বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল'—পাঠিয়ে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য—অনেকে মনে করেন তার মধ্যে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব কোন্দলের ইঙ্গিত আছে। শ্রীখণ্ডের নরহরি প্রবর্তিত গৌরাঙ্গময়ী ভাবের বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল খুব সম্ভব মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার পর থেকেই। বোধহয় এই মতবাদে নিত্যানন্দ প্রভু ও অনেকের সমর্থন ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যে, যেটি নিত্যানন্দের আদেশে ও মতাদর্শে রচিত হয়েছিল। নরহরি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম পার্শ্বদ ছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবন দাস নরহরি-গৌরাঙ্গবাদের অন্যতম প্রবক্তা বলে তার নাম পর্যন্ত চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করেন নি। অধিকন্তু লিখেছেন—

শ্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা-বিদিত সংসারে।।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গোরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে।। (চৈভা ১/১০)

তবে চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—রসে সংকীর্তনে নরহরির উল্লেখ করেছেন। লোচনদাস নরহরির শিষ্য ছিলেন। কাজেই তাঁর বর্ণনায় বৃন্দাবনের নাগর কৃষ্ণের আভাস সুস্পষ্ট—

নদীয়া নগরে নাগরী আগোর
রসের সাগর সবে।
গৌরচন্দ্র লীলা দেখিয়া ভুলিলা
দম্ভচূড় গেল তবে।। (লোচন দাস আদিখণ্ড)

তেমনি জয়ানন্দ ছিলেন গদাধরের শিষ্য। গৌর গদাধর বিগ্রহ প্রকট করেছিলেন তিনি। ভণিতায়ও লিখেছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে চৈতন্য মঙ্গল রচে জয়ানন্দ।।

বোধ হয় এই কারণেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ব্যাপারে—গদাধরের প্রসঙ্গ এনেছেন।

এই বিশেষ মানসিকতা ছাড়াও প্রত্যেকেই কিছু শোনা কথা, কিছু কিংবদন্তী, কিছু কল্পনা মিলিয়ে তাঁদের পরম প্রিয় চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। আবেগ, আদর্শ কল্পনার বিচিত্র রঙে মহাপ্রভুর চরিত্র অবশ্যই স্বতন্ত্র হয়েছে। তবে প্রত্যেকের রচনার মধ্যেই সামাজিক পটভূমি, কবির সমকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই দিক থেকে অন্তবর্তী কালের চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যেমন নদীয়াতে ব্রাহ্মণ রাজা হবে এই কিংবদন্তী শুনে গৌড়ের নবাব যে ব্রাহ্মণদের নির্যাতন করেছিলেন, নবদ্বীপ ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন এই ঐতিহাসিক তথ্যটি কেবল জয়ানন্দের রচনাতেই পাওয়া যায়।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না মানিহ প্রমাদ হএ পাছে।।

এ মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।।

(জয়ানন্দ নদীয়া খণ্ড)

অমুদ্রিত ও হাতে লেখা পুঁথির একটা বড় অসুবিধা—তার মধ্যে যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশের সংযোজন আশঙ্কা। লিপিকার যদি সামান্য কল্পনা ও কবিত্ব শক্তির পাত্র হন, তিনি অবশ্যই স্থান বিশেষে—তা প্রয়োগ করে থাকবেন। বস্তুতঃ পুঁথি সাহিত্যের প্রক্ষিপ্ত ব্যাপারটি এই কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর চরিত্রে ঈশ্বরত্ব, তথা অলৌকিকতার অবতারণা প্রতিটি চরিতকারই করেছেন। তবে সকলে দু একটি বড় বিষয়ে বর্ণনার অনৈক্য ছাড়া, অন্যান্য বিষয়ে মহাপ্রভুর জীবনের বিকাশ ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেছেন নিজ নিজ ধারণার পথ ধরে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যাক, চরিতসাহিত্যে নিমাই সন্ন্যাস একটি অতি করুণ কাহিনী। শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ অনেক দিক থেকে সিদ্ধার্থ গৌতমের সংসার ত্যাগ থেকে করুণতর। মহাপ্রভুর জীবন

নাট্যের এটি চরম মুহূর্ত। বৃন্দাবন দাস এবং তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কাহিনীটি সম্বন্ধে, বিশেষ করে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ যেমন করে বর্ণনা করেছেন—জয়ানন্দ ও লোচন তা করেন নি। মহাপ্রভু পরিকল্পিত ভাবে, ভেবে চিন্তে লোক কল্যাণের জন্য বৃদ্ধা জননীকে বুঝিয়ে তাঁর মত নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সাংসারিক কর্ত্তব্য ও গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে মহাপ্রভু যৌবনে অতিথি সৎকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশ গমন কালে কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে কথা বৃন্দাবন দাস বলেছেন। সেক্ষেত্রে ১৪ বছরের কিশোরী বধূ বিষ্ণু-প্রিয়াকে কিছু না বলে, উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে যাবেন--এটা যেন যুক্তিসহ নয়। জয়ানন্দ ও লোচন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসঙ্গ তুলেছেন। এবং এখন নিমাই সন্ন্যাস কাহিনী—যে ভাবে আলোচিত ও বর্ণিত হয়, সেটি লোচনের অনুযায়ী। যাহোক—এ নিযে ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম বিচারের অবকাশ থাকলেও, মহাপ্রভু কিন্তু কেবল একটি ঐতিহাসিক রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন না তাঁর অনুগামী ও উত্তরকালের ভক্তমণ্ডলী চরিতকারদের কাছে ছিলেন ঐশ্বরিক শক্তি নিষ্কাত, তথা ঈশ্বরস্বরূপ, ঐশ্বর্য ভাবের পূর্ণ বিগ্রহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যেমন—ভক্ত মানুষের একটি মোটামুটি পরিকাঠামো থাকলেও তাঁর রূপবৈচিত্র্য প্রত্যেকের ধ্যানে ও দৃষ্টিতে আলাদা। বহুলাংশে সঠিক ভক্তের নিজ নিজ ভাবের তুলিকায় অঙ্কিত—মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও একথাটি প্রযোজ্য। প্রতিটি লেখকের রচনার মধ্যেই কিছু কিছু অংশ ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক সমাজের চিত্র আর অন্য কিছু কিছু অংশ তার নিজের ভাবনায়, বিশ্বাসের গাঢ় রঙে রঞ্জিত। এই উভয় দিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের সচিত্র মহাপ্রভুর চরিত সাহিত্যগুলির প্রামাণ্যের কিছু ইতর বিশেষ থাকলেও, তুলনামূলক বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করলেও সবগুলিরই গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা অবশ্যই মূল্যবান।

গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পটভূমি

জয় জয় জয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহামহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভুপদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায়ে গৌরচন্দ্র-অবতার॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
অবিজ্ঞাততত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায়ে তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥
কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহি লেখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে॥

★

তথাহি (গীতা ৪/৭-৮) অর্জুনং প্রতি
ভগবদ বাক্যং

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিভর্বতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

[হে ভারত, যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কর্মকারীদের বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই॥]

★

ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব তত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

★

তথাহি (ভাগবত ১১/৫/৩১-৩২) জনকং প্রতি করভাজন বাক্যম্

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ॥

[হে পৃথিবীনাথ, এভাবে দ্বাপর যুগে ভক্তগণ জগদীশ্বরের স্তবাদি করে থাকেন। নানাবিধ তন্ত্রের বিধানানুসারে কলিযুগেও যে তেমন পূজাদি করা হয়, তা বলছি, শোন। সুবুদ্ধি যাঁরা, তাঁরা সংকীর্তন

প্রধান উপচারের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গোপাঙ্গরূপ অস্ত্র পার্ষদের সহ বিদ্যমানে ভগবানের পূজা করেন।]

★

কলিযুগে সর্ব যজ্ঞ হরিসঙ্কীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্যনারায়ণ॥
কলিযুগে সংকীর্তনধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায়ে আগে সর্ব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে॥
কি অনন্ত, কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ॥
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার॥
কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ় ওড্রদেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়েধরসে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত॥
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল ইঁহা সভার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইল অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢমাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম॥
মহাজয়জয়ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
ত্রিহোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্র বিলাস॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব ও-সয়ে কেন অশোচ্য দেশেতে?
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে?
যে যে দেশে গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
যে সব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার॥
শোচ্যদেশে, শোচ্যকুলে, আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভার করে ত্রাণ॥

যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে ।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয় ।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময় ॥
অতএব সর্ব দেশে নিজ ভক্তগণ ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইলা মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার ।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি ।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা ।
সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥

॥ নবদ্বীপ বর্ণনা ॥

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥
সভে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব ধরে ।
বালকেহো ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে ॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয় ।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে ।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার ।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥
ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে ।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে ॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে ।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে ॥
যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।
তাহারাহো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম করে ।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বন্দি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন ।
দোষ বহি গুণ কার না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী-অভিমানী ।
তা সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময় ।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায় ।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার ।
দেখি, ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেমতে এ সব জীব পাইব উদ্ধার ।
বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম ।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ ।

কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন ॥
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রসাদ ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য ॥
জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর ।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার ।
সর্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদভক্তিসার ॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে ।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতুহলে ॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে ।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমার হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ ।
ভক্তিবশে আপনেই হইলা সাক্ষাত ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য ॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায় ।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাসলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে ।
মদ্যমাংস দিঞা কেহো যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে ।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গলে ॥

বৈষ্ণবগণের আর্তি ও প্রার্থনা

কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায়ে বড় দুঃখ ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্যহৃদয় ।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার ।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥
তবেও শ্রীঅদ্বৈতসিংহ আমার বড়াঞি ।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞি ॥
আনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া ।
নাচিব গাইব সর্ব জীব উদ্ধারিয়া ॥
নিরবধি এইমত সংকল্প করিয়া ।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হঞা ॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার ।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বার বার ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস ।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস ॥
সর্ব কাল চারি ভাই গায়ে কৃষ্ণনাম ।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান ॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায় ।
পূর্বেই জন্মিলা সভে চৈতন্য-আজ্ঞায় ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ, গোপীনাথ ।
শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥
একে একে বলিতে হয় পুস্তক বিস্তার ।
কথার প্রস্তাবে নাম লৈব জানি যার ॥
সভেই স্বধর্মপর সভেই উদার ।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার ।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন ।

আপনা আপিন সভে করেন কীর্তন ।।
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায় ।
কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায় ।।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণে ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দনে ।
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে ।
প্রাণিমাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে ।।
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস ।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ।
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সংকীর্তন ।।
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র রসে ।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে ।।
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে ।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈস্বরে ।।
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে-হইল প্রমাদ ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ।।
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার ।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার ॥
কেহো বলে-এ বামনে এই গ্রাম হইতে ।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে ॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল ।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥
এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ ।
শুনি কৃষ্ণ বুলি কান্দে ভাগবতগণ ।।
শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর ।
করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়নগোচর ॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া ।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লঞা ।।
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে ।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে ।।
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস ।।
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণচরণ ।।
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হঞা ।
পূজে কৃষ্ণপাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া ।।
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন ।।
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে ।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে ।।
অন্ন ভালোমতে কারো না রুচয়ে মুখে ।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ।।
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব উপভোগ ।
অবতরিবারে প্রভু হইলা উদ্যোগ ।।

নিত্যানন্দের আবির্ভাব

ঈশ্বর-আজ্ঞায়ে আগে শ্রীঅনন্তধাম ।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম ।।
মাঘমাসে শুক্ল ত্রয়োদশী শুভদিনে ।
পদ্মাবতীগর্ভে একচাকা নাম গ্রামে ।।
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ ।
মূলে সর্ব-পিতা তানে করি পিতাব্যাজ ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ প্রাণ বলরাম ।

অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম ॥
মহাজয়জয়ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিল তখন ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূতবেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে ॥
অনন্তের প্রকাশ হইল হেনমতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতীর্ণ যে মতে ॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্মে তৎপর ॥
উদারচরিত্র তেঁহো ব্রাহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা ॥
কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র ॥
তান পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥
বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥
বিশ্বরূপ-মূর্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণ ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্তি ॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥
ধর্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে ॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচীজগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্ন প্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে ॥
মহাতেজ-মূর্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্যজনে ॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিঞা।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া।
অতি-মহাবেদগোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথা ॥
শচী-গর্ভে হৈসে সর্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায়ে আসি মিলিলা সকল ॥
সঙ্কীর্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্তন ॥
অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥
অপূর্ব শুনিঞা সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে নিরন্তর হউক গ্রহণ।
সভে বোলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।

না বুঝয়ে কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সব ভক্তগণ ।
নিরবধি চতুর্দিগে হরিসঙ্কীর্তন ॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন ।
সবে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥
চতুর্দিগে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ।
জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥
হেনই সময়ে সর্ব জগৎ-জীবন ।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ।
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার ।
আগে হরিসঙ্কীর্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দিগে ধায়ে লোক গ্রহণ দেখিয়া ।
গঙ্গাস্নানে হরিবোলে যায়েন ডাকিয়া ॥
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরি নাম ।
সেহো হরি বলি ধায়ে করি গঙ্গাস্নান ॥
দশ দিগ পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি ।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি ॥
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ ।
দুই জন হইলেন আনন্দস্বরূপ ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে ।
আথে ব্যথে নারীগণ জয় করে পুরে ।
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥
শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর ।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥
মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে ।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে ॥
বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে ।
বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তাহা পাছে ॥
সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন ।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম কহনে কথন ॥
বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ইহা হৈতে সর্ব ধর্ম হইবে স্থাপন ॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব প্রচার ।
এ শিশু করিবে সর্ব জগৎ উদ্ধার ॥
হেন কোষ্ঠী গণিয়াও আমি ভাগ্যবান ।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান ।
ইহানে বুলিব লোক নবদ্বীপচন্দ্র ।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥
হেন রসে পাছ হয়ে দুঃখের প্রকাশ ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান ।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্র দিতে চাহে দান ॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে ।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥
সেও বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি ।
আনন্দে সকলগণ বোলে হরি হরি ॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র ।
বৈষ্ণবের সেহ জন্মতিথির চরিত্র ॥
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে ।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে ॥
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে ।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥
আদিখণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর ।

যাঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর ॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি ।
তাহান কৃপায়ে যে বোলায়ে তাহা লেখি ॥
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রপদে নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥

শৈশবলীলা

জয় জয় কমলনয়ন গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥
হেন শুভদৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়ে ।
অহর্নিশি চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়ে ॥
হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ।
শচীগৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ।
আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ ।
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান ।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব পরিকরে ।
অহর্নিশি সবে থাকি বালক আবরে ॥
কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহ দেবীরক্ষা পড়ে ।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহ চারি দিগ বেড়ে ॥
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন ।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥
পরম সংকেত এই সবে বুঝিলেন ।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥
সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্ভায়ে ।
ছায়া দেখি সবে বোলে এই চোরা যায়ে ॥
নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি ।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি ॥
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিগ বন্ধ করে ।
উঠিলা পরম কলরব শচী ঘরে ॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায় ।
সবে বোলে এইমতে আসিয়া পলায় ॥
কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায় ।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়ে ॥
কোন ওঝা বোলে আজি এড়াইলি ভাল ।
না জানিস নৃসিংহ হব প্রতাপ বিশাল ॥
সেইখানে থাকি দেবগণ অলক্ষিতে ।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে ॥
বালক-উত্থান পবে যত নারীগণ ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন ॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান ।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী স্থান ॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান ।
সবারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান ॥
বালকেরে আশীষিয়া সর্ব নারীগণ ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ ॥

এইমতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ-ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল পেলায় চারি ভিতে।
সর্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখি সর্ব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে পেলিল সর্ব গৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে পেলিল হেন কেহ লখিতে না পারে॥
সর্ব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায়॥
কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লংঘিবারে॥
শিশু লংঘিবারে না পাঞা ক্রোধমনে।
অপচয় করি পলাইল কোন খানে॥
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্ধ।
দৈবে অপচয় দেখি না বলিল মন্দ॥
দৈবে অপচয় দেখি দুই জনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে॥

নামকরণ

এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নামকরণের কাল হইল সমুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী আদি বিদ্যাবান।
সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দুরে ভূষণ॥
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বোলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি॥
বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহার জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহার শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥
নিমাঞি যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্বজন॥
সর্ব শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণে পড়য়ে॥
দেবগণে নরগণে করএ মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজায় সকল॥
ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিতে আনিঞা সবে কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শচীর নন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতাগণে জয় দেয় চারিভিত।
সবাই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত॥

সবে বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সকল শাস্ত্রের জানিবে অনুভব॥
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্তন।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

সর্প ও শিশু নিমাই

জানুগতি চলে প্রভু পরমসুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহা ধরে॥
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া
ঠাকুর থাকিয়া সর্প উপরে শুইয়া॥
অস্তেব্যস্তে সবে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
গরুড় গরুড় করি ডাকে সর্বজন।
পিতামাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বোলে॥
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।
কেহ বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে দেয় আনি॥
কেহ বলে বালকের পুনর্জন্ম হৈল।
কেহ বলে জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ বলে যাউ সবে আনিল ধরিয়া॥
ভক্তি করি এ সকল বেদগোপ্য শুনে।
সংসারভুজঙ্গ তারে না করে লংঘনে॥

দুরন্ত নিমাই

এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনেভ্রমণ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমলনয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর॥
সহজ অরুণ-গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক স্বভাবে প্রভু যদি চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥
উষাকাল হইতে সকল নারীগণ।
বালক বেড়িয়া সবে করেন কীর্তন॥
হরি বলি নারীগণ দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতুহলী॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর॥
হেন অঙ্গীভঙ্গী করে নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥

হেনমতে শিশুভাবে হরিসংকীর্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে অন্য জন।।
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে।
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যাহা দেখে তাহা চায়।।
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেই দেয় ততক্ষণ।।
সবেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।।
যে সকল স্ত্রীগণেতে গায় হরিনাম।
তা সবারে আনি প্রভু করেন প্রদান।।
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ।।
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।।
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতি দিনে আপনে কৌতুকে চুরি করে।।
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়।।
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেন মাত্র উঠিয়া পালায়।।
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে।।
এবার ছাড়হ মোরে না আসেব আর।
আর যবে চুরি করোঁ দোহাই তোমার।।
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পিরিত।।
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশনমাত্রে সর্ব চিত্তবিত্ত হরে।।
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়।।

দুই চোর ও গোরাচাঁদ

এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে।।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখে দিব্য অলঙ্কার।
দুই চোরে হরিবারে চিন্তে পরকার।।
বাপ বাপ বলি এক চোরে কৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলা আর চোর বলে।।
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।
হাসি কহে প্রভু চল চল যাই ঘরে।।
অস্তেব্যস্তে দুই চোর কোলে করি ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লঞা যায়।।
অবুদ অবুদ লোকে কে কাহারে চিনে।
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে।।
কেহ ভাবে মনে মুঞি নিমু তাড়-বালা।
এইমত দুই চোর খায় মনকলা।।
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যায় নারায়ণে।।
এক চোর প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর চোর বলে এই আইলাম ঘরে।।
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূর যায়।
এথা যত জন সব চাহিয়া বেড়ায়।।
কেহ বলে আইস আইস বাপ বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চৈঃস্বর।।

পরম আকুল হইলেন সর্বজন ।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন ॥
সভে সর্বভাবে গেলা কৃষ্ণের শরণ ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন ॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে ।
জগন্নাথের ঘরে আইল নিজঘর জ্ঞানে ॥
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্মস্থানে ।
অলংকার হরিতে হইলা সাবধানে ॥
চোর বলে নামো বাপ আইলাম ঘর ।
প্রভু বোলে হয় হয় নামাও সত্বরে ॥
যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ ।
বিষাদ ভাবেন সবে শিরে দিয়া হাত ॥
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে ।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে ॥
নাম্বিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে ।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে ।
সবার হইল অনির্বচনীয় রঙ্গ ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে ।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে
গণ্ডগোলে কে কাহারে অবধান করে ।
চারিদিগে চাহি চোর পলাইল ডরে ॥
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে ।
চোর বলে ভেল্কী বা দিলেক কোন জনে ।
চণ্ডী রাখিলেন আজি দুই চোর বোলে ।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকোলি করে ॥
পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান ।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান ।

হাতে খড়ি

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল ।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর ।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুজন ।
কর্ণবেধ করাইলা শ্রীচূড়াকরণ ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায় ।
পরম বিস্মিত হৈয়া সর্বগণে চায় ॥
দিন দুই তিনে শিখিলেন বাখো ফলা ।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥
রামকৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী ।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী ॥
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায় ।
পরম সুকৃতি সবে দেখে নদীয়ায় ।
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে ।
তাহা শুনিতেই জীবমাত্র সব ভুলে ।
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া গৌরসুন্দর ।
যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর ।
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায় ।
না পাইলে কান্দিয়া ভূতলে গড়ি যায় ॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র তারাগণ ।
হস্ত পদ আছাড়িয়া করেন ক্রন্দন ॥
সবেই সান্ত্বনা করে করি নিজ কোলে ।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর দেহ দেহ বোলে ॥
সবে মাত্র আছে এক মহাপ্রতিকার ।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥

হাতে তালি দিয়া সবে বোলে হরি হরি।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥
বালকের প্রীতে সবে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথ গৃহে হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥

গঙ্গাতীরে দৌরাত্ম্য

ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চাপল্য যত বিপ্রের কোঙর॥
সভার সহিতে গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে॥
অন্য শিশু দেখিলে করে যে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে বাজায়ে কোন্দল॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায়ে ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিঞা সর্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলয়ে বহু রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে।
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী॥
না জানি কতেক শিশু মিলে তথা আসি।
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে।
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥
সভে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥
পুন পুনঃ সবারে করায় গঙ্গাস্নান।
কারে ছুঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর নাগালী সব দ্বিজগনে।
সভে চলিলেন প্রভুর জনকের স্থানে॥
শুন শুন ওহে মিশ্র পরমবান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে মুঞি নারায়ণ পরতেক॥
কেহো বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।
কেহো বলে মোর লঞা পলায় উত্তরী॥
কেহো বলে পুষ্প দূর্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণুপূজিবার সজ্জ বিষ্ণুর আসন।
আমি করি স্নান হেতা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥
আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥
কেহো বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নাম্বিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহো বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহো বলে আমার চোরায় গীতা পুঁথি।
কেহো বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহো বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া স্কন্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥

কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষবাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায়ে বিকল।
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিতি এইমত করে কহিল তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥
হেনকালে আইলেন যতেক বালিকা।
কোপমনে আইলা সবে শচী দেবী যথা।
শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরানী নিজ পুত্রের কারণ॥
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয় করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার বীচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার॥
পূর্বে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার॥

দুঃখে মায় বাপেরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণ কন্দল হইবে তোমাসনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম নহিবেক ভাল॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভা কোলে করিয়া কহেন প্রিয় বাণী॥
নিমাঞি আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব না করে কভু গিয়া॥
শচীর চরণ ধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুন স্নান করিবারে।
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ হয় মনে।
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জে সদম্ভ বচনে।
নিরবধি অব্যবহার করে যে সবার।
ভালমতে গঙ্গাস্নান না দেয় করিবার।
এই ঝাট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।
সবে রাখিলেন কেহ রাখিতে না পারে॥
ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব ভূতের ঈশ্বর।
গঙ্গাজলে কেলি করে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥
কুমারিকাগণ বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্বর॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণকুমারী সব ডরে।
সবারে শিখান প্রভু মিশ্রে কহিবার।
স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার॥

সেই পথে গেলা ঘর পঢ়িয়া শুনিঞা
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥
শিখাইয়া প্রভু আর পথে গেলা ঘর।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চায়।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায় ॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেলা।
শিশুগণ বলে তিঁহ স্নানে না আইলা ॥
সেইমতে গেলা ঘর পঢ়িয়া শুনিঞা।
সভে আছি যে তার অপেক্ষা করিয়া।
চারি দিগে চায় মিশ্র হাতে ছড় লঞা।
তর্জন গর্জন করে লাগ না পাইয়া ॥
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর ॥
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারি দিগে ভৃঙ্গে ॥
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাও সিনান করিতে।
পুত্রের বচন শুনি শচী আনন্দিত।
কিছু নাহি দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত ॥
তৈল দিয়া শচী মাতা মনে মনে গণে।
বালকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে ॥
লিখন কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে ॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর ॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে ॥
মিশ্র দেখে সর্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইল বিস্মিত ॥
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈল দোঁহে কিছু নাহি আর ॥
যে দুই প্রহর প্রভু যায় পঢ়িবারে।
সেই দুই যুগ যায় এমত দোঁহারে ॥
কোটিকল্প কোটি মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয় ॥
শচী জগন্নাথ পদে রহু নমস্কার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপ যার ॥
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায় ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা ছলে করে প্রকাশ বিস্তর।
নিরন্তর চপলতা করে শিশু সনে।
মায়ে শিখাইলেও প্রবোধ নাহি মানে।
শিখাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যত পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥
পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়।
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান ॥
সর্বশাস্ত্রে সকলে বাখানেন বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি ॥

শ্রবণ বদন মনে সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা আর না বোলে না শুনে॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় পায় মনে ব্যথা॥
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কতো দিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্তপথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়।
গোষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে উর্ধ্বরায়।
ভায়ের বিরহে মূর্ছা গেল গৌররায়॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ-পুরী॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সভে বহু করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ॥
পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইল বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধুবান্ধব সকল॥
স্থির হও মিশ্র কেন দুঃখ ভাব মনে।
সর্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটী কুলের হয় শ্রীবৈকুন্ঠে বাস॥

হেন কর্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সম্বন্ধ তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায়॥
এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইব তোমার বংশধর॥
ইহা হৈতে সর্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাঁহার॥
এইমতে সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয খন্ডন॥
যে-তে-মতে ধৈর্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ গুণ স্মরি ধৈর্য পাসরয়॥
মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রত্যয় মোর না হয় অন্তরে॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইল সেই সে॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি।
এইমতে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবিত্ত করিলেন স্থির॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইল বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদশরীর॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্মপাশ॥

গৌরাঙ্গের অধ্যয়নে বাধা

যদবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা স স্থির॥

নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননীজনকে ।।
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ।।
দেখিয়া অপূর্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বলে ধন্য পিতামাতা হেন বংশে ।
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে।
তুমি তো কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে ॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যয়নে ।।
শুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তার ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে ।।
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ ।।
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর ।।
এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্বশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র ।।
সর্বশাস্ত্রমর্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইল বাহির ।।
এই যদি সর্বশাস্ত্রে হৈবে গুণবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান ।।
এই পুত্র সব দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ ।।
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাঞি।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি ॥
শচী বোলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে কন্যাও নাহি দিবে কোন জনে ।।
মিশ্র বলে তুমি তো অবোধ বিপ্রসুতা।
হর্তা কর্তা পিতা কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা ।।
জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্যে পোষয় কেবা কহিল তোমাত ॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈবে আপনে ॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ববল ॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরেতে নাহি ভাত ।।
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতে যেবা নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ।।
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন ।।

★

তথাহি

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ ॥ ৫

[বিনা কষ্টে সুখে মৃত্যুবরণ ও বিনা দারিদ্র্য জীবন যাপন যারা গোবিন্দ চরণ আরাধনা করেনা তাদের পক্ষে কী ভাবে সম্ভব ?]

★

অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যা ধনে ।।
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিলে বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন ॥

যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে ॥
এতেক সে জানিহ থাকিলে কিছু নয়।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা সেই সত্য হয় ॥
এতেক না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম আমি।
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক চিন্তা নাহিক উহার ॥
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা ॥
পড়িয়া নাহিক কার্য বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে ॥
এত বলি পুত্রেরে ডাকিল বিপ্রবর।
পুত্রে বোলে শুন বাপ, আমার উত্তর ॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার ॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাহা দিব আমি।
গৃহে বাস পরম মঙ্গলে থাক তুমি ॥
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর ॥

পাঠে পুনরনুমতি লাভ

নিত্যধর্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
না লংঘে জনক বাক্য পড়িতে না যায় ॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইল শিশু সঙ্গে ॥
কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে ॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে ॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী ॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ হৈয়া ভাঙ্গয়ে আপনে।
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলায় ॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘু গুর্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে ॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
ডাকিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পলায়।
এইমত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়া করে সর্বদায় ॥
এতেক চাঞ্চল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিহ মিশ্র কিছু না করে উত্তর ॥
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তর ॥
বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডিগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন ॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন এক মনে।
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে ॥
বর্জ্য হাঁড়িগণ সব করি সিংহাসন।
তথা বসি হাসে গৌর সুন্দরবদন ॥
লাগিল হাঁড়ির কালি সব গৌর অঙ্গে।
কনকপুতলী যেন হাসে বহু রঙ্গে ॥

খাট প্রভেদগুলিও লক্ষণীয়।

ক) বৃন্দাবন দাস তাঁর ভাগবতে বলেছেন আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড। কৃষ্ণদাস চরিতামৃতে বলেছেন আদি-মধ্য ও অন্ত্যলীলা। বৃন্দাবন দাস খণ্ডের বিভাগগুলিকে বলেছেন অধ্যায়—কৃষ্ণদাস বলেছেন পরিচ্ছেদ। আদি-মধ্য-অন্ত্য তিনটি খণ্ড বা লীলার বিষয় নির্দেশেও পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাসের আদি খণ্ডের বিষয় জন্ম থেকে গৌরাঙ্গের গয়া গমন, মধ্য খণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত নবদ্বীপ লীলা, অন্ত্য খণ্ডে নীলাচল বর্ণনা। কবিরাজ গোস্বামীর আদি লীলা—শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা, মধ্যলীলায় সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে পরিভ্রমণ কাল ছয় বৎসর। অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর আঠার বৎসরের নীলাচল লীলা প্রসঙ্গ।

খ) প্রমাণ সূচক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে স্বীয় বক্তব্য সমর্থন করা প্রাচীন রীতি। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই তা করেছেন। তবে কৃষ্ণদাসের অমর গ্রন্থ ও সমাহৃত শ্লোক সংখ্যা বৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক। বৃন্দাবনের সমাহৃত প্রমাণ শ্লোক সাড়ে পাঁচশতের অধিক নয়, পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস উদ্ধার করেছেন সহস্রাধিকবার।

গ) উভয়েই আদিষ্ট হয়ে রচনাতে হাত দিলেও বৃন্দাবন নবদ্বীপে নিজের চোখে সমাজব্যবস্থা, সমকালের লোকজন দেখেছেন, ফলে তাঁর রচনার মধ্যে সমকালের একটি ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে—যা কবিরাজ গোস্বামীর রচনাতে নেই। পক্ষান্তরে পারোক্ষ তাত্ত্বিক বিচারে সিদ্ধান্ত সূচক শাস্ত্রীয় পর্যালোচনার যে যুক্তি সম্মত প্রয়োগ দেখিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামী তা বৃন্দাবন দাসের রচনাতে দুর্লভ।

ঘ) মহাপ্রভুর স্বরূপ নির্ণয় ও বর্ণনাতেও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলে সর্বদা বর্ণনা করেছেন। কখনো শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ বলেন নি। কিন্তু কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ মনে করেছেন।

ঙ) অবতরন উদ্দেশ্য বৃন্দাবন দাসের মতে নাম দিয়ে জীব উদ্ধার করা। কিন্তু কৃষ্ণদাস এটিকে বহিরঙ্গ বলে অন্তরঙ্গ আর একটি উদ্দেশ্যকে মূল বলেছেন সেটি রাধাপ্রেমের স্বরূপ আস্বাদন।

চ) বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ সাহচর্য পেয়েছিলেন এবং ছিলেন নবদ্বীপে কাজেই গৌরচন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দ একাত্ম্য হয়ে গেছেন তার কাব্যে, কিন্তু কৃষ্ণদাস দেখেছিলেন মহাপ্রভুর নীলাচলের সহচরদের ও বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের চোখ দিয়ে কাজেই শ্রীচৈতন্যের রাধা ভাব দ্যুতি অধিকতর ভাবে উজ্জ্বল হয়েছে।

ছ) বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন মধ্য বয়সে এবং এমন সময়ে সেখানে নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে কিছু সংশয় ও প্রশ্ন উঠেছিল। অসহিষ্ণু বৃন্দাবন এই নিন্দুকদের সম্বন্ধে হঠাৎ বলে ফেলেছেন—

এত পরিহাসেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি সাঁপে তার শিয়র উপরে ।।

(চৈভা ১/১২/১৫৩)

কিন্তু এতজ্জাতীয় প্রমাদ কৃষ্ণদাসের রচনাতে পাওয়া যায় না বরঞ্চ বিপরীত অভূতপূর্ব বৈষ্ণবীয় বিনয়ে বিস্মিত হতে হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করো মুই পানে ।। (চৈচ ৩/২০)

স্থানকাল, উপলব্ধি, পরিশীলন প্রভৃতি কারণে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য হয় এবং রচনাতেও তা প্রতিফলিত হয়। এই সর্বদিক থেকে দুইটি গ্রন্থের মধ্যে অনেক অমিল ও অনৈক্য আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিচারে—এই অনৈক্যগুলি তুচ্ছ—দুইটি মহাগ্রন্থ পরস্পর বিরোধী নয় অধিকন্তু পরিপূরক। একটিতে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দেবোপম চরিতের ক্রমঃবিকাশ, তার তথ্যগত বিশ্লেষণ প্রাধান্য, অপরটির মধ্যে বৃহত্তর ভক্ত পরিমণ্ডলে উচ্চতম ভাবের বিগ্রহ মহাপ্রভুর দিব্য প্রেমের পরাকাষ্ঠায়। চিত্রণ এবং তার তত্ত্বগত দার্শনিকতার বিশ্লেষণ সমুচ্চয়। ব্যক্তি পুরুষ ও ভাবাদর্শের পূর্ণতা এই দুটি নিয়েই পরিস্ফুট হয় সম্পূর্ণ চরিত্র—ভাগবত ও চরিতামৃত এ দুটি একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, মধ্যযুগের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গ-চৈতন্যের দর্শন লাভ হয়।

৩। শ্রীচৈতন্যচরিত্র বিশ্লেষণে ও তৎকালের বৈষ্ণব ইতিহাস রচনায় মধ্যযুগে প্রকাশিত বাংলা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব

মর মানুষের চরিত কথা বা জীবনী নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রথা আমাদের দেশে পূর্বে ছিল না। মহাপ্রভুর চরিত কথা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকে। মহাপ্রভুর চরিত কথা বা পাঁচালী গীত রচনা করেছিলেন যারা তাঁদের চোখে মহাপ্রভু কিন্তু মানুষ ছিলেন না—ছিলেন 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন'। দেবোপম চরিত্র রূপেই তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছিল। বস্তুতঃ ২৩/২৪ বৎসরের তরুণ বিশ্বম্ভর মিশ্র নবদ্বীপের মতো স্থানে অদ্বৈত আচার্যের মতো প্রবীণ পণ্ডিত তথা রসিক ভক্তমণ্ডলী দ্বারা সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অর্চিত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর চরিত্র, আচরণে সবকিছু অলৌকিক অতিমানবিক গুণ আরোপ করা হয়েছিল। সমস্ত চরিতকারই শ্রীগৌরাঙ্গের এই অতিমানবিক বা ঐশ্বরিক রূপটি ভাব নয়নে দেখে, সমকালের কিছু ঘটনার মধ্যে নতুন নতুন তাৎপর্য খুঁজেছেন।

চৈতন্যচরিত সম্বন্ধে মধ্যযুগে প্রকাশিত বাংলা প্রথম গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শেষ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। পণ্ডিতগণের মতে এই গ্রন্থ দুখানির রচনার কাল ব্যবধান ৬৭/৬৮ বৎসর। এর মধ্যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে, অনুমান করি অনেক পাঁচালী ও গীতি সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, ভাগবত ও চরিতামৃত ছাড়া কেবল জয়ানন্দ, লোচন দাস, চূড়ামণি দাসের যথাক্রমে দু খণ্ডে চৈতন্যমঙ্গল ও গৌরাঙ্গ বিজয় এই তিনখানি গ্রন্থ ও বিতর্কিত গোবিন্দ দাসের কড়চা।

চূড়ামণি দাসের গ্রন্থখানি খণ্ডিত, তবে তা জয়ানন্দ, লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের মতো গেয় পাঁচালী। চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ভূমিকা আছে। আর আছে নিজ নিজ উভয় সম্প্রদায়ের কথা। কোন বাংলা চরিতকারই মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নি, বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও প্রচলিত নানা কিম্বদন্তী অবলম্বন করে লীলা বর্ণনা করেছেন।

মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পূর্বেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সমাজে কিছু দলাদলি দেখা দিয়েছিল। মহাপ্রভুকে জগদানন্দ মারফৎ—'বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল'—পাঠিয়ে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য—অনেকে মনে করেন তার মধ্যে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব কোন্দলের ইঙ্গিত আছে। শ্রীখণ্ডের নরহরি প্রবর্তিত গৌরাঙ্গময়ী ভাবের বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল খুব সম্ভব মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার পর থেকেই। বোধহয় এই মতবাদে নিত্যানন্দ প্রভু ও অনেকের সমর্থন ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যে, যেটি নিত্যানন্দের আদেশে ও মতাদর্শে রচিত হয়েছিল। নরহরি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম পার্শ্বদ ছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবন দাস নরহরি-গৌরাঙ্গবাদের অন্যতম প্রবক্তা বলে তার নাম পর্যন্ত চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করেন নি। অধিকন্তু লিখেছেন—

শ্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা-বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥ (চৈভা ১/১০)

তবে চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—রসে সংকীর্তনে নরহরির উল্লেখ করেছেন। লোচনদাস নরহরির শিষ্য ছিলেন। কাজেই তাঁর বর্ণনায় বৃন্দাবনের নাগর কৃষ্ণের আভাস সুস্পষ্ট—

নদীয়া নগরে নাগরী আগার
রসের সাগর সবে।
গৌরচন্দ্র লীলা দেখিয়া ভুলিলা
দম্ভচূড় গেল তবে ॥ (লোচন দাস আদিখণ্ড)

তেমনি জয়ানন্দ ছিলেন গদাধরের শিষ্য। গৌর গদাধর বিগ্রহ প্রকট করেছিলেন তিনি। ভণিতায়ও লিখেছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে চৈতন্য মঙ্গল রচে জয়ানন্দ ॥

বোধ হয় এই কারণেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ব্যাপারে—গদাধরের প্রসঙ্গ এনেছেন।

এই বিশেষ মানসিকতা ছাড়াও প্রত্যেকেই কিছু শোনা কথা, কিছু কিংবদন্তী, কিছু কল্পনা মিলিয়ে তাঁদের পরম প্রিয় চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। আবেগ, আদর্শ কল্পনার বিচিত্র রঙে মহাপ্রভুর চরিত্র অবশ্যই স্বতন্ত্র হয়েছে। তবে প্রত্যেকের রচনার মধ্যেই সামাজিক পটভূমি, কবির সমকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই দিক থেকে অন্তবর্তী কালের চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যেমন নদীয়াতে ব্রাহ্মণ রাজা হবে এই কিংবদন্তী শুনে গৌড়ের নবাব যে ব্রাহ্মণদের নির্যাতন করেছিলেন, নবদ্বীপ ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন এই ঐতিহাসিক তথ্যটি কেবল জয়ানন্দের রচনাতেই পাওয়া যায়।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না মানিহ প্রমাদ হএ পাছে।।

এ মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।।

(জয়ানন্দ নদীয়া খণ্ড)

অমুদ্রিত ও হাতে লেখা পুঁথির একটা বড় অসুবিধা—তার মধ্যে যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশের সংযোজন আশঙ্কা। লিপিকার যদি সামান্য কল্পনা ও কবিত্ব শক্তির পাত্র হন, তিনি অবশ্যই স্থান বিশেষে—তা প্রয়োগ করে থাকবেন। বস্তুতঃ পুঁথি সাহিত্যের প্রক্ষিপ্ত ব্যাপারটি এই কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর চরিত্রে ঈশ্বরত্ব, তথা অলৌকিকতার অবতারণা প্রতিটি চরিতকারই করেছেন। তবে সকলে দু একটি বড় বিষয়ে বর্ণনার অনৈক্য ছাড়া, অন্যান্য বিষয়ে মহাপ্রভুর জীবনের বিকাশ ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেছেন নিজ নিজ ধারণার পথ ধরে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যাক, চরিতসাহিত্যে নিমাই সন্ন্যাস একটি অতি করুণ কাহিনী। শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ অনেক দিক থেকে সিদ্ধার্থ গৌতমের সংসার ত্যাগ থেকে করুণতর। মহাপ্রভুর জীবন

নাট্যের এটি চরম মুহূর্ত। বৃন্দাবন দাস এবং তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কাহিনীটি সম্বন্ধে, বিশেষ করে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ যেমন করে বর্ণনা করেছেন—জয়ানন্দ ও লোচন তা করেন নি। মহাপ্রভু পরিকল্পিত ভাবে, ভেবে চিন্তে লোক কল্যাণের জন্য বৃদ্ধা জননীকে বুঝিয়ে তাঁর মত নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সাংসারিক কর্ত্তব্য ও গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধ মহাপ্রভু যৌবনে অতিথি সৎকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশ গমন কালে কিশোরী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে কথা বৃন্দাবন দাস বলেছেন। সেক্ষেত্রে ১৪ বছরের কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে কিছু না বলে, উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে যাবেন--এটা যেন যুক্তিসহ নয়। জয়ানন্দ ও লোচন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসঙ্গ তুলেছেন। এবং এখন নিমাই সন্ন্যাস কাহিনী—যে ভাবে আলোচিত ও বর্ণিত হয়, সেটি লোচনের অনুযায়ী। যাহোক—এ নিয়ে ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম বিচারের অবকাশ থাকলেও, মহাপ্রভু কিন্তু কেবল একটি ঐতিহাসিক রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন না তাঁর অনুগামী ও উত্তরকালের ভক্তমণ্ডলী চরিতকারদের কাছে ছিলেন ঐশ্বরিক শক্তি নিক্ষাত, তথা ঈশ্বরস্বরূপ, ঐশ্বর্য ভাবের পূর্ণ বিগ্রহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যেমন—ভক্ত মানুষের একটি মোটামুটি পরিকাঠামো থাকলেও তাঁর রূপবৈচিত্র্য প্রত্যেকের ধ্যানে ও দৃষ্টিতে আলাদা। বহুলাংশে সঠিক ভক্তের নিজ নিজ ভাবের তুলিকায় অঙ্কিত—মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও একথাটি প্রযোজ্য। প্রতিটি লেখকের রচনার মধ্যেই কিছু কিছু অংশ ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক সমাজের চিত্র আর অন্য কিছু কিছু অংশ তার নিজের ভাবনায়, বিশ্বাসের গাঢ় রঙে রঞ্জিত। এই উভয় দিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের সচিত্র মহাপ্রভুর চরিত সাহিত্যগুলির প্রামাণ্যের কিছু ইতর বিশেষ থাকলেও, তুলনামূলক বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করলেও সবগুলিরই গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা অবশ্যই মূল্যবান।

গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পটভূমি

জয় জয় জয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহামহেশ্বর ॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভুপদে নমস্কার।
স্ফুরুক হৃদয়ে গৌরচন্দ্র-অবতার ॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
অবিজ্ঞাততত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায়ে তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥
কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার ॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহি লেখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে ॥

★

তথাহি (গীতা ৪/৭-৮) অর্জুনং প্রতি
ভগবদ বাক্যং

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

[হে ভারত, যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কর্মকারীদের বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই ॥]

★

ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে ॥
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে ॥
কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব তত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥

★

তথাহি (ভাগবত ১১/৫/৩১-৩২) জনকং প্রতি কর ভাজন বাক্যম্

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ ॥

[হে পৃথিবীনাথ, এভাবে দ্বাপর যুগে ভক্তগণ জগদীশ্বরের স্তবাদি করে থাকেন। নানাবিধ তন্ত্রের বিধানানুসারে কলিযুগেও যে তেমন পূজাদি করা হয়, তা বলছি, শোন। সুবুদ্ধি যাঁরা, তাঁরা সংকীর্তন

প্রধান উপচারের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গোপাঙ্গরূপ অস্ত্র পার্ষদের সহ বিদ্যমানে ভগবানের পূজা করেন।]

★

কলিযুগে সর্ব্ব যজ্ঞ হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্যনারায়ণ ॥
কলিযুগে সংকীর্ত্তনধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব পরিকরে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে ॥
কি অনন্ত, কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ ॥
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার ॥
কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ় ওড্রদেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার ॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়েধরসে জন্ম অন্য স্থানে ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম ॥
চাটিগ্রামে হইল ইঁহা সভার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইল অবতীর্ণ হরিদাস ॥
রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম ॥
মহাজয়জয়ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥
ত্রিহোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস।
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্মায়ে কেন অশোচ্য দেশেতে ?
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে ?
যে যে দেশে গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত ॥
যে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥
শোচ্যদেশে, শোচ্যকুলে, আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভার করে ত্রাণ ॥

যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে ।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয় ।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময় ॥
অতএব সর্ব দেশে নিজ ভক্তগণ ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইলা মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার ।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি ।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা ।
সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥

॥ নবদ্বীপ বর্ণন ॥

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥
সভে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব ধরে ।
বালকেহো ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে ॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয় ।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোকে সুখে বসে ।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার ।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥
ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে ।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে ॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে ।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে ॥
যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।
তাহারাহো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম করে ।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বান্ধি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন ।
দোষ বহি গুণ কার না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী-অভিমানী ।
তা সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময় ।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায় ।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার ।
দেখি, ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেমতে এ সব জীব পাইব উদ্ধার ।
বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম ।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ ।

কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন ॥
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রসাদ ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য ॥
জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদভক্তিসার ॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতুহলে ॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমার হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইলা সাক্ষাত ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য ॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাসলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে।
মদ্যমাংস দিঞা কেহো যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গলে ॥

বৈষ্ণবগণের আর্তি ও প্রার্থনা

কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায়ে বড় দুখ ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্যহৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥
তবেও শ্রীঅদ্বৈতসিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞি ॥
আনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব জীব উদ্ধারিয়া ॥
নিরবধি এইমত সংকল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হঞা ॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস ॥
সব কাল চারি ভাই গায়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান ॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বেই জন্মিলা সভে চৈতন্য-আজ্ঞায় ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্‌, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥
একে একে বলিতে হয় পুস্তক বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লৈব জানি যার ॥
সভেই স্বধর্মপর সভেই উদার।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।

আপনা আপিন সভে করেন কীর্তন ॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায় ।
কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায় ॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণে ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দনে ।
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে ।
প্রাণিমাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে ॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস ।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ।
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সংকীর্তন ॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র রসে ।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে ॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে ।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে-হইল প্রমাদ ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার ।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার ॥
কেহো বলে-এ বামনে এই গ্রাম হইতে ।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে ॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল ।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥
এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ ।
শুনি কৃষ্ণ বুলি কান্দে ভাগবতগণ ॥
শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর ।
করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়নগোচর ॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া ।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লঞা ॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে ।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে ॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস ॥
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হঞা ।
পূজে কৃষ্ণপাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন ॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে ।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে ॥
অন্ন ভালোমতে কারো না রুচয়ে মুখে ।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব উপভোগ ।
অবতরিবারে প্রভু হইলা উদ্‌যোগ ॥

নিত্যানন্দের আবির্ভাব

ঈশ্বর-আজ্ঞায়ে আগে শ্রীঅনন্তধাম ।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম ॥
মাঘমাসে শুক্ল ত্রয়োদশী শুভদিনে ।
পদ্মাবতীগর্ভে একচাকা নাম গ্রামে ॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ ।
মূলে সর্ব-পিতা তানে কির পিতাব্যাজ ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ প্রাণ বলরাম ।

অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম ॥
মহাজয়জয়ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিল তখন ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূতবেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে ॥
অনন্তের প্রকাশ হইল হেনমতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতীর্ণ যে মতে ॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্মে তৎপর ॥
উদারচরিত্র তেঁহো ব্রাহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা ॥
কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র ॥
তান পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিমন্তী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥
বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥
বিশ্বরূপ-মূর্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণ ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্তি ॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥
ধর্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে ॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচীজগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে ॥
মহাতেজ-মূর্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্যজনে ॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিঞা।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া।
অতি-মহাবেদগোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথা ॥
শচী-গর্ভে হৈসে সর্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায়ে আসি মিলিলা সকল ॥
সংকীর্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্তন ॥
অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥
অপূর্ব শুনিঞা সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে নিরন্তর হউক গ্রহণ।
সভে বোলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।

না বুঝিয়ে কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সব ভক্তগণ ।
নিরবধি চতুর্দিগে হরিসঙ্কীর্তন ॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন ।
সবে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥
চতুর্দিগে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ।
জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥
হেনই সময়ে সর্ব জগৎ-জীবন ।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার ।
আগে হরিসঙ্কীর্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দিগে ধায়ে লোক গ্রহণ দেখিয়া ।
গঙ্গাস্নানে হরিবোলে যায়েন ডাকিয়া ॥
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরি নাম ।
সেহো হরি বলি ধায়ে করি গঙ্গাস্নান ॥
দশ দিগ পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি ।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি ॥
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ ।
দুই জন হইলেন আনন্দস্বরূপ ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে ।
আথে ব্যথে নারীগণ জয় করে পুরে ॥
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥
শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর ।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥
মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে ।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে ॥
বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে ।
বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তাহা পাছে ॥
সেই খানে বিপ্ররূপে এক মহাজন ।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম কহনে কথন ॥
বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ইহা হৈতে সর্ব ধর্ম হইবে স্থাপন ॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব প্রচার ।
এ শিশু করিবে সর্ব জগৎ উদ্ধার ॥
হেন কোষ্ঠী গণিয়াও আমি ভাগ্যবান ।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান ॥
ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপচন্দ্র ।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥
হেন রসে পাছে হয়ে দুঃখের প্রকাশ ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান ।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্র দিতে চাহে দান ॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে ।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥
সেও বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি ।
আনন্দে সকলগণ বোলে হরি হরি ॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র ।
বৈষ্ণবের সেহ জন্মতিথির চরিত্র ॥
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে ।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে ॥
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে ।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥
আদিখণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর ।

যাঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর ॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি ।
তাহান কৃপায়ে যে বোলায়ে তাহা লেখি ॥
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রপদে নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥

শৈশবলীলা

জয় জয় কমলনয়ন গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥
হেন শুভদৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়ে ।
অহর্নিশি চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়ে ॥
হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ।
শচীগৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ।
আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ ।
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান ।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব পরিকরে ।
অহর্নিশি সবে থাকি বালক আবরে ॥
কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহ দেবীরক্ষা পড়ে ।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহ চারি দিগ বেড়ে ॥
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন ।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥
পরম সংকেত এই সবে বুঝিলেন ।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥
সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্ভায়ে ।
ছায়া দেখি সবে বোলে এই চোরা যায়ে ॥
নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি ।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি ॥
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিগ বন্ধ করে ।
উঠিলা পরম কলরব শচী ঘরে ॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায় ।
সবে বোলে এইমতে আসিয়া পলায় ॥
কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায় ।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়ে ॥
কোন ওঝা বোলে আজি এড়াইলি ভাল ।
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥
সেইখানে থাকি দেবগণ অলক্ষিতে ।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে ॥
বালক-উত্থান পবে যত নারীগণ ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিয়া গমন ॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান ।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী স্থান ।
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান ।
সবারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান ॥
বালকেরে আশীষিয়া সর্ব নারীগণ ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ ॥

এইমতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ-ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল পেলায় চারি ভিতে।
সর্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখি সর্ব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে পেলিল সর্ব গৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে পেলিল হেন কেহ লখিতে না পারে॥
সর্ব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায়॥
কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লংঘিবারে॥
শিশু লংঘিবারে না পাঞা ক্রোধমনে।
অপচয় করি পলাইল কোন খানে॥
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্ধ।
দৈবে অপচয় দেখি না বলিল মন্দ॥
দৈবে অপচয় দেখি দুই জনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে॥

নামকরণ

এইমতে প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নামকরণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী আদি বিদ্যাবান।
সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দুরে ভূষণ॥
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বোলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি॥
বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহার জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহার শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥
নিমাঞি যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্বজন॥
সর্ব শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণে পড়য়ে॥
দেবগণে নরগণে করএ মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজায় সকল॥
ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিতে আনিঞা সবে কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শচীর নন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতাগণে জয় দেয় চারিভিত।
সবাই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত॥

সবে বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সকল শাস্ত্রের জানিবে অনুভব॥
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

সর্প ও শিশু নিমাই

জানুগতি চলে প্রভু পরমসুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহা ধরে॥
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া
ঠাকুর থাকিয়া সর্প উপরে শুইয়া॥
অস্তেব্যস্তে সবে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
গরুড় গরুড় করি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতামাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বোলে॥
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।
কেহ বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে দেয় আনি॥
কেহ বলে বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল।
কেহ বলে জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ বলে যাউ সবে আনিল ধরিয়া॥
ভক্তি করি এ সকল বেদগোপ্য শুনে।
সংসারভুজঙ্গ তারে না করে লংঘনে॥

দুরন্ত নিমাই

এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনেভ্রমণ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমলনয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর॥
সহজে অরুণ-গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক স্বভাবে প্রভু যদি চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥
উষাকাল হইতে সকল নারীগণ।
বালক বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥
হরি বলি নারীগণ দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতুহলী॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর॥
হেন অঙ্গীভঙ্গী করে নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥

হেনমতে শিশুভাবে হরিসংকীর্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে অন্য জন।।
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে।
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যাহা দেখে তাহা চায়।।
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেই দেয় ততক্ষণ।।
সবেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।।
যে সকল স্ত্রীগণেতে গায় হরিনাম।
তা সবারে আনি প্রভু করেন প্রদান।।
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ।।
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।।
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতি দিনে আপনে কৌতুকে চুরি করে।।
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়।।
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেন মাত্র উঠিয়া পালায়।।
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে।।
এবার ছাড়হ মোরে না আসেব আর।
আর যবে চুরি করোঁ দোহাই তোমার।।
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পিরিত।।
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশনমাত্রে সর্ব চিত্তবিত্ত হরে।।
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঁঞি বুলয়ে সদায়।।

দুই চোর ও গোরাচাঁদ

এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে।।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখে দিব্য অলঙ্কার।
দুই চোরে হরিবারে চিন্তে পরকার।।
বাপ বাপ বলি এক চোরে কৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলা আর চোর বলে।।
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।
হাসি কহে প্রভু চল চল যাই ঘরে।।
অস্তেব্যস্তে দুই চোর কোলে করি ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লঞা যায়।।
অবুদ অবুদ লোকে কে কাহারে চিনে।
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে।।
কেহ ভাবে মনে মুঞি নিমু তাড়-বালা।
এইমত দুই চোর খায় মনকলা।।
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যায় নারায়ণে।।
এক চোর প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর চোর বলে এই আইলাম ঘরে।।
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূর যায়।
এথা যত জন সব চাহিয়া বেড়ায়।।
কেহ বলে আইস আইস বাপ বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চৈঃস্বর।।

পরম আকুল হইলেন সর্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥
সভে সর্বভাবে গেলা কৃষ্ণের শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথের ঘরে আইল নিজঘর জ্ঞানে॥
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্মস্থানে।
অলংকার হরিতে হইলা সাবধানে॥
চোর বলে নামো বাপ আইলাম ঘর।
প্রভু বোলে হয় হয় নামাও সত্বরে॥
যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে শিরে দিয়া হাত॥
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥
নামিবলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে।
সবার হইল অনির্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে
গণ্ডগোলে কে কাহারে অবধান করে।
চারিদিগে চাহি চোর পলাইল ডরে॥
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেল্কী বা দিলেক কোন জনে॥
চণ্ডী রাখিলেন আজি দুই চোর বোলে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকোলি করে॥
পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥

হাতে খড়ি

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥
শুভদিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুজন।
কর্ণবেধ করাইলা শ্রীচূড়াকরণ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হৈয়া সর্বগণে চায়॥
দিন দুই তিনে শিখিলেন বারো ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা॥
রামকৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী॥
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম সুকৃতি সবে দেখে নদীয়ায়।
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
তাহা শুনিতেই জীবমাত্র সব ভুলে।
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া গৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর।
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ভূতলে গড়ি যায়॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র তারাগণ।
হস্ত পদ আছাড়িয়া করেন ক্রন্দন॥
সবেই সান্ত্বনা করে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর দেহ দেহ বোলে॥
সবে মাত্র আছে এক মহাপ্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥

হাতে তালি দিয়া সবে বোলে হরি হরি।
তখন স্থগিত হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥
বালকের প্রীতে সবে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথ গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥

গঙ্গাতীরে দৌরাত্ম্য

ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চাপল্য যত বিপ্রের কোঙর॥
সভার সহিতে গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে॥
অন্য শিশু দেখিলে করে যে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে বাজায়ে কোন্দল॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায়ে ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পাড়িয়া শুনিঞা সর্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলয়ে বহু রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে।
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী॥
না জানি কতেক শিশু মিলে তথা আসি।
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে।
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥
সভে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥
পুন পুনঃ সবারে করায় গঙ্গাস্নান।
কারে ছুঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর নাগালি সব দ্বিজগনে।
সভে চলিলেন প্রভুর জনকের স্থানে॥
শুন শুন ওহে মিশ্র পরমবান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে মুঞি নারায়ণ পরতেক॥
কেহো বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।
কেহো বলে মোর লঞা পলায় উত্তরী॥
কেহো বলে পুষ্প দূর্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণুপূজিবার সজ্জ বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান হেতা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥
আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥
কেহো বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহো বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহো বলে আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥
কেহো বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহো বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া স্কন্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥

কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষবাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায়ে বিকল।
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিতি এইমত করে কহিল তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥
হেনকালে আইলেন যতেক বালিকা।
কোপমনে আইলা সবে শচী দেবী যথা।
শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরানী নিজ পুত্রের কারণ॥
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয় করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার বীচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার॥
পূরেবে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার॥
দুঃখে মায় বাপেরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণ কন্দল হইবে তোমাসনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম নহিবেক ভাল॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভা কোলে করিয়া কহেন প্রিয় বাণী॥
নিমাঞি আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব না করে কভু গিয়া॥
শচীর চরণ ধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুন স্নান করিবারে।
যতেক চাঞ্চল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ হয় মনে।
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জে সদম্ভ বচনে।
নিরবধি অব্যাহার করে যে সবার।
ভালমতে গঙ্গাস্নান না দেয় করিবার।
এই ঝাট যাও তার শাস্তি করিবারে।
সবে রাখিলেন কেহ রাখিতে না পারে॥
ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব ভূতের ঈশ্বর।
গঙ্গাজলে কেলি করে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥
কুমারিকাগণ বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইলেন এই পলাহ সত্বর॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণকুমারী সব ডরে।
সবারে শিখান প্রভু মিশ্রে কহিবার।
স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার॥

সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিঞা
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥
শিখাইয়া প্রভু আর পথে গেলা ঘর ।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চায় ।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায় ॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেলা ।
শিশুগণ বলে তিঁহ স্নানে না আইলা ॥
সেইমতে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিঞা ।
সভে আছি যে তার অপেক্ষা করিয়া ।
চারি দিগে চায় মিশ্র হাতে ছড়ি লঞা ।
তর্জন গর্জন করে লাগ না পাইয়া ॥
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর ।
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে ।
চম্পকে লাগিল যেন চারি দিগে ভৃঙ্গে ॥
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে ।
তৈল দেহ মোরে যাঙ সিনান করিতে ।
পুত্রের বচন শুনি শচী আনন্দিত ।
কিছু নাহি দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত ॥
তৈল দিয়া শচী মাতা মনে মনে গণে ।
বালকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে ॥
লিখন কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে ।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে ॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর ।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর ॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে ।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে ॥
মিশ্র দেখে সর্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত ।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইল বিস্মিত ॥
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার ।
স্নেহে পূর্ণ হৈল দোঁহে কিছু নাহি আর ॥
যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে ।
সেই দুই যুগ যায় এমত দোঁহারে ॥
কোটিকল্প কোটি মুখে বেদে যদি কয় ।
তবু এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয় ॥
শচী জগন্নাথ পদে রহু নমস্কার ।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপ যার ॥
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায় ।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায় ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান ।
বৃন্দাবনদাস ছুহু পদযুগে গান ॥

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।
বাল্যলীলা ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ।
নিরন্তর চপলতা করে শিশু সনে ।
মায়ে শিখাইলেও প্রবোধ নাহি মানে ।
শিখাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল ।
গৃহে যত পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥
পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয় ।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ।
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান ।
আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান ॥
সর্বশাস্ত্রে সকলে বাখানেন বিষ্ণুভক্তি ।
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি ॥

শ্রবণ বদন মনে সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা আর না বোলে না শুনে ॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় পায় মনে ব্যথা ॥
ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে ॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কতো দিনে ॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্তপথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়।
গোষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে উর্ধ্বরায়।
ভায়ের বিরহে মূর্ছা গেল গৌররায় ॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ-পুরী ॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সভে বহু করিলা ক্রন্দন ॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায় ॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ ॥
পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইল বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধুবান্ধব সকল ॥
স্থির হও মিশ্র কেন দুঃখ ভাব মনে।
সর্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে ॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটী কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥
হেন কর্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সম্বন্ধ তাহার ॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায় ॥
এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইব তোমার বংশধর ॥
ইহা হৈতে সর্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাঁহার ।
এইমতে সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খন্ডন ॥
যে-তে-মতে ধৈর্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ গুণ স্মরি ধৈর্য পাসরয় ॥
মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রত্যয় মোর না হয় অন্তরে ॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইল সেই সে ॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি।
এইমতে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবিত্ত করিলেন স্থির ॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইল বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদশরীর ॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্মপাশ ॥

গৌরাঙ্গের অধ্যয়নে বাধা

যদবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥

নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননীজনকে ॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বলে ধন্য পিতামাতা হেন বংশে ॥
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে।
তুমি তো কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে ॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যয়নে ॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তার ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে ॥
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ ॥
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর ॥
এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্বশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র ॥
সর্বশাস্ত্রমর্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইল বাহির ॥
এই যদি সর্বশাস্ত্রে হৈবে গুণবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান ॥
এই পুত্র সব দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাহিঞে।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি ॥
শচী বোলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে কন্যাও নাহি দিবে কোন জনে ॥
মিশ্র বলে তুমি তো অবোধ বিপ্রসুতা।
হর্তা কর্তা পিতা কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা ॥
জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্যে পোষয়ে কেবা কহিল তোমাত ॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈবে আপনে ॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষ্য সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ববল ॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরেতে নাহি ভাত ॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতে যেবা নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন ॥

★

তথাহি

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ ॥ ৫

[বিনা কষ্টে সুখে মৃত্যুবরণ ও বিনা দারিদ্র্যে জীবন যাপন যারা গোবিন্দ চরণ আরাধনা করেনা তাদের পক্ষে কী ভাবে সম্ভব ?]

★

অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যা ধনে ॥
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিলে বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন ॥

যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥
এতেক সে জানিহ থাকিলে কিছু নয়।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা সেই সত্য হয়॥
এতেক না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম আমি।
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক চিন্তা নাহিক উহার॥
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
পাঢ়িয়া নাহিক কার্য বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥
এত বলি পুত্রেরে ডাকিল বিপ্রবর।
পুত্রে বোলে শুন বাপ, আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাহা দিব আমি।
গৃহে বাস পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পাঢ়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর॥

পাঠে পুনরনুমতি লাভ

নিত্যধর্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
না লংঘে জনক বাক্য পাঢ়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইল শিশু সঙ্গে॥
কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ হৈয়া ভাঙ্গয়ে আপনে।
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু সংহতি পলায়॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘু গুর্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
ডাকিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পলায়॥
এইমত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ সঙ্গে ক্রীড়া করে সর্বদায়॥
এতেক চাঞ্চল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিহ মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর।
পাঢ়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তর॥
বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডিগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন এক মনে।
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥
বর্জ্য হাঁড়িগণ সব করি সিংহাসন।
তথা বসি হাসে গৌর সুন্দরবদন॥
লাগিল হাঁড়ির কালি সব গৌর অঙ্গে।
কনকপুতলী যেন হাসে বহু রঙ্গে॥

শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী স্থানে।
নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ির আসনে ॥
মায়ে আসি দেখিয়া করেন হায় হায়।
এ স্থানেতে বাপ বসিবারে কি জুয়ায় ॥
বর্জ্য হাঁড়ি ইহা সব পরশিলে স্নান।
এত দিনে তোমার কি না জন্মিল জ্ঞান ॥
প্রভু বোলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে ॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান ।
এত বলি হাসে বর্জ্য হাঁড়ির আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে ॥
মায়ে বোলে তুমি যে বসিলে মন্দ স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবে কেমনে ॥
প্রভু বোলে মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে মোর কভু নহে স্থিতি ।
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব তীর্থ স্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান।
বাল্য ভাবে সব তত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়াবশে ॥
সবাই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
স্নান আসি কর শচী বলেত বচন ॥
না আইসে প্রভু সেই খানে বসি হাসে।
শচী বোলে ঝাট আইস বাপে জানে পাছে ॥
প্রভু বোলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিল তোমাতে ॥
সভেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সভে বোলে কেন নাহি দেহ পড়িবারে ॥

যত্ন করি কেহ নিজ পুত্রেরে পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায় ॥
কোন শত্রু হেন বুদ্ধি দিলে বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে ॥
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্ধেক নাঞি।
সভেই বলেন বাপ আইস নিমাঞি ॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভাল মতে ॥
না আইসে প্রভু সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতিসকল সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসে ॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয় ভাবে।
না বুঝিল কেহ বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ॥
স্নান করাইল লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেনকালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥
মিশ্র স্থানে কহিলেন শচী সব কথা।
পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা ॥
সভেই বলেন মিশ্র তুমিত উদার।
কার বোলে পুত্র নাহি দেহ পড়িবার ॥
যে করিলে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয় ॥
ভাগ্য সে বালকে চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভালমতে ॥
মিশ্র বোলে তোমরা পরম বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল সেই আমার বচন ॥
পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশ।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ বিশেষ ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন

হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহ চিনিতে না পারে।
বাল্যক্রীড়া নাম যত হয় পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে ॥
বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে।
কিছু শেষে জানিবে সকল ভাগ্যবানে ॥
এইমত গৌরচন্দ্র বাল্য রসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা ॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিল নিজ ঘর।
পরম হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা ॥
যার যেন যোগ্য কার্য করিতে লাগিলা।
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায় ॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ অবতার ॥
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচীঘর ॥
শুভ মাস শুভ দিন শুভ ক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে শেষ বা বেঢ়িলা কলেবর ॥
হইলা বামন রূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সভার বাঢ়ে পরম আনন্দ ॥
অপূর্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখি সর্বগাণে।
নরজ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে।
হাতে দণ্ড স্কন্ধে ঝুলি শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব সেবকের ঘর ॥
যার যথাশক্তি ভিক্ষা সবাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে।
দ্বিজপত্নী রূপে ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী ॥
শ্রীবামন রূপে প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে ॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন রূপ লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা ॥
জয় জয় শ্রীবামন রূপে গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস

সব শিশু সঙ্গে গৌর নিজ গৃহে আসি।
বালকে বিদাএ দিয়া পিঁড়াএত বসি॥
শচী কহে শুন মিশ্র কহিতে ডরাই।
অকার্য্য পড়িলে কিছু কহিবারে চাই॥
বালক চঞ্চল পুত্র খেলে সর্বক্ষণ।
ব্রাহ্মণকুমার হৈয়া না করে অধ্যয়ন।
তোমার গোষ্ঠীতে জত মহা অধ্যাপক।
বেদ বেদান্ত সর্ব বিদ্যাএ ক্ষমক।
মিশ্র কহে এক পুত্র পড়িয়া শুনিঞা।
বৈষ্ণবের সঙ্গে বুলে কি বিদ্যা জানিঞা॥
পড়িবার কাজ নাঞি থাকুক মূর্খ হৈয়া।
জে জে পাকে বর্তিবে নিজ ধন খাইয়া॥
এতেক কহিল মিশ্র শচী রহে শুনি।
শুনি শুনি বিশ্বম্ভর মনে মনে গুনি॥
কালি সে করিব কার্য্য এ কথার মত।
বুঝিয়া করিব কার্য্য মনে হএ যত॥
গাইতে ঘোষিতে হইল প্রভাত রজনী।
যুক্তি করি শিশু সঙ্গে জাএ গৌরমণি॥
পশুনর হাড়মুড় যত তটে ছিল।
বালকের সাথে বহি গঙ্গা-জলে নিল॥
হস্তি ঘোড়া গো মহিষ নানা পশুনর।
হাড় বহি পেলে গঙ্গাজলের ভিতর।
সব দিন হাড় বহি পেলে গঙ্গাজলে।
মিশ্র পুরন্দরে গিয়া সব লোক বলে॥
কপালে কোপিয়া কর কহে মিশ্রবর।
কতেক সন্তান বিধি দেই নিরন্তর॥

মন্দিরে ত গিয়া মিশ্র শচীরে কহিল।
তোমার পুত্রের পাকে অপকীর্তি হইল॥
মড়ার হাড় বহি পেলে গঙ্গাজলে।
দেখি শুনি সর্বলোক কুবচন বলে॥
এত শুনি গৌর বলে কি কহিব আর।
যেতেমতে করি সব জীবের উদ্ধার॥
না পড়ি না করি কার্য্য বসি অন্ন খাই।
পরলোক-কার্য্য কিছু করিবারে চাই॥
নিরাশ্রয় যত জীব নাঞিক সহাএ।
অপমৃত্যু মরি হাড় গড়াগড়ি জাএ॥
কোনপাকে তার হাড় পড়ে গঙ্গাজলে।
সে সব কৃতার্থ হএ সর্বশাস্ত্র বলে॥
লোভে যে করএ প্রীতি সে পিরিতি নয়ে।
জে জিঘাংসাএ লক্ষ্মী আনে সে লক্ষ্মী
না রয়ে॥
সুপাত্রে যে দেএ ধন সে নহে ব্যয়ে।
পরার্থে করিয়ে দুঃখ সেহ দুঃখ নয়ে॥
পরিশ্রম করি হাড় পেলি গঙ্গাজলে।
অবশ্য কৃতার্থ জীব হব শুভ ফলে॥
স্থাবর জঙ্গম জত সবে কৃষ্ণে রত।
কৃষ্ণের সবারে কৃপা করুণ মহত্ত্ব॥
জীবগণের সুখ দুখ সব কৃষ্ণে লাগে।
সর্ব জীবের কল্যাণ-চিত্তে জাগে॥
অতয়েব বৈষ্ণব সব জীবে দয়া করে।
দেখিতে শুনিতে কিছু মোর চিত্তে স্ফুরে
এত শুনি শচীরে কহএ মিশ্রবর।
এসব কথাএ কার না সাজে উত্তর॥
মোর বাক্য বিশ্বম্ভর শুন মন দিয়া।

পরম যত্নেতে তুমি শাস্ত্র পড় গিয়া ॥
গঙ্গাদাস চক্রবর্তী পণ্ডিত মহান।
সমীপ এড়িব গিয়া চল তার স্থান ॥
সহজে তোমার প্রখর স্তব্ধ ভাব।
তাঁর স্থানে তোমার ত হৈব বিদ্যালাভ ॥
চক্রবর্তী স্থানে মিশ্র পুত্র লই জাএ।
বিনয়ে প্রেমেতে পুত্র সমর্পিল তায় ॥
আজি হৈতে পুত্র তোমারে কৈল সমর্পণ।
যত্ন আশীর্বাদে ইহাঁ করাহ অধ্যয়ন ॥
এত শুনি গঙ্গাদাস অনুমতি দিল।
পিরিতি আরতি ভক্তি মিশ্রেকে তোষিল ॥
পরম আহ্লাদে মিশ্র মন্দিরেতে গিয়া।
আর দিনে পড়িবারে পুত্র থুইল নিয়া ॥
অধ্যয়ন করয়ে গৌর গঙ্গাদাস স্থানে।
এক জানাইতে গৌর অনেক সে জানে ॥
বিশ্বম্ভর প্রতিভা দেখিয়া গঙ্গাদাস।
আকুতের মত গুণ দেখি উল্লাস।
ইহাঁ পড়াইলে হব সর্ব শিষ্য বশ ॥
ইহাঁ পড়াইলে যত পণ্ডিত মহান।
সভাএ কহিব মোরে পরম বিদ্বান।
মোর নাম যশ সব ঘুষিব সুজনে।
সামুদ্রিক গুণ অঙ্গে দেখ বিদ্যমানে ॥
জত জত সল্লক্ষণ আছে বিশ্বম্ভরে।
মহা সল্লক্ষণ গুণ কেহ নাঞি ধরে ॥
অচিরাৎ বিদ্যালাভ হইব ইহাঁর।
এত বড় ভাগ্যো কেহ নাঞি হব আর ॥
স্বভাব সুন্দর [রূপ] গুণ অনুপামে।
নবদ্বীপ শ্লাঘ্য হব বিশ্বম্ভর নামে ॥

এত বলি বিশ্বম্ভরে আদরে পড়াএ।
শ্রুতিমাত্রে সব বুঝে শুনি সুখ পায় ॥
ছয় মাসের বিদ্যা গৌর পড়ে ছয় দিনে।
দেখি শুনি সর্বলোক অদ্ভুত মানে ॥
মাস পাঁচ ছয়ে হএ ব্যাকরণ বোধ।
কাব্য পড়াইতে গুরু করে অনুরোধ ॥
একমাসে পড়ে গৌর সর্ব্ব অভিধান।
রসকাব্য পড় গুরু করিল বিধান ॥
গৌর কএ শুন চক্রবর্তী মহাশয়ে।
কোন রসকাব্য মোরে কহত নিশ্চয়ে।
রসকাব্য জত জত চক্রবর্তী ভাষে।
রসকাব্য নাম শুনি গৌরচন্দ্র হাসে ॥
গুরুকে কহএ গৌর শুন মহাশয়ে।
রসকাব্য হেন বোল কত যোগ হএ ॥
স্পৃহা হৈল শ্রদ্ধাভক্তি তবে রুচি হয়ে।
রুচি হৈতে রতিদেবী ভাবময়ী পাএ ॥
ভাবে পুষ্ট হই রতি ভক্তি নাম ধরে।
বিষ্ণুভক্তি হই ডুবে এ ভবসাগরে ॥
সাত্বিক সে অষ্ট ভাব হাস্যাদি দ্বাদশ।
ব্যাভিচারী তেত্রিশ যোগে স্থায়ী হএ রস।
বেদ কল্পতরু-রস এ ফল ইলিত।
ত্বকাষ্ঠ্যে রহিত শুকমুখেতে গলিত ॥
সে রস ফল পীয় কৃষ্ণের ভাবক।
রাধাকৃষ্ণ রাসকেলি শ্রীব্যাস ভাবক ॥
যম্বরা যম্বর জত করএ শৃঙ্গার।
রসকাব্য করি বর্ণে সেহ ছারখার।
শুনি শুনি গঙ্গাদাস হইলা হতাশ।
এতদিনে হৈল রসকাব্যে অবিশ্বাস ॥

মীমাংসাদি স্মৃতি পড়ে মনঃস্থির করি ।
কর্ণ নাসা ছুঁই গৌর কয়ে হরি হরি ॥
কর্ম্ম প্রধান করি মীমাংসায়ে কয়ে ।
আর জত জত স্মৃতি সকাম ধর্ম্মময়ে ।
দুই কড়ার দ্রব্য দিয়া লক্ষেশ্বরী মাগে ।
অনুক্ষণ দুর্বাসন তার চিত্তে জাগে ।
সকামী হইয়া লোক কৃষ্ণে ধর্ম্ম ছাড়ে ।
কর্ম্মসূত্রে বন্ধ লোক কুম্ভীপাকে পড়ে ॥
কেবল সকাম ধর্ম্ম নহে লোকহিত ।
পড়িব তোমার কাব্যে এ বটে উচিত ॥
প্রাকৃত কাব্য আর স্মৃতিশাস্ত্র জত ।
পড়িলত এক মাসে গুরুর অভিমত ॥
বিশ্বম্ভর কহে শুন গুরু মহাশয়ে ।
মন্দ না জানিলে ভাল জানিবারে নয় ॥
এখন জানিল জেই শাস্ত্রের যে গুণ ।
ঈশ্বরবাদী শাস্ত্র জানিব পুন পুন ॥
বেদান্ত পড়ে গৌর জত জত কক্ষা ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্ম সভা সেই দীক্ষা ॥
জত মহা অধ্যাপক নবদ্বীপবাসী ।
শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ জত ব্রহ্মবিলাসী ॥
সভা সাথ উদ্গ্রাহত করে বিশ্বম্ভর ।
হেন জন নাঞিক জে করয়ে উত্তর ॥
মালসাট মারি গৌর সভাসতে কয়ে ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্ম সব সত্য হয়ে ॥
ইহাতে দ্বৈধ করে কোন দুরাশয়ে ।
বুঝুক আমার সাথ সর্ব্বশাস্ত্র কয়ে ॥
জতেক মন্দধী শাস্ত্র অর্থ নাঞি জানে ।
অহঙ্কারে মুগ্ধ হয়ী ঈশ্বর না মানে ।

চতুঃশ্লোকে নারায়ণ ব্রহ্মকে কহিল ।
কৃষ্ণ জন্মকর্ম্ম সর্ব দীক্ষা দিল ॥
ভাগবতে কহিছেন ব্যাস মহাশয়ে ।
জন্মকর্ম্ম নামগুণ গাইবে নিচয়ে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র ব্যাখ্যা কবি সিদ্ধান্ত দিল ।
বিদ্যামদে অধ্যাপক সব পাসরিল ॥
কক্ষায়ে হারিয়া সবে করে অভিমান ।
বালকের সাথ কিবা করিব বাখান ॥
গঙ্গাদাস চক্রবর্তী মিশ্র মহাশয়ে ।
বিশ্বম্ভর লই দুঁহে মন্দিরে চলয়ে ॥
চমৎকার লাগি গেল নদীয়া নগরে ।
বালকের সাথে কেহ রা কাড়িতে নারে ॥

জগন্নাথ মিশ্রের মহাপ্রয়াণ

দৈবে এক দিনে স্বপ্ন দেখে মিশ্রবর ।
হরিষবিষাদ বড় হইল অন্তর ॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবৎ করে ।
হে গোবিন্দ নিমাঞি রহুক মোর ঘরে ॥
সবে এক বর কৃষ্ণ মাগো তোর ঠাঞি ।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি ।
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত ।
এ সকল বর কেন মাগ আচম্বিত ॥
মিশ্র বলে আজি আমি দেখিনু স্বপন ।
নিমাঞি করিয়াছে যেন শিখার মুণ্ডন ॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহনে না যায় ।
হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলিয়া সদায় ॥
অদ্বৈত আচার্য আদি যত ভক্তগণ ।
নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন ॥

কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায় ।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায় ।।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্রবদন ।।
সবেই গায়েন জয় শ্রীশচীনন্দন ।
মহাভয়ে চতুর্দিকে সবে স্তুতি করে ।
দেখিয়া আমার মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ।।
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া ।
নিমাঞি বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া ।।
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায় ।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায় ।।
চতুর্দিগে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি ।
নীলাচলে যায় সর্ব ভক্তের সংহতি ।।
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্বথায় ।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায় ।
শচী বোলে স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি ।
চিন্তা নাহি কর ঘরে রহিবে নিমাঞি ।।
পুথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম ।
বিদ্যারস তাহার হৈয়াছে সর্ব ধর্ম ।।
এই মত পরম উদার দুই জন ।
নানা কথা কহে পুত্রস্নেহের কারণ ।।
হেনমতে কথো দিনে থাকি মিশ্রবর ।
অন্তর্ধান হৈল নিত্যশুদ্ধ কলেবর ।।
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিল বিস্তর ।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর ।।
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ ।
অতএব রক্ষা হৈল শচীর জীবন ।।
দুঃখ রস এসকল বিস্তারি কহিতে ।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে ।।

হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি ।
আছেন নিগূঢ় রূপে আপনা সম্বরি ।।
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই ।
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য নাঞি ।।
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র ।
মূর্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ ।।
প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর ।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর ।।
শুন মাতা, মনে কিছু না চিন্তহ তুমি ।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ।।
ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্লভ লোকে বলে ।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে ।।
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ ।
দেহস্মৃতি মাত্র নাহি থাকে কিসে দুঃখ ।।
যার স্মৃতি মাত্রে সর্ব পূর্ণ হয় কাম ।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান ।।
তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে ।
আনন্দস্বরূপ কহিলেন জননীরে ।
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্র শিশু রূপে ।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভাব সুখে ।

নিমাইর বিদ্যাবিলাস

আদিখণ্ডে শুন ভাই চৈতন্যের কথা ।
বিদ্যারস বিলাস প্রভু করিলেন যথা ।।
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।
রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর ।।
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ ।
পড়িতে চলেন সর্ব শিষ্য করি সাথ ।।

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায় ॥

প্রভু স্থানে পুথি নাহি চিন্তয়ে যে জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ ॥

আসিয়া বৈসেন প্রভু পুথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে চারি ভিতে ॥

না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুথি প্রভু স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে ॥

যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন।

চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি ॥

গৌরাঙ্গ সুন্দরবেশ মদনমোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন ॥

বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশে।
স্বতন্ত্র যে পুথি চিন্তে তানে করে হাসে ॥

প্রভু বোলে "ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন ॥

সন্ধিকার্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা ॥

অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুথি না চিন্তয়" ॥

শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু কার্য করে আপনার ॥

তথাপিও প্রভু তানে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী বিশ্বরায় ॥

প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা দিয়া গিয়া রোগী কর দঢ় ॥

ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥

মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥

রুদ্র-অংশ মুরারি পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর ॥

প্রত্যুত্তর দিল "কেনে বড়াত ঠাকুর।
সভারেই চাল দেখি গর্ব হব চূর ॥

সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা যে সূত্র দুষ্কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কিবা না পাও উত্তর ॥

বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি বুঝিস তুঞি।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি" ॥

প্রভু বোলে "ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা"।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥

গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বোলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥

প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হরষিত ॥

সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্মহস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত ॥

চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন হৃদয়ে।
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥

এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মানুষের হয়।
হস্ত স্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব নবদ্বীপে নাঞি ॥

সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবর।
"চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর" ॥

ঠাকুর সেবকে এইমত করি রঙ্গ।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যারসে ঈশ্বর বিহরে ॥
মুকুন্দসঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান।
যাহার মন্দিরে বিদ্যাবিলাসের স্থান ॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়ে।
তাহারও প্রভু প্রতি ভক্ত সর্বথায় ॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তাই ধরে ॥
গোষ্ঠী কর তাহাঞি পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥
কত রূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ ॥
প্রভু কহে "সন্ধিকার্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার ॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বুঝুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সবার ॥
এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥

নিমাই লক্ষ্মীপ্রিয়া পরিণয়

কিছু মাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥
দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ আচার্য নাম জনকের সম ॥
তার কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্য পতি ॥
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই স্থানে ॥
নিজ লক্ষ্মী চিনিঞা হাসিল গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দ্ব।
হেনমতে দেখি দোঁহা চিনি ঘর গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তিঁহো শচী দেবী স্থান ॥
নমস্কারি আইরে বসিলা দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥
আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য।
"পুত্র বিবাহের কেন না চিন্তহ কার্য ॥
বল্লভ আচার্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥
তান কন্যা লক্ষ্মীপ্রায় রূপে শীলে নামে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে" ॥
আই বলে "পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য আর" ॥
শচীর বচনে বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
তানে দেখি আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে ॥
প্রভু বোলে "কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে।"
বিপ্র বোলে "তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তানে।
না জানি, শুনিঞা শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে"
শুনি তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥

জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে।
"আচার্যেরে সম্ভাষা ভাল না করিলা কেনে" ॥
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা ॥
শচী বলে "বিপ্র কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি" ॥
আইব চরণ ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেই ক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন।
বল্লভ আচার্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহু মান্য করি বসাইলেন আসনে ॥
আচার্য বলেন "শুন আমার বচন।
কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন ॥
মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের সাগর ॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাঙ কর যদি চিত্তে হেন লয়"।
শুনিয়া বল্লভাচার্য বলেন হরিষে।
"সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে ॥
তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্বথা ॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞি ॥
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া ॥
বল্লভাচার্যের বাক্য শুনিয়া আচার্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সব কার্য ॥
সিদ্ধি কথা আসিয়া কহিলা আই স্থানে।
সফল হইল কার্য কর শুভক্ষণে ॥
আপ্তগণ শুনি সবে হরষিত হৈলা।
সভেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা ॥
অধিবাস লগন করিলেন শুভদিনে।
নৃত্য গীত নানাবাদ্য বায় নটগণে ॥
চতুর্দিগে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি ॥
ঈশ্বরেরে গন্ধমাল্য দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আত্মবর্গগণে ॥
দিব্যগন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া ॥
বল্লভ আচার্য আসি যথাবিধিরূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান ॥
নৃত্য গীত বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দিগে 'লেহ দেহ' শুনি কোলাহল ॥
কত বা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
খই কলা সিন্দুর তাম্বুল তৈল দিয়া
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া।
দেবগণ দেববধূগণ নর রূপে।
প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে।
বল্লভ আচার্য এইমত বিধি ক্রমে।
করিলেন দেবপিতৃকার্য হর্ষমনে।
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন আচার্য আলয়ে ॥

প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী সনে।
আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা সভে মনে ॥
সংভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বরিলেন পরম কৌতুকে ॥
তবে সর্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥
হরিধ্বনি সর্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সেভে প্রভুকে পৃথ্বী হৈতে ॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার ॥
তবে শেষে হইল পুষ্প ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা কুতূহলী ॥
দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্মসমর্পণে ॥
সর্বদিগে মহা জয় জয় হরিধ্বনি।
উঠিলা পরমানন্দ আর নাহি শুনি ॥
হেন মতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে ॥
প্রথম বয়স প্রভুর জিনিঞা মদন।
বামপাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্রঘরে।
কোন জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে ॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা দান।
বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান ॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার।
জগৎ মজিতে শক্তি হইল সভার ॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিয়া বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিল কলেবর ॥
যথাবিধি রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দসাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ ॥
তবে যত কিছু কুলব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে ॥
সে রাত্রি তথায় রহি তবে আর দিনে।
গৃহে আইল নিজ মহাপ্রভু লক্ষ্মী সনে ॥
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চঢ়িয়া দোলায়।
আইসেন দেখিতে সকল লোক ধায় ॥
গন্ধমাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
সর্ব লোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥
কত কালাবধি ভগবতী হরগৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি ॥
অল্প ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।
এই হরগৌরী হেন বুঝি কেহ বলে ॥
কেহ বলে ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন।
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
কোন নারীগণ বলে যেন সীতা-রাম।
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপাম ॥
এইমতে নানা রূপে বলে নারীগণে।
শুভদৃষ্ট্যে শোভা দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
হেনমতে নৃত্যগীতে বাদ্য কোলাহলে।
নিজ গৃহে আইলেন প্রভু সন্ধ্যাকালে ॥
তবে শচী দেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥
বিপ্র আদি যত জাতি নট বাজনিঞা।
সভারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া ॥

যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্যকথা।
তাহার সংসারবন্ধ না হয় সর্বথা ॥

ঈশ্বরপুরী ও নিমাই

অধ্যয়নসুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি ॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় ॥
দৈবে এক দিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্কারিলা আপনে ॥
অতি অনির্বচনীয় রূপ ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব মতে সর্ব বিলক্ষণ গুণধর ॥
যদ্যপিহ তান মর্ম কেহ নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্বজনে ॥
চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর ॥
জিজ্ঞাসেন "তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও পড় কোন স্থানে ঘর ॥
শেষে সভে বলিলেন নিমাঞি পণ্ডিত"।
"তুমি সে বলিয়া বড় হইলা হরষিত ॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিলা তাহানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে ॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য আই করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণুগৃহে বসিলা আসিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব তবে কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল হইলা ॥
দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ।
না প্রকাশে আপনা লোকের দিন দোষ ॥
মাস কথো গোপীনাথ আচার্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে ॥
সভে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥
গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত' ॥
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্কারি বারে চলে ॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
প্রভু হেন না জানেন তভু বড় প্রীত ॥
হাসিয়া বলেন "তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥
সকল কহিবা কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ" ॥
প্রভু বোলে, "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ পাপী সেই জন ॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥
মূর্খে বোলে বিষ্ণায় বিষ্ণবে বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥

তথাহি—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥

[মূর্খ (বন্দে প্রণাম মন্ত্রে) বলে বিষ্ণায় (অশুদ্ধ শব্দ) পণ্ডিত বলে বিষ্ণবে (শুদ্ধ পদ)। কিন্তু উভয়ের পুণ্যই সমানে। কারণ ভগবান ভাবগ্রাহী অর্থাৎ ঈশ্বর মনের ভাব দেখেন। ব্যাকরণ শুদ্ধতা দেখেন না]

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন সাহসিক জন ॥
শুনিঞা ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃতে সিঞ্চিত হৈল সর্ব কলেবর ॥
পুন হাসি বোলে "তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি" ॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে ॥
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিঞা।
হাসি দুষিলেন "ধাতু না লাগে" বলিয়া ॥
প্রভু বোলে "এ ধাতু আত্মনেপদী নয়"।
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয় ॥
ঈশ্বরপুরীও সর্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত ॥
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত কল্পেন তাঁহি অশেষ প্রকার ॥
সেই ধাতু করেন আত্মনেপদী নাম।
আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান ॥
"যে ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি ॥
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
ভৃত্য জয় নিমিত্ত আর না দেন কোন দোষ ॥
"সর্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য জয়"।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয় ॥
এইমত কত দিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে ॥
ভক্তিরসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি।
পর্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি ॥
যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্য কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণ পাদপদ্ম যথা ॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে ॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি নির্বিরোধে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥

লক্ষ্মীপ্রিয়ার গৃহস্থালী

লক্ষ্মী ঠাকুরানী গৌরচন্দ্রের সেবা করি।
না গেলা বাপের বাড়ি নদিয়া নগরী ॥
শাশুড়ীর সেবা হৈতে আন নাঞি মনে।
গৌরাঙ্গচরণ ধ্যান করি রাত্র দিনে ॥
একদিন গৌরাঙ্গ রন্ধনশালা গিয়া।
মাএরে কহিল কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥
বৃদ্ধ শরীর তুমার কত দুঃখ পায়।
তুমার বহু রান্ধে জদি তুমি অন্ন খায় ॥
জদি বল তুমার বহু তুমার সেবা করি।
তুমার সেবায় লক্ষ্মী ভবার্ণবে তরি ॥

আজি হৈতে মা তুমি ছাড়হ রন্ধন।
লক্ষ্মীর রন্ধনে মা করহ ভোজন॥
ভাল ভাল করিআ করিল অঙ্গীকার।
আজি হৈতে লক্ষ্মীর হব রন্ধনের ভার॥
মাএর বচন শুনি গৌরচন্দ্র হাসে।
ভোজন করার কালি শ্রীহরিদাসে॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই।
বাসুদেব মুকুন্দ দত্ত লেখক জগাই॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত জগাই গঙ্গাদাসে।
ভোজন করাই কালি পিষ্টক পয়েস॥
সকল বৈষ্ণব আজি দেহ নিমন্ত্রণ।
লক্ষ্মীর রন্ধনে কালি সবার ভোজন।
রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্র আজ্ঞা দিল।
দুখী দাসী মালিনীরে ডাকিয়া আনিল॥
কেহো চালু কুটে কেহো নারিকেল কুরে।
খিরি খিরাড়া কেহো দিয়া পিঠা পুরে॥
কেহো মুগ পিশে কেহো দুগ্ধে দেই জ্বাল।
হলিদ্রা পিঠালি বাটে কেহো গুণ্ড ঝাল॥
কেহো কুটে কেহো বাছে কেহ অগ্নি জ্বালে
কেহো কাষ্ঠ আনে কেহ আনাজ পাখালে॥
গঙ্গাজলে স্নান করি লক্ষ্মী ঠাকুরানী।
পরিল বিচিত্র সরু দিব্য বস্ত্রখানি॥
রন্ধনশালাএ প্রবেশিলা লক্ষ্মীমাতা।
শচী ঠাকুরানী গেলা দেখাবারে তথা।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিল কৌতুকে।
পিষ্টক পায়স আর রান্ধিল একে একে॥
তুলসী মঞ্জরী দিআ কৃষ্ণে নিবেদিল।
সারি দিয়া সকল বৈষ্ণবে বসাইল॥

ঘৃতান্ন সভারে দিল শাক মুগ সুপ।
ছেনা বড়ি লাকরা পটোল কুমড়ুক॥
হিঙ্গ ঝাল ঝোল ভাজা তলা কাঁজি বড়া।
বড়াম্বু শর্করা নাড়ু মিঠামুখ নিড়া॥
খিরি অমৃতগুটিকা খেবাড়া নবাত।
মনোহর পুরি দুগ্ধপুলি দুগ্ধজাত॥
আস্যা নারিকেল পুলি শাকর কাঁকরা।
চন্দ্রকান্তি পায়স পরমান্ন শর্করা।
গুটিকা ডালিমা মধু শ্রবাসাত পুলি।
মন সন্তোষ নয়নসুখ গঙ্গাজল শিঅলি॥
মচ্যা ছেনা দুগ্ধ পুলি কোবা মুণ্ড শর।
অনুপম জগন্নাথ ভোগ সর্ব্ব সুখসার।
পিঠা পানা ভোজন বৈষ্ণবে সন্তোষিলা।
মাল্য চন্দন দিয়া সভারে ভূষিলা॥
কপূর তাম্বুল দিল দিল সরু বাস।
কৃষ্ণকেলি দিয়া তুষ্ট কৈল শ্রীনিবাস॥
লক্ষ্মীর বিলাস দিল শ্রীহরিদাসে।
সকল বৈষ্ণব গেলা নিজ নিজ বাসে।
এই মতে নবদ্বীপে বৈসে গৌরচন্দ্র।
চৈতন্য মঙ্গল গীত রচে জয়ানন্দ॥

নিমাই পূর্ব্বদেশ গমন ও লক্ষ্মীর বিরহ

একদিন গৌরচন্দ্র মন্দিরে বসিয়া।
গদাধর পণ্ডিতেরে কহিল হাসিয়া॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি হরিদাস।
জগদানন্দ ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস॥
শ্রীগর্ভ পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত বক্রেশ্বর।

দামোদর স্বরূপ ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ।।
বাসুদেব দত্ত মুকুন্দ দত্ত দুই ভাই ।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস ভগাই ।।
বাসুদেব আচার্য্য চন্দ্রশেখর গোরুভাই ।
গোবিন্দ কাশীনাথ মিশ্র লেখক জগাই ।
নন্দন আচার্য্য গোপীনাথ পণ্ডিত দামোদর ।
শ্রীকান্ত কাটা গঙ্গাদাস পাটুআ শ্রীধর ।
আচার্য্য বনমালী শ্রীকান্ত পণ্ডিত ।
গোবিন্দ সঞ্জয় মুকুন্দাজয় সান্নিহিত ।
মাল্য চন্দন চুয়া অনেক প্রকারে ।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া সভা পুরস্কারে ।।
হাসিয়া হাসিয়া গৌরাঙ্গ সভারে কহিলা ।
লক্ষ্মী বিভা করি আমি সংসারে পড়িলা ।।
ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব রমণী দাস দাসী ।
রক্ষণ পোষণ করি উহা ভালবাসি ।।
অর্থ উপার্জ্জন বিনে সংসার না চলে ।
বঙ্গদেশে জাই আমি অর্থের ছলে ।।
অর্থ বিনা সংসার কভু নাঞি চলে ।
অর্থবিদ্যা অর্থরূপ সর্ব্বলোকে বলে ।।
বাপ আমার বৈকুণ্ঠ চলিলা জেই কালে ।
সেই হইতে প্রবেশ করিলা মায়াজালে ।।
ঠাকুর পণ্ডিত তুমি থাক নবদ্বীপে ।
মা সমর্পিল লক্ষ্মী তুমার সমীপে ।
দাসদাসী সভাকার দুঃখ জেন নহে ।
ভালো মন্দ কথা পাছে কেহো কাহে কহে ।।
অন্নজল দিহ মা সকল বৈষ্ণবে ।
বন্দা পূজা করিহ কীর্ত্তন মহোৎসবে ।।
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে নদীয়াখণ্ড গায় জয়ানন্দ ।।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রভুর বচন না লঙ্ঘিয়া ।
না গেলা বাপের বাড়ী শাশুড়ি ছাড়িয়া ।
বঙ্গযাত্রা শুনি কান্দে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
প্রবোধিল তারে গৌরচন্দ্র দ্বিজমণি ।।
আমার মাএর সেবা করিহ নিরবধি ।
কান্দের যজ্ঞসূত্রে দিল দিল দয়ানিধি ।।
আমার চরণ ধূলি রাখ কটরা ভরি ।
কপালে তিলক দিহ মন্ত্র জাপ্য করি ।।
এই উপদেশ কহি গেলা বঙ্গদেশে ।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে কহিআ বিশেষে ।
বঙ্গদেশে জত বৈসে ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
সর্ব্বলোক করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ।।
পদ্মাবতী নামে নদী আছে বঙ্গদেশে ।
ব্রহ্ম ক্ষৌত্র বৈশ্য শূদ্র তার তীরে বৈসে ।।
গৌরাঙ্গ দেখিতে জত বঙ্গদেশের লোক ।
যুবতী যুবক সভার নাঞি রোগ শোক ।।
নিবর্ধি কীর্ত্তন আনন্দময় বঙ্গ ।
গৌরচন্দ্র বিনা কার নাঞিঞ প্রসঙ্গ ।।
পদ্মাবতী স্নান করি পারিষদ সঙ্গে ।
পদ্মাবতী তীরে গৌরচন্দ্র রৈল রঙ্গে ।।
বঙ্গ পায়্যা নবদ্বীপ পাসরণ হৈলা ।
অশেষ অমূল্য ধন বঙ্গেতে অর্জ্জিলা ।।
নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বচন না লঙ্ঘিয়া ।
না গেলা বাপের বাড়ী শাশুড়ী ছাড়িয়া ।।
শাশুড়ীর সেবা বই আর নাঞি মনে ।
গৌরাঙ্গচরণ ধ্যান করে রাত্রি দিনে ।।
গৌরাঙ্গের পৈতা পূজা মাল্য চন্দনে ।

পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ বিবিধ বিধানে ॥
হরিনাম নিত্য লও এক লক্ষবার ।
তিন সন্ধ্যা গৌরাঙ্গ উদ্দেশ্যে নমস্কার ॥
প্রভুর চরণ ধূলি তিলক ললাটে ।
দুগাছি পাদুকা না দেখিলে প্রাণ ফাটে ॥
গৌরাঙ্গ বিগ্রহ চিত্র কাঠ নেত্রে লেখে ।
হলিদ্রা বসন করি নিত্য রূপ দেখে ॥
আর দিনে ঠাকুরাণী রজনী অবশেষে ।
কান্দিআ সখীরে সব কহিল বিশেষে ॥
কতদিনে সম্পাত ঘুচিব চিত্রলেখা ।
আমার ঠাকুর সনে না হইল দেখা ॥
চিত্রলেখা সখী বলে শুন ঠাকুরাণী ।
নিকটে আসিবেন ঠাকুর কহেন প্রায় শুনি ।
স্বপন মিথ্যা মনে কিছু না করিহ মনে ॥
ঠাকুর আইলে দুঃখ ঘুচিব এখনে ॥
ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী ছাড়িল নিঃশ্বাস ।
চিত্রলেখা পাইলেন মনের প্রকাশ ॥
চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধরপদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে নদীয়াখণ্ড রচে জয়ানন্দ ॥

লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান

আর একদিনে লক্ষ্মী পালঙ্ক উপরে ।
শচী সঙ্গে নিদ্রা লক্ষ্মী বিলাসমন্দিরে ॥
রাত্রি অবশেষে কাল সর্প রূপ ধরি ।
দংশিল দক্ষিণ পদ কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ॥
উঠ উঠ ঠাকুরাণী চিত্রলেখা সখী ।
বিষ জ্বালএ মরি মা চক্ষে নাহিঞ দেখি ॥
শচী ঠাকুরাণী কান্দে গা আছাড়িয়া ।
ঠাকুর পণ্ডিত কান্দে মালিনী বেড়িয়া ॥
চিত্রলেখা সুলোচনা কান্দে নারায়ণী ।
আচার্য্য পুরন্দর কান্দে লক্ষ্মীর জননী ॥
সর্প গরুড় তন্ত্রে মন্ত্রে রাখিতে নারিলা ।
আকাশ ভাঙ্গিআ সভার মস্তকে পড়িলা ॥
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলে ঠাকুর মহাশয় ।
অনিত্য দেহের দেখ কেন এত ভয় ॥
রামকৃষ্ণ বল সভে করহ কীর্ত্তন ।
আমার ঠাকুরের কীর্ত্তন প্রাণধন ॥
যখন ঠাকুর আমার গেলা বঙ্গদেশে ।
কান্ধের পৈতা মোরে দিলেন সন্দেশে ॥
সেই পৈতা আমার গলাএ দেহ আনি ।
প্রবোধিয়া ঘরে নেহ মা ঠাকুরাণী ॥
আমারে অন্তর্জ্জলে নেহ বিলম্বের কি কাজ ।
গঙ্গা ছাড়া ঘরে মরি এই বড় লাজ ॥
গঙ্গা তুলসী বৈষ্ণব হরিনাম ।
এ চারি ব্রহ্মাণ্ডে ত্রৈলোক্য অনুপাম ॥
সবে দুঃখ রহিল কীর্ত্তন মহোৎসবে ॥
অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা না দিল বৈষ্ণবে ॥
হরিদাস ঠাকুরে অন্ন দিল একবার ।
না জানি সে ভাগ্য কৃষ্ণ কি করেন আমার ॥
বৈষ্ণব মহিমা কেবা জানে ত্রিজগতে ।
ত্রিজগতে জননী প্রকাশিল বিধিমতে ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে নদীয়াখণ্ড রচে জয়ানন্দ ।
লক্ষ্মীমুখে চুম্ব দিয়া বলে শচীমাতা ।
অনাথিনী লক্ষ্মী মা ছাড়িয়া জায় কোথা ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব ॥
আনন্দে নদীয়াখণ্ড রচে জয়ানন্দ ॥

নিমাইর নদীয়া প্রত্যাবর্তন

হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
ব্যবহারে অর্থ বিত্ত অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা আসিয়া ॥
দণ্ডবৎ কৈল প্রভু জননী চরণে।
অর্থবিত্ত সকল দিলেন তাঁন স্থানে ॥
সেই ক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে।
সেই ক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা লই সর্ব পরিজন ॥
শিক্ষাগুরু প্রভু সর্বগণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহু মতে ॥
কথোক্ষণে জাহ্নবীতে করি জলখেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা ॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহ দ্বারে প্রভু বসিল আসিয়া ॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে ॥
সবার সহিতে প্রভু হাস্যকথা রঙ্গে।
কহিলা যেমতে প্রভু আছিলেন বঙ্গে ॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥
দুঃখরস হইবেক জানি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহো না করে কথন ॥
কথোক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা আপন ভবন ॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্বন।
নানা হাস্য পরিহাস্য করেন কথন ॥
শচী দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
কাছে নাহি আইসেন পুত্রের গোচরে ॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী সম্মুখে।
দুঃখিতবদন প্রভু জননীরে দেখে।
জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ।
কুশলে আইলু আমি দূর দেশ হৈতে ॥
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালমতে।
আর তোমা দেখি আমি দুঃখিতবদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ ॥
শুনিঞা পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে ॥
প্রভু বোলে মাতা জানিলাম সে সকল।
তোমার বধূর কিছু হবে অমঙ্গল ॥
তবে সভে কহিলেন, "শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত ॥
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি।
প্রিয়ার বিরহদুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ব বেদসার ॥
লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু ধৈর্যচিত্ত হৈয়া ॥

তথাহি (ভাগবত ৮/১৬/১৯)
কস্য কে পতি পুত্রাদ্যা

মোহ এব হি কারণম্ ।
[কে-ই বা কার পুত্র, কে-ই বা কার পুত্রাদি ? (বস্তুতঃ পতি পুত্রাদি বলে কেউ কার নয়) । (এইরূপ ভাবিবার) একমাত্র কারণ মোহ ।]

প্রভু বোলে, "মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ ।
ভবিতব্য যে আছে, তা খণ্ডিবে কেমন ॥
এইমত কালগতি কেহো কারো নয় ।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয় ॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার ।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায় ।
হইল সে কার্য আর দুঃখ কেনে তায় ॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি ।
তার বড় আর কেবা আগে ভাগ্যবতী ॥
এইমতে প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া ।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ।
শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত বচন ।
সভার হইল সর্ব দুঃখ বিমোচন ॥

গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ

হেনমতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর ।
বিবাহের কার্য শচী চিন্তেন অন্তর ॥
সর্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে ।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা ভাগ্যবান ।
দয়াশীল-স্বভাব শ্রীসনাতন নাম ॥
অকৈতব, পরম উদার, বিষ্ণুভক্ত ।
অতিথি সেবন নর উপকারে অনুরক্ত ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশজাত ।
পদবী রাজপণ্ডিত সর্বত্র বিখ্যাত ॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন ।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পালন ॥
তান কন্যা আছেন পরম সুচরিতা ।
মূর্তিমতী লক্ষ্মী প্রায় সেই জগন্মাতা ॥
শচী দেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে ।
সেই কন্যা পুত্র যোগ্য বুঝিলেন মনে ॥
শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান ।
পিতৃ-মাতৃ বিষ্ণু-ভক্তি বহি নাহি জান ॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে ।
নম্র হই নমস্কার করেন আপনে ॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্বাদ ।
"যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ" ॥
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা ।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা" ॥
রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব গোষ্ঠী সনে ।
প্রভুরে করিতে কন্যাদান নিজ মনে ॥
দৈবে শচী কাশীনাথ মিশ্রে ডাকি আনি ।
বলিলেন তারে বাপ শুন এক বাণী ॥
রাজপণ্ডিতেরে কহ, ইচ্ছা থাকে তান ।
আমার পুত্রেরে তিঁহো করুন কন্যা দান ॥
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে ।
দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজপণ্ডিত ভবনে ॥
কাশীনাথে দেখি রাজপণ্ডিত আপনে ।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে ॥
পরম গৌরব বিধি করি যথোচিত ।

"কি কার্যে আইলা" জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত।
কাশীনাথ বলেন "আছয়ে এক কথা।
চিত্তে যদি লয় তবে করহ সর্বথা॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহার উচিত পত্নী এই মহাসতী॥
যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীরে অন্যোন্য-উচিত।
এইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞিপণ্ডিত॥
শুনি বিপ্র পত্নী আদি আপ্তবর্গ সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি বুঝি কে কি কহে॥
সবে বলিলেন আর কি কার্য বিচারে।
সর্বথা এ কর্ম গিয়া করহ সত্বরে॥
তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে দিব কন্যা দান।
করিব সর্বথা বিপ্র, ইথে নাহি আন॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব বংশের আমার।
তবে হেন সুসম্বন্ধ হইব কন্যার॥
চল তুমি তথা যাই কহ সর্বকথা।
আমি পুনঃ দঢ়াইলুঁ করিব সর্বথা॥
শুনিঞা সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিলা আসি শচীর গোচর॥
কার্যসিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ পাইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা॥
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব শিষ্যগণ।
সভেই হইল অতি পরানন্দ-মন॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
"মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়"।
মুকুন্দসঞ্জয় বোলে "শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই?"
বুদ্ধিমন্তখান বোলে "শুন সর্ব ভাই।"
বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাঞি॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন"॥
তবে সভে মেলি শুভ দিনে শুভক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষমনে॥
বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দিগে রোপিলেন কদলী আনিয়া॥
পূর্ণ ঘট, দীপ, ধান্য, দধি আম্রসার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার।
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্বভূমি করিলেন আলিপনাময়॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥
সভায়েই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে।
অধিবাসে গুয়াপান খাইবে বিকালে॥
অপরাহ্ণ কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিলা বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ, সানাই, জয়ঢাক, করতাল।
নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি উঠিল বিশাল॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।
পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার॥
বিপ্রগণে করিতে লাগিলা বেদধ্বনি।
মধ্যে আসি বসিলেন দ্বিজকুলমণি॥
চতুর্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।

সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতুহলী ।
তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল দিব্য মালা ।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা ।
শিরে মালা, সর্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে ॥
একোবাটা তাম্বুল সে দেন একোজনে ।
বিপ্রকুল নদীয়া বিপ্রের অন্ত নাঞি ।
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই ॥
তথিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে ।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে ॥
আর বার আসি মহা লোকের গহলে ।
চন্দন, গুবাক, মালা নিঞা নিঞা চলে ॥
সভেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে ।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে ॥
"সভারে তাম্বুল মালা দেহ তিন বার ।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার" ॥
একবার নিঞা যে যে লয় আরবার ।
এই আজ্ঞায় তাহারে কৈলেন প্রতিকার ॥
পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে ।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য সে করিলে ॥
বিপ্রপ্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা ।
তিন বার দিলে পূর্ণ হইবে সর্বথা ।
তিন বার পাইয়া সভেই হর্ষ মন ।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় অন্য জন ॥
এইমত মালা চন্দনে গুবাক পানে ।
হইল অনন্ত, মর্ম কেহ নাহি জানে ॥
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক দূরে ।
ভূমিতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে ॥
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘর হয়ে ।
তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্বাহয়ে ॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস ।
সবে বলে "ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস ॥
লক্ষেশ্বরে দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে ।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে ॥
এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া পান ।
অকাতরে কেহ প্রভু নাহি করে দান ॥
তবে রাজপণ্ডিত আনন্দচিত্ত হৈয়া ।
আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া ॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে ।
চতুর্বিধ বাদ্য-নৃত্য গীত মহারঙ্গে ॥
বেদবিধিপূর্বক পরম হর্ষ মনে ।
ঈশ্বরেরে গন্ধস্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে ॥
ততক্ষণে মহা জয় জয় হরিধ্বনি ।
করিতে লাগিলা সবে মহা স্বস্তিবাণী ।
পতিব্রতাগণে দেই জয়জয়কার ।
বাদ্যগীতে হৈল মহানন্দ অবতার ॥
হেনমতে করি অধিবাস শুভকাজ ।
গৃহে চলিলেন সনাতন মিশ্ররাজ ॥
এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে ।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভক্ষণে ॥
আর যত লোকে কিছু লোকাচার বলে ।
দোঁহারাই করিলেন মহা কুতূহলে ॥
তবে প্রভু সুপ্রভাতে করি গঙ্গাস্নান ।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
তবে শেষে সর্ব আপ্তগণের সহিতে ।
বসিলেন নান্দীমুখ কর্মাদি করিতে ॥
বাদ্য নৃত্য গীতে হৈল মহা কুতূহল ।

চতুর্দিগে জয় জয় উঠিল মঙ্গল ॥
পূর্ণঘট, ধান্য দধি দীপ আম্রসার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার ॥
চতুর্দিগে নানা বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলক রূপি বান্ধিলেন আম্রশাখা ॥
তবে আই পতিব্রতাগণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহারঙ্গে ॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম হর্ষমনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী স্থানে ॥
ষষ্ঠীপূজি তবে বন্ধু দুয়ারে দুয়ারে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ ঘরে ॥
তবে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ সাত ॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব নারীগণ।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জন।
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী হর্ষ করিলেন মনে ॥
শ্রীরাজপণ্ডিত মহা চিত্তের উল্লাসে।
সর্বস্ব নিক্ষেপ করি পরানন্দে ভাসে ॥
সর্ব বিধিকর্ম করি শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর ॥
তবে সর্ব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হৈয়া ॥
যে যেমত পাত্র যার যোগ্য যেন দান।
সেইমত করিলেন সভার সম্মান ॥
মহাপ্রীতে আশীর্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সভে করিতে ভোজন ॥
অপরাহ্ন বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সভাই বেশ লাগিলা করিতে ॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্বত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥
অর্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন ॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়ানে ॥
ধান্য দূর্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরী দর্পণ ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে সাজে।
নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে ॥
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সভে করিলেন রঙ্গে ॥
ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নরনারী।
মুগ্ধ হইলেন সভে আপনি পাসরি ॥
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সভেই বলেন "শুভ করহ বিজয় ॥
প্রহরেক সর্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া" ॥
তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্তখান।
হরিষে আনিঞা করিলেন উপস্থান ॥
বাদ্যগীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল ॥
ভাটগণে লাগিল পঢ়িতে রায়বার।

সর্বদিগে হইল আনন্দ অবতার ॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি ।
বিপ্রগণে নমস্কারি বহু মান্য করি ॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ।
সর্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয় ॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার ।
শুভধ্বনি বিনা কোনদিগে নাহি আর ॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে ।
পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে ॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে ।
নানাবিধ বাদ্য সব লাগিল করিতে ॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্তখাঁর ।
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার ॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে ।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে ॥
নর্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায় ।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায় ॥
জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল ।
দামামা, দগড় শঙ্খ বংশী করতাল ॥
বরগোঁ শিঙ্গা পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত ।
কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত ॥
সহস্রেক শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে ।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে ।
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায় ।
জ্ঞানবান সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায় ।
প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীরে কথোক্ষণ ।
করিলেন নৃত্যগীত আনন্দ বাজন ॥
তবে পুষ্পবৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্কারি ।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব নবদ্বীপ পুরী ॥
দেখি অতি অমানুষী বিবাহসম্ভার ।
সর্বলোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার ॥
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বলে ॥
এমন সংঘট্ট নাহি দেখি কোন কালে ।
এইমত স্ত্রী পুরুষ প্রভুরে দেখিয়া ॥
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া ।
যার সবে রূপবতী কন্যা আছে ঘরে ।
সেই সব প্রিয় সবে বিমরিষ করে ॥
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে ।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইবে কেমতে ?
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার ।
এসব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার ॥
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে ।
ভ্রমনে কৌতুকে সর্ব-নবদ্বীপ পুরে ॥
গোধূলি সময় আসি প্রবেশ হইতে ।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে ॥
মহা জয়জয়কার হইল লাগিতে ।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে ॥
পরম সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া ।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়া ॥
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে ।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে ॥
তবে বরণের সজ্জসামগ্রী লইয়া ।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র অলঙ্কার ।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ-ব্যভার ॥
তবে আন পত্নী নারীগণের সহিতে ।

মঙ্গলাবিধান আসি লাগিলা করিতে ।।
ধান্য দূর্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে ।
আরতি করি সপ্ত ঘৃতের প্রদীপে ।।
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার ।
এইমত যত কিছু করি লোকাচার ।।
তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ।
বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন আসনে ধরিয়া ।।
তবে হর্ষ প্রভুরে সকল আপ্তগণে ।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে ।।
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে ।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ।।
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাত বার ।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ।।
তবে পুষ্প ফেলাফেলি লাগিল হইতে ।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে ।।
চতুর্দিগে স্ত্রীপুরুষে করে জয়ধ্বনি ।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি ।।
তবে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে ।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে ।।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ।।
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি ।
করিতে লাগিল হই মহা কুতূহলী ।।
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত রূপে ।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে সমীপে ।।
আনন্দবিবাদ লক্ষ্মীগণে প্রভুগণে ।
উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষমনে ।।
ক্ষণে জিনে প্রভুগণ ক্ষণে লক্ষ্মীগণে ।
হাসি হাসি প্রভুকে বোলয়ে সর্ব জনে ।।
ঈষত হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে ।
দেখি সর্ব লোক ভাসে পরানন্দ সুখে ।।
সহস্র সহস্র মহা তাম্রদীপ জ্বলে ।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে ।।
মুখচন্দ্রি কর মহা বাদ্য জয়ধ্বনি ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিলেক হেন শুনি ।।
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রঙ্গে ।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী সঙ্গে ।।
তবে রাজপণ্ডিত পরম হর্ষ মনে ।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে ।।
পাদ্যঅর্ঘ্য আচমনী যথা বিধিমতে ।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সংকল্প করিতে ।।
বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা ।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা ।।
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস ।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ।।
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম পাশে ।
হোম কর্ম করিতে লাগিল তবে শেষে ।।
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে ।
সব করি বরকন্যা তবে নিলা পাছে ।।
ভোজন করিয়া শুভ রাত্রি সুমঙ্গলে ।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে ।।
সনাতন পণ্ডিতেরে গোষ্ঠীর সহিতে ।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে ।।
নগ্নজিত জনক ভীষ্মক জাম্বুবন্ত ।
পূর্বে তাঁরা যেহেন হইল ভাগ্যবন্ত ।।
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী সহ সনাতন ।

পাইলেন পূর্বে বিষ্ণু সেবার কারণ ॥
তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব ভুবনের সার ॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য নৃত্য গীত হৈতে লাগিল বিশাল ॥
তবে জয়জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে ॥
বিপ্রগণে আশীর্বাদ লাগিল করিতে।
যাত্রাযোগ্য শ্লোক সভে লাগিল পড়িতে ॥
ঢাক, পড়া, সানাঞি, যরগোঁ করতাল।
অন্যোঽন্যে বাদ করি বাজায় বিশাল ॥
তবে প্রভু নমস্কারি সর্ব মান্যগণে।
লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায়ে করিলা আরোহণে ॥
হরি হরি বলি সবে করি জয়ধ্বনি।
চলিলেন নিজ গৃহে দ্বিজকুলমণি ॥

দিগ্বিজয়ী জয়

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা।
গঙ্গারে বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥
বসাইল তাঁরে প্রভু আদর করিয়া ॥
ব্যাকরণ পড়াই, নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥
ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥
কাঁহা তুমি সর্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি নব শিষ্য পড়ুয়া নবীন ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটি একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী ॥
তোমার শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে ॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥

★

তথা হি দিগ্বিজয়িবাক্যম্—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা,
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥

[যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছেন বলে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী, দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মতো সুরনরগণের দ্বারা পূজিতা যিনি, আর ভবাণীভর্তার মস্তকে বিরাজিতা থাকায় তিনি অদ্ভুত গুণ শালিনী—সেই গঙ্গার অদ্ভুত মাহাত্ম্য নিরন্তর দেদীপ্যমান।]

★

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল॥
প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ শ্রুতিধর॥
শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥
প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ দোষে॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে যে কহিলে সেই বেদসার॥
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥
প্রভু কহেন অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥
কবি কহে কহ দেখি কোন গুণ দোষ।
প্রভু কহে কহি শুন না করিও রোষ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ঠাঁঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন॥

গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকের মূল বিধেয়।
ইদংশব্দে অনুবাদ পাছে ত' বিধেয়॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥

★

তথা হি একাদশী তত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—
অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ॥
নহালব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি
[অনুবাদ না বলে কিন্তু বিধেয় বলা
ঠিক নয়। কারণ যে বস্তুর আশ্রয়
নির্দিষ্ট হয়নি এমন কোনো বস্তু কোনো
স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা।]

★

দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দ-অর্থ গেল ক্ষয়॥
দ্বিতীয় শব্দ অবিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥
ভবানীভর্ত্তু শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধ-মতিকৃৎ নাম এই মহা দোষ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা-জানি॥
শিবপত্নীভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তারি হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥
বিভবতি ক্রিয়া বাক্যসঙ্গে পুনর্বিশেষণ।

অন্ভূতগ্ণো এই পুনরাত্তিলক্ষণ ।।
তিন পদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম ।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম ।।
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার ।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ।।
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয় ।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ।।
সুন্দর-শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত ।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ।।

★

তথা হি ভরতমুনিবাক্যম্ –

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্ ।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ।।

[অলঙ্কারে ভূষিত দেহে-ও একটু শ্বেতীর দাগ থাকলে নিন্দনীয় হয়, তেমনি রসালঙ্কার বিশিষ্ট কাব্য-ও দোষ যুক্ত হলে নিন্দিত হয় ।]

★

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার ।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থ-অলঙ্কার ।।
শব্দালঙ্কারে তিন পাদে আছে অনুপ্রাস ।
শ্রীলক্ষ্মীশব্দে পুনরুক্তবদাভাস ।।
প্রথমচরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি ।
তৃতীয়চরণে হয় পঞ্চ-রেফ স্থিতি ।।
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ ।
অতএব শব্দ-অলঙ্কার অনুপ্রাস ।।

শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে এক বস্তু উক্ত ।
পুনরুক্তবদাভাস নহে পুনরুক্ত ।।
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ ।
পুনরুক্তবদাভাসে শব্দালঙ্কারভেদ ।।
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস ।।
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ।।
ইহাঁ বিষ্ণু-পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি ।
বিরোধালঙ্কারে ইহা মহা চমৎকৃতি ।।
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস ।।

★

তথা হি —

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু ।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ।।

[জল থেকেই জন্মে জলজ পদ্ম । পদ্ম থেকে জল জন্মায় না । কিন্তু মুরারির সকলই বিপরীত । তাঁর পা থেকেই জন্মেছেন গঙ্গা ।]

★

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্যসাধন তাহার ।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার ।।
স্থূলে এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার ।
সূক্ষ্ম বিচারিলে যদি আছয়ে অপার ।।
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে ।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষবাধে ।।
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্মল ।

সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্‌বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁপর ॥
পড়ুক বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥
যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি-মুখে রহি বলে আপনে সরস্বতী ॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ অর্থ তুমি করিলে প্রকাশ ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় সেই বলি বাণী ॥
ইহা শুনি দিগ্‌বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥
আজি তারে নিবেদিব করি জপধ্যান।
শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচারসময়ে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা সবা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল ॥
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজলধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস ॥
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি তাঁহি সে বাখানি ॥
শৈশবচাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার ॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥
এইমতে নিজঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধনা ॥
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥
প্রাতে আসি প্রভু পদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন ॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্‌বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু করিল ইহা বিশেষ প্রকাশ ॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

গয়াধামে শ্রীচৈতন্য

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।
অধ্যাপক শিরোমণি রূপে করে বাস ।।
চতুর্দিগে পাষণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর ।
ভক্তিযোগ নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর ।।
মিথ্যা রসে দেখি অতি লোকের আদর ।
ভক্ত সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর ।।
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে ।
ভক্ত সভে দুঃখ পায় দেখেন আপনে ।।
নিরবধি বৈষ্ণব সভেরে দুষ্টগণে ।
নিন্দা করি বুলে তাহা শুনেন আপনে ।।
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে ।
ভাবিলেন "আগে গিয়া আসি গয়া হৈতে" ।।
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরাসুন্দর ভগবান ।
গয়া-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ।।
শাস্ত্র-বিধি-মত শ্রাদ্ধ কর্মাদি করিয়া ।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা ।।
জননীর আজ্ঞা লই মহাহর্ষমনে ।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে ।।
সর্ব দেশ গ্রাম করি পুণ্য তীর্থ ময় ।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ।।
ধর্ম কথা বাকোবাক্যে পরিহাস রসে ।
মন্দারে আইলা প্রভু কতক দিবসে ।।
দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায় ।
ভ্রমিলেন সকল পর্বত স্ব-লীলায় ।।
এইমত কত পথ আসিতে আসিতে ।
আর দিনে জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে ।।
প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ।।
মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে ।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে ।।
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার ।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর যেন ইচ্ছা তাঁর ।।
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে ।
সর্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে ।।
বিপ্র-পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে ।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ।।
বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর ।
সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা আর নাহি জ্বর ।।
ঈশ্বরে সে করে বিপ্র-পাদোদক পানে ।
এ তান স্বভাব বেদপুরাণ প্রমাণে ।।

★

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৪/১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ
সর্বশঃ ।।

[(শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন) যাঁরা আমাকে যে রূপে ভজনা করেন, আমিও তাঁদেরকে সেরূপেই ভজনা করে থাকি । হে পার্থ, সকল মানুষ সর্বতোভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করে ।]

★

যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর ।
তাহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ।।

অতএব নাম তাঁর ভকতবৎসল ।
আপনে হারিয়া বাঢ়ায়েন ভক্তবল ।।
সর্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণ ।
বল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ ?
হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ ।
পুনঃপুন তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ ।।
স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চন ।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ।।
গয়া তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া ।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া ।।
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান ।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ।।
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে ।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ।।
বিপ্রগণ বেড়ি আছেন শ্রীচরণ স্থান ।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণ ।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার ।
কত পড়িয়াছে লেখাজোখা নাহি তার ।।
চতুর্দিগে দিব্যরূপ ধরি বিপ্রগণ ।
করিতেছে পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন ।।
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ।।
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ।।
তিলার্দ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র ।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র ।।
যোগেশ্বর সবের দুর্লভ যে চরণ ।
সেই এই দেখ সব ভাগ্যবন্ত জন ।।
যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ।।
অনন্তশয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ।।"
চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে ।
আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজানন্দ সুখে ।।
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে ।
রোম হর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ।।
সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র ।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ ।।
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে ।
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে ।।
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেই ক্ষণে ।
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ।।
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর ।
নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর ।।
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া ।
আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হঞা ।।
দোঁহার বিগ্রহ দোহাকার প্রেমজলে ।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতুহলে ।।
প্রভু বোলে, "গয়া যাত্রা সফল আমার ।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার ।।
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন ।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ ।
সেইক্ষণে সর্ব বন্ধ পায় বিমোচন ।।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান ।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ।।

সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥"

বলেন ঈশ্বরপুরী, "শুনহ পণ্ডিত।
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ জানিনু নিশ্চিত ॥

যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
এই কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর ?

যেন আমি শুভ স্বপ্ন আজি দেখিলাম।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ ॥

সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে।
পরম আনন্দ সুখ পাই সর্ব ক্ষণে ॥

যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥

সত্য এই কহি ইথে কিছু অন্য নাই।
কৃষ্ণ-দরশন সুখ তোমা দেখি পাই ॥"

শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বোলেন প্রভু "মোর বড় ভাগ্য ॥"

এইমত কত আর কৌতুক সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ শ্রাদ্ধ কবিবারে বসিলা আসিয়া ॥

ফল্গু তীর্থে করি বালুকার পিণ্ড দান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া স্থান ॥

প্রেতগয়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ ॥

তবেত উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণ-মানসে চলিলেন হর্ষ হঞা ॥

তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম-গয়ায়।
রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায় ॥

এহো অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি ॥

পূর্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন যথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায় ॥

চতুর্দিগে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
পঢ়ায়েন বেদবাক্য বিধি আচরণ ॥

শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গেলে ॥

দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত খণ্ডিল বন্ধন ॥

উত্তর-মানসে প্রভু পিণ্ড দান করি।
ভীমগয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

শিবগয়া ব্রহ্মগয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ গয়ায় গেলা পাছে ॥

ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥

তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়া-শিরে আসিয়া করিল পিণ্ডদান ॥

দিব্য মাল্য চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদ চিহ্ন পূজিলেন হৃষ্ট হৈয়া ॥

এইমত সর্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায়ে চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া ॥

তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলা আসিয়া ॥

রন্ধন সংপূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয় ॥

প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে।
আইলেন মত্ত প্রায় চলিতে চলিতে ।।
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম সম্ভ্রমে।
নমস্কারি তাঁরে বসাইলেন আসনে।
হাসিয়া বলেন পুরী, "শুনহ পণ্ডিত।
ভালত সময় হইলাঙ উপনীত ।।
প্রভু বোলে, "যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয় ।।"
হাসিয়া বলেন পুরী "তুমি কি খাইবা?"
প্রভু বোলে "আমি পুনঃ রন্ধন করিবা" ।।
পুরী বোলে, "কি কার্য করিয়া আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাহা কর দুই ভাগ" ।।
হাসিয়া বলেন প্রভু, "যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা সব তুমি খাও ।।
তিলার্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সংকোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি" ।।
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হৃষ্ট হৈয়া ।।
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী প্রতি।
পুরীর নাহিক কৃষ্ণ ছাড়া অন্য মতি ।।
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরমানন্দ সুখে পুরী করেন ভোজন ।।
সেইক্ষণে রমা দেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে ।।
তবে প্রভু আগে তারে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া ।।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন।

তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে ।।
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে ।।
প্রভু বোলে "গয়া করিবারে আইলাঙ।
সার্থক হইল ঈশ্বরপুরী দেখিলাঙ ।।
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে ।।
পুরী বোলে "মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বথা ।।
তবে তান স্থান শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ।
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে "দেহ আমি দিলাঙ তোমারে।
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে" ।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ।।
দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে কিছু নাহি স্থির ।।
হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি।
কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি ।।
আত্মপ্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম ভক্তির বিজয়।
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ।।
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি উচ্চ করিয়া ।।

"কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ।।
পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা"।
শ্লোক পঢ়ি পঢ়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ।।
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায়ে ধূসর ।।
আর্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলে বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে ।।
যে প্রভু আছিল অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে আপনে অস্থির ।।
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসে প্রভু নিজ ভক্তিবিরহসাগরে ।।
তবে কতক্ষণে আসি সব সঙ্গীগণে।
সুস্থ করিলেন ধরি অনেক যতনে ।।
প্রভু বোলে "তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে ।।
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা ।।"
নানারূপে সর্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সবাই মিলিয়া ।।
ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন রহিবেন কতি।
কাহারে না বলি প্রভু কথো রাত্রি শেষে।
মধুপুরী চলিলেন প্রেমের আবেশে ।।
"কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর পাইমু কোথায়"।
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায় ।।
কথো দূরে যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি ।।
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে ।।
তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে ।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তিধন ।।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল ।।
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ জানিহ আপনে ।।
সেবক আমরা তভো চাহি কহিবারে।
অতএব কহিলাম তোমার গোচরে ।।
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা সে লঙ্ঘন নহে কভু ।।
অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরা নগর ।।
শুনিয়া আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত হইলা প্রভু হরিষ অন্তর ।।
বাসায় আসিয়া সর্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজ গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ।।
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম ভক্তির উদয় ।।

নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন

গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হইল নদীয়া-নগর ।।
ধাইলেন সবে যত আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে।

যথাযোগ্য করি প্রভু সভারে সম্ভাষ ।
বিশ্বম্ভরে দেখি সবার হইল উল্লাস ।।
আগু বাড়ি যবে আনিলেন নিজ ঘরে ।
তীর্থ কথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে ।।
প্রভু বোলে "তোমা সবাকার আশীর্বাদে ।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্বিরোধে" ।।
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কয় ।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয় ।।
শিরে হাত দিয়া কেহো চিরজীবী করে ।
সর্ব অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহো মন্ত্র পড়ে ।।
কেহো বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্বাদ ।
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ।।
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী ।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি ।
লক্ষ্মীর জনককুলে আনন্দ উঠিল ।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ।।
সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা ।
দেখিতেও সেইক্ষণে ক্ষণে কেহো কেহো
গেলা ।।
সবাকারে করি প্রভু বিনয় সম্ভাষ ।
বিদায় দিলেন সবে গেল নিজবাস ।।
প্রভু কহে "বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ ।
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ ।।
তোমা সভা সহিত নিভৃত এক স্থানে ।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ।।
কালি সভে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ।
তুমি আর সদাশিব আসিবা সত্বরে" ।।
সম্মান করিয়া সভে করিলা বিদায় ।
যথা কার্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায় ।।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে ।
মহাবিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ।।
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত ।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত ।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন ।।
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলয়ে ঠাকুর ।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ।।
কিছু নাহি বুঝে আই কোন বা কারণ ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ।।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস ।।

শুক্লাম্বর গৃহে ভাবোন্মত্ততা

শুনিঞা এসব কথা প্রভু গদাধর ।
শুক্লাম্বর-গৃহ প্রতি চলিলা সত্বর ।।
"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া ।
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া ।।
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান, শুক্লাম্বর ।
মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর ।।
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ ।
আসিয়া বসিলা যথা বৈষ্ণব সমাজ ।
পরম আদরে সভে কারো সম্ভাষ ।
প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ ।
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ ।।
"পাইনু ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা ।

এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা ॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে ।
"কৃষ্ণ কোথা" বলিয়া পড়িলা মুক্তকেশে ।
প্রভু পড়িলেন মাত্র "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ।
ভক্তসব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া ॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেল গদাধর ।
কেবা কোন দিকে পড়ে নাহি পরাপর ॥
সভেই হইলা কৃষ্ণ-আনন্দে মূর্চ্ছিত ।
হাসেন জাহ্নবী দেবী দেখিয়া বিস্মিত ॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর ।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে মোর কোন দিগে গেলা" ।
এত বলি প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা ।
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন ।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন ॥
চতুর্দিকে বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ ।
উঠিল মঙ্গল কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে ।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেমরঙ্গে ।
স্থির হই ক্ষণেকে বসিয়া বিশ্বম্ভর ॥
তথাপি আনন্দ-ধারা বহে নিরন্তর ।
প্রভু বোলে "কোন জন গৃহের ভিতর ॥
ব্রহ্মচারী বলেন "তোমার গদাধর ।"
হেঁট মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
প্রভু বোলে "গদাধর তুমি সে সুকৃতি ।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ় মতি ॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে ।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি গেল দিন দোষে" ॥
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর ।
ধূলায় লোটায় সর্বসেব্য-কলেবর ॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে ।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম-জলে ।
সবে মাত্র "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শ্রীবদনে বলে ॥
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর ।
কৃষ্ণ কোথা ভাই সব বোলহ সত্বর ॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরয়ে বচন ॥
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করহ খণ্ডন ।
আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন" ॥
এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে ।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহো নাহি বান্ধে ॥
এই মতো সর্ব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায় ।
কথঞ্চিৎ সভা প্রতি হইল বিদায় ॥
গদাধর সদাশিব শ্রীমান পণ্ডিত ।
শুক্লাম্বর আদি সবে হইলা বিস্মিত ॥
যে যে দেখিলেন প্রেম, সভেই অবাক্য ।
অপূর্ব্ব দেখিয়া দেহে কার নাহি বাক্য ॥
বৈষ্ণবসমাজে সভে আইলা হরিষে ।
অনুপূর্ব্ব কহিলেন অশেষ বিশেষে ॥
শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ ।
হরি হরি বলি সবে করেন ক্রন্দন ॥

গৌরাঙ্গের অধ্যাপনা প্রকাশ

হেন মতে ভক্তগণ আছেন হরিষে ।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্বভাসে ॥

কথাঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর ॥
গুরুর করিয়া প্রভু চরণ বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ॥
গুরু বোলে "বাপ ধন্য তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল কৈলা বিমোচন ॥
তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি ॥
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস ।।
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিগে পড়ুয়া বেষ্টিত শশধর ॥
পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষাকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সভে মিলে ॥
পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিদশের রায়।
কৃষ্ণকথা বিনা আর না আইসে জিহ্বায় ॥
"সিদ্ধ বর্ণ সমাম্নায় বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥
শিষ্য বোলে "বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে ॥
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর"।
প্রভু বোলে, "সর্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর" ॥
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক্ আমায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায় ॥"
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহ বোলে "হেন বুঝি বায়ুর কারণ ॥"
শিষ্যগণ বোলে "কর কেমত ব্যাখ্যান।
প্রভু বোলে "যেন হয় শাস্ত্রপরমাণ ॥"
প্রভু কহে যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভালমনে ॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সভায় যেন হই এক ঠাঞি ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন ॥

সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভাষ্য

পোহাইলা নিশি সব পড়ুয়ার গণ।
আসিয়া মিলিলা পুঁথি করিতে চিন্তন ॥
ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করয়ে প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান ॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন।
শব্দমাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ॥
পড়ুয়া সকল বোলে "ধাতুসংজ্ঞা কার?"
প্রভু বোলেন শ্রীকৃষ্ণশক্তি নাম যার।
ধাতুসূত্র বাখানিয়ে শুন সর্বজন ॥
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন?
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর।
কনকে শোভিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর ॥
যম লক্ষ্মী যাহার বচনে লোকে কয়।
ধাতু গেলে শুন তার যে অবস্থা হয় ॥
কোথা যায় সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য চলিয়া।
কেহো ভস্ম করে কেহো এড়েন পুঁতিয়া ॥
সর্ব দেহে ধাতু রূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহারে সে করি স্নেহ তাহানে সে ভক্তি ॥
বিদ্যা-মদে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া ॥

এবে যারে অলঙ্কারি করি মান্য জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান ॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥
ধাতুসংজ্ঞা কৃষ্ণ-ভক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা পুস্তক আসি শক্তি আছে কার?
এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে,ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি ॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান ॥
যাবৎ আছয়ে জীব দেহে আছে প্রাণ।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধ্যান ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বেলো কৃষ্ণে দেহ মন ॥
দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা।
হইল প্রহর দুই তবু নাহি সীমা ॥
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে এক মনে।
নিবৃত্তি করিতে কার না আইসে বদনে ॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়?
কতো ক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সভার মুখ লজ্জিত অন্তর ॥
প্রভু বোলে "ধাতু-সূত্র বাখানিল কেন?
পড়ুয়া সকল বোলে "সত্য অর্থ যেন ॥
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কার বাপে তাহা করিবারে পারে আন?
যতেক বাখান তুমি সব সত্য হয়।
সবে সে উদ্দেশে পাঁচ, তার অর্থ নয় ॥"

প্রভু বোলে "কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে আসি করিয়াছে বিহ্বল ॥
সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান?"
শিষ্যবর্গ বোলে "সবে এক হরিনাম ॥"
সূত্র, বৃত্তি, টীকা, বাখান কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র?
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নয়ে ॥
পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥
প্রভু বোলে "ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই ভাই বলোঁ সর্বথায়।
যত শুনি শ্রবণে, সকল কৃষ্ণনাম।
সকল জগতে দেখোঁ গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
সে ঠাঞি পড়াহ আমি দিলাম নির্ভয় ॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমায়।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনায় ॥"
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া।
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥
শিষ্যগণ বোলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাঙ সংকল্প তোমার ॥
তোমার স্থানেতে যে পড়িল আমি সব।
আর স্থানে গ্রন্থ কি করিব অনুভব ॥"

গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সভে করিয়া ক্রন্দন।।
"তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মে জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান।।
আর স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ।
সেই ভাল তোমা হৈতে যত জানিলাঙ॥
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর।।
'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি।।
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন আধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সুখে।।
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব শিষ্যগণ।
আশীর্বাদ করে প্রভু শচীর নন্দন।।
"দিবসেকো যদ আমি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তো সভার অভিলাষ।।
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউ সভার বদন।।
নিরবধি জিহ্বাগ্রেতে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা সভাকার ধন প্রাণ।।
যে পড়িল সেই ভাল, আর কার্য নাঞি।
সভে মেলি কৃষ্ণ ভজিবাঙ এক ঠাঞি।।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার।
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।।
প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরম আনন্দময় হইলেন ততক্ষণ।।
এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্তন আরম্ভে হইল প্রকাশ।।
চতুর্দিগে বেড়িয়া কান্দেন শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন।।
"পড়িলাঙ শুনিলাঙ যত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি।।"
শিষ্যগণ বলেন "কেমন সংকীর্ত্তন?"
আপনে শেখায় প্রভু শচীর নন্দন।।
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
দিশা শিক্ষায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া।।
আপনি কীর্ত্তননাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সর্ব শিষ্যগণ।।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে।।
বোল বোল বলি প্রভু চতুর্দিগে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে।।
গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া নগরে।
ধাইয়া আইসে সভে প্রভুর মন্দিরে।।
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিঞা সভে আইলা সত্বর।।
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব সবে ভাবে মনে মন।।
পরম সন্তোষ সভে হইলা অন্তরে।
এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে।।
এমন দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় যে ভক্তি দেখিতে।।
যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর।।

হেন উশ্বতের যদি এ ভক্তি হইল।
তবে বুঝি আমা সবার দুঃখ নিবড়িল॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়।
তবে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলয়ে সদায়॥
বাহ্য হইলেও অন্য কথা নাহি কহে।
সর্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়ে॥
সভে মেলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া॥
কোন কোন পড়ুয়া সকল প্রভুসঙ্গে।
উদাসীন পথ লইলেন মহারঙ্গে॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥

অদ্বৈতাচার্য ও নিমাই

একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈত দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥
অদ্বৈতসভায় গেলা প্রভু দুইজন।
দেখিলা অদ্বৈত করে তুলসী সেচন॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র অবতার॥
অদ্বৈত দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥
ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিল সকল॥
কতি যাবে চোরা আজি বলে মনে মনে।
এতদিন চুরি করি বুলে এই খানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব পূজার-সজ্জ লই নাম্বিলা তখনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য গোসাঞি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি।
পুন পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করে॥

★

তথাহি (বিষ্ণুপুরাণে ১/১৯/৬৫)
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
[(প্রহ্লাদস্তব করলেন) ব্রহ্মণ্যদেবকে,— গো-ব্রাহ্মণের হিতকারীকে নমস্কার। নমস্কার জগতের হিতকারীকে, কৃষ্ণকে গোবিন্দকে নমস্কার।]

★

পুনঃ পুন শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড় হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে॥
হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে।
"বালকেরে গোসাঞি হেন করিতে না জুয়ায়ে॥
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর বালক জানিবা কথোদিনে"॥
চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর।
হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥

কথোপকথে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য্য॥
আপনারে লুকাইতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিল তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বথা প্রকাশ॥
ভক্তে বাড়াইতে নিজ-ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
মনে ভাবে শ্রীঅদ্বৈত 'কি করিবা তুমি।
চোরের উপরে আগে চোর এরাছি আমি॥
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সভা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণ কথা কৌতুকে থাকহ এই ঠাঞি।
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই॥
সর্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ বাসে॥
জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষাতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥

নিমাই ও নিতাই

এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর সংকীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া বসিলেন নন্দন আচার্য্যের ঘরে॥
নন্দন-আচার্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজরাশি যেন সূর্য সম॥
মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীর স্থান দেখি মহাবীর॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম অবতার॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ।
সর্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে॥
না হইল দেখা কোনো কৌতুক কারণে।
ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষৎ হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সভে করিলা গমন॥
সভে লঞা প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘরে।

জানিঞা উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে ॥
বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন যেন কোটি সূর্যোপম ॥
অলক্ষিত-আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায় ॥
মহা ভক্তিযোগ প্রভু দেখিয়া তাঁহার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার ॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া ॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর ॥
বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥
কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশবন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহি শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্ধ্ব তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনে সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥
কেবা হয় কোটি মণি সে মুখ চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥
নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভররূপ চায় ॥
রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত ॥
বুঝিলেন সর্ব-প্রাণনাথ গৌর রায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিল উপায় ॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥

★

তথাহি (শ্রীভাগবতে ১০/২১/৫)

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ
কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ
মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্
গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্
গীতকীর্ত্তিঃ ॥

[নটবর বপু শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ রচিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণবর্ণ পীত বসন, গলায় বৈজয়ন্তীমালা। নিজের অধর সুধায় বেণুর ছিদ্রসমূহ পূরণ করতে করতে,

গোপগণের গীতস্তুতি শুনতে শুনতে, নিজের চরণ চিহ্ন পাঠ করতে করতে তিনি আনন্দ ধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন।]

★

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
পঢ় পঢ় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কথোক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাঢ়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদন হৈল শুনি সিংহনাদ ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সভে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অন্যের কি দায় বৈষ্ণবেরে লাগে ভয়।
'রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ' সভে স্মরয় ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভরমুখ চাহি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
অন্তর আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস ॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে নত ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই দেখ ভাল ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সহ কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সভেই কেহ নারে ধরিবার ॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর করিলেন আপনার কোলে ॥
বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তাঁরে হইলা নিস্পন্দ ॥
যার প্রাণ, তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেহেন রামকোলে ॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
কি আনন্দবিরহ হইল সর্বগণে।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা ॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কথোক্ষণে।
হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে ॥

শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা

হেন মতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণ কথা রসে সভে হইলা বিহ্বলে ॥
সভে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার ॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দধারা সভাকার আঁখি ॥
দেখিয়া আনন্দে মহামত্ত বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি ॥
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।

আপনে বুঝিয়া বল যারে লয় মন ॥"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা মোর এই বামনার ঘর ॥"
শ্রীবাসের প্রীত বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর"
শ্রীবাস বলেন "প্রভু কিছু নাহি ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব ঘরেই আমার ॥
বস্ত্র, মুদ্গ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান ॥
পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য ব্যাসপূজন দেখিব ॥"
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে ॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি
শুভ কর সভে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥
সর্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল-কিঙ্কর ॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে ॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥
কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্তনধ্বনি বাহ্য গেল দূর ॥
ব্যাসপূজা অধিবাস উল্লাস কীর্তন।
দুই প্রভু নাচে, গায় বেড়ি ভক্তগণ ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঞি ॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো কেহো বা গর্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায়ে কেহো করয়ে ক্রন্দন ॥
কম্প স্বেদ পুলকে আনন্দে মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত ॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকোলি করি করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব কার্য ॥
মধুর মধুর সভে করেন কীর্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
সর্ব-শাস্ত্র জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য যে বিধিবোধিত ॥
দিব্য গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া বেদব্যাস নমস্কর ॥
শাস্ত্র বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব অভীষ্ট পাইবা ॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ করে হায় হায়।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয় ॥
কি বোলয়ে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনে চারিদিগে চায় ॥
প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌর সুন্দর।

ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ।।
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ শুনহ বচন ।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন ।।"
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর ।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর ।।
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল ।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ।।
ষড়ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই ।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই ।।
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ ।
'রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ' করেন স্মরণ ।।
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন ।
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জন ।।
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়ভুজ দেখিয়া ।
আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া ।।
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত ।
সংকীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত ।।
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার ।
সে তোমাব সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর ।।
তোমার সে প্রেম-ভক্তি তুমি ভক্তিময় ।
বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহি হয় ।।
আপনা সম্বরি উঠ নিজ জন চাহ ।
"যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ ।।
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে ।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ।।"
পাইলা চৈতন্য প্রভু প্রভুর বচনে ।
হইলা আনন্দময় ষড়ভুজ দর্শনে ।।

জগাই মাধাই উদ্ধার

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব-নয়ন গোচর ।।
লোক দেখে পূর্ব যেন নিমাঞি পণ্ডিত ।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ।।
যখনে প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে ।
তখনে ভাসেন সেইমত কুতূহলে ।।
যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায় ।
বাহির হইলে পুন আপনে লুকায় ।।
একদিন আচম্বিতে হেন হৈল মতি ।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রতি ।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ।।
প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা ।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ।।
ইহা বহি আর না বলিবে বোলাইবা ।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ।।
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেইনা বলিব ।
তবে আমি চক্রহস্তে সভারে কাটিব ।।
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল ।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল ।।
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস ।
সেই ক্ষণে চলিলা, পথেতে আসি হাস ।।
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে ।
ইথে অপ্রীতি যার সে সুবুদ্ধি নহে ।।
করয়ে অদ্বৈতসেবা চৈতন্য না মানে ।

অদ্বৈত তাহারে সংহারিব ভালমনে ॥
আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে ।
"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন ।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন ॥"
এইমত নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে ।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে ॥
দোঁহান সন্ন্যাসিবেশ যান ঘরে ঘরে ॥
আথে ব্যথে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে ॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে এই ভিক্ষা ।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥
এই বোল বলি দুই জন চলি যায় ।
যে হয় সুজন সেই বড় সুখ পায় ॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল ।
মহা দস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার ।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ-দাহ সর্বক্ষণ ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায়ে কোটাল ।
মদ্য মাংস বিনে আর নাহি যায় কাল ॥
দুই জনে পথে পড়ি গড়াগড়ি যায় ।
যে যাহারে পায় সেই তাহারে কিলায় ॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ ।
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস সঙ্গ ॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে ।
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে ॥
নদীয়ার বিপ্রের করিব জাতিনাশ ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারো করায় আশ্বাস ॥
দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে ।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে ॥
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে ।
"কোন জাতি দুই জন এমতি বা কেনে ॥
লোক বোলে "গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুই জন ।
দিব্য পিতা মাতা মহাকুলেতে উৎপন্ন ॥
সর্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে ।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে ॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম ।
জন্ম হইতে করয়ে এতেক অপকর্ম ॥
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জন দেখিয়া ।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥
এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায় ।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায় ॥
হেন পাপ নাহি, যাহা করে দুই জন ।
ডাকা, চুরি, মদ্য, মাংস করয়ে ভক্ষণ ॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্যহৃদয় ।
দুইয়ের উদ্ধার চিত্তে হইয়া সদয় ॥
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈল অবতার ।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ ।
প্রভাব না দেখে লোকে করে উপহাস ॥
এ দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে ।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে ॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস ।
এ দুইরে কারো যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে ।

এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ।।
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুই জন ।
তবে সে সার্থক হয় মোর পর্যটন ।।
যে যে জন এ দুইর ছায়া পরশিয়া ।
বস্ত্রেব সহিত গঙ্গাস্নান কৈল গিয়া ।।
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি ।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লেখি ।।''
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার ।
এসব চিন্তিয়া মনে হরিদাস প্রতি ।
বোলে ''হরিদাস দেখ দোঁহার দুর্গতি ।।''
প্রভুর যে আজ্ঞা লঞা আমরা বেড়াই ।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁঞি ।।
সভারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর নির্দেশ ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীর বিশেষ ।।
বলিবার ভার মাত্র আমরা দুইর ।
বলিলে না লয় তবে জানে সেই বীর ।।''
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুইর স্থানে ।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ।।
সাধু লোকে মানা করে, ''নিকটে না যাও
লাগালি পাইলে পাছে পরান হারাও ।।
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে ।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে ।।
কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ও দুইর ঠাঁঞি ।
ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাঞি ।।''
তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ।
নিকটে চলিলা দুই মহা কুতূহলী ।।
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া ।
কহয়ে প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ।।
''বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম ।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ ।।
তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার ।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার ।।''
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন ।
মহাক্রোধে যেন দুই অরুণ লোচন ।।
সন্ন্যাসি-আকার দেখি মাথা তুলি চাহে ।
'ধর ধর বলি দোঁহে ধরিবারে যায়ে ।।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায় ।
'রহ রহ' বলি দস্যু পাছে পাছে যায় ।।
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ গর্জ করে ।
মহা ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে ।।
লোক বলে ''তখনেই নিষেধ করিল ।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সংকট পড়িল ।।''
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে ।
''ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে ।।''
''রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ'' সুব্রাহ্মণে বলে ।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ।।
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায় ।
'ধরিলুঁ ধরিলুঁ' বলি নাগালি না পায় ।।
নিত্যানন্দ বোলে, ''ভাল হইল বৈষ্ণব ।
আজি যদি প্রাণ রহে তবে পাই সব ।।''
হরিদাস বোলে ঠাকুর আর কেনে বল ।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ।।
মদ্যপের কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ ।
উচিত তার শাস্তি প্রাণ অবশেষ ।।
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ।

দুই দস্যু পাছে ধায় গাঁজিয়া গাঁজিয়া ।।
দোঁহার শরীর স্থূল না পারে ধাইতে ।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ দেখিতে ।।
দুই দস্যু বলে "ভাই কোথায়ে যাইবা ।
জগা-মাধার ঠাঁঞি কেমতে এড়াইবা ।"
তোমরা না জান এথা জগা-মাধা আছে ।
থানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে ।।"
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া ।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া ।।
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী ।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি ।।
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল ।
শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল ।
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল ।
আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল ।।
কথোক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায় ।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায় ।।
স্থির হই দুই জনা কোলাকুলি করে ।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে ।।
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন ।
সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদনমোহন ।।
চতুর্দিগে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল ।
অন্যান্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল ।।
কহয়ে আপন তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে ।
শ্বেতদ্বীপপতি যেন সনকাদি সঙ্গে ।।
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময় ।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সমুখে কহয় ।।
"অপরূপ দেখিলাঙ আজি দুই জন ।
পরম মদ্যপ, পুন বোলায় ব্রাহ্মণ ।।
ভাল রে বলিল তারে বল কৃষ্ণনাম ।
খেদাড়িয়ে আইল ভাগ্যে রহিল পরান ।।
প্রভু বোলে "কে সে দুই কিবা তার নাম ।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম ?"
সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস ।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম প্রকাশ ।।
সে দুইর নাম প্রভু, জগাই মাধাই ।
ব্রাহ্মণের পুত্র দুই জন্ম এক ঠাঞি ।।
সঙ্গ দোষে তা সভার হেন হৈল মতি ।
আজন্ম মদিরা বই আর নাহি গতি ।।
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে ।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে ।।
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি ।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি ।"
প্রভু বোলে "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা
খণ্ড খণ্ড করিব আইলে মোর হেথা ।।"
নিত্যানন্দ বোলে "খণ্ড খণ্ড কর তুমি ।
সে দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি ।।
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই ।"
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বোলাই ।।
স্বভাবেই ধার্মিকে বলয়ে কৃষ্ণ নাম ।
এই দুই বিকর্ম বহি নাহি জানে আন ।।
এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি-দান ।
তবে জানি "পাতকী-পাবন হেন নাম ।।
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা ।
ততোধিক দুইর উদ্ধারের সীমা ।।"
হাসি বোলে, বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার ।

যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি দুইর মঙ্গল ।
আচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥”
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ ।
জয় জয় হরিধ্বনি হইল তখন ॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া ।
রাত্রিতে আইসে দুই ধরিল বেড়িয়া ॥
‘কে রে কে রে’ বলি ডাকে জগাই মাধাই ।
নিত্যানন্দ বোলেন প্রভুর বাড়ী যাই ॥
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে “কিবা নাম তোর ।
নিত্যানন্দ বোলে “অবধূত নাম মোর ॥”
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায় ।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহয়ে লীলায় ॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে ।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে ॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া ।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মঙরে ॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে ।
আর বার মারিতে ধরিল তার হাথে ॥
“কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দঢ় ।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড় ?
এড় এড় অবধূতে না মারিহ আর ।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই তোমার ॥”
আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা ।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে ।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে ॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে ।
চক্র চক্র চক্র ‘প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল ।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ ।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥
“মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই ।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই ॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর ।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥”
জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া ।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হৈয়া ॥
জগাইরে বোলে “কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে ।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে ॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ ॥”
জগাইরে বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল ।
‘জয় জয়’ হরিধ্বনি করিলা সকল ॥
প্রেম-ভক্তি হউ বলি যখন বলিলা ।
তখনে জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥
প্রভু বোলে “জগাই উঠিয়া দেখ মোরে ।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে ॥”
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়িল জগাই ।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞি ॥
পাইয়া চরণধন লক্ষ্মীর জীবন ।

ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব করে চৈতন্য গোসাঞি ॥
এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই।
এক পুণ্য এক পাপ বৈসে এক ঠাঞি ॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত তৎক্ষণে ভাল হৈল ॥
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
"দুই জনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু দেখি দুইভাগ।
মোরে অনুগ্রহ কর, লও তোর নাম।
আমার উদ্ধার করিবারে নারে আন ॥"
প্রভু বোলে, "তোর ত্রাণ নাহি দেখোঁ মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলে তুঞি ॥"
মাধাই বোলয়ে "ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড় ?
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজ পদ তা সভারে তবে দিলে কেনে ?"
প্রভু বোলে, "তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে তুই কৈলি রক্তপাত ॥
মো হৈতে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাঙ দঢ় ॥"
"সত্য যদি ঠাকুর কহিলা মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে ॥
সর্ব-রোগনাশ বৈদ্যচূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি ॥
না কর কপট প্রভু, সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত ?"
প্রভু বোলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া তুমি পড় ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই-চরণ ॥
যে চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণপ্রকাশ ॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে যুয়ায় ॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত ॥"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ দ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুঞি ॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত ॥
সব দিলুঁ মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত।
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই ॥
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই ॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সব বন্ধ বিমোচন ॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব শক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা ॥
হেনমতে দুইজন পাইল মোচন।
দুইজনে স্তুতি করে দুইর চরণ।

কাজী দলন

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥
এতকালে কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন বল জানি?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥
এত বলি কাজী গেলে নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥
প্রভু আজ্ঞা দিল "যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥"
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ-নহে চমকিত মন ॥
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥
"নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে সভে কর নগরমণ্ডন ॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে?"
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচেন আচার্য্যগোসাঞি পরম উল্লাস ॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বারে গেলা ॥
তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা ॥
দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥
প্রভু বলে "আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত?"
কাজী কহে "তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।

তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥
এবে তুমি শান্ত হইলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধ হও তুমি আমার ভাগিনা ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥"
এইমতে দুঁহার কথা হয়ে ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥
প্রভুকহে "প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।"
কাজী কহে "আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥
প্রভু কহে "গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজাত তাতে তিঁহো পিতা ॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম ?
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম ?"
কাজী কহে "তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥
প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয় ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥
প্রভু কহে "বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে এই আছে আজ্ঞাবাণী ॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥

★

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)--
অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌপঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
[অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন কলিতে এই পাঁচটি নিষিদ্ধ]

★

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥
গরুর যতেক রোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥

“তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারস্থ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।”
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার॥
“আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত-নর্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি॥
কাজী বলে, “সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥”
প্রভু বলে “এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি না করিহ ভয়॥”
কাজী কহে “যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর।
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে॥
মোর কীর্তন মানা করিস করিমু তোর
ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়।
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সে দিন বহুত নাহি কৈল উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈল প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়ে॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্বলোক বিস্ময় মানিল॥
কাজী কহে ইঁহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আইল॥
আসি কহে গেলুঁ মুঞি কীর্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে।
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হইল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥
তা দেখি বলি মুই মহাভয় পাঞা।
কীর্তন না বর্জিহ ঘরে রহত বসিয়া॥
তাহাতে নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥
নগরে হিন্দুধর্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি॥
হরি হরি কহি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসাহা শুনিলে তোমার করিবেক ফল॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।

হিন্দ, হরি বলে তার স্বভাব জানিল ।।
তুমিহ যবন হৈঞা কেনে অন্বেশন ।
হিন্দুর দেবতা নাম লও কি কারণ ।।
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস ।।
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি ।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ।।
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি ।
ইচ্ছা নাহি তব, বলে কি উপায় করি ।।
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে ।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হইতে ।
জিহ্বা কৃষ্ণ নাম করে না মানে বর্জন ।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল ।
হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত
আইল ।।
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি ।
যে কীর্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ।।

সন্ন্যাসের সংকল্প

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া ।
চতুর্দিগে সকল পার্ষদগণ লৈয়া ।।
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত ।
কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত ।।
করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে ।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ।।
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্ব লোকনাথ ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভাত ।।

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হস্ত ধরি ।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ।।
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ।।
ভাল আইলাঙ আমি জগৎ তারিতে ।
তরণ নহিল আমি আইলাঙ সংহারিতে ।।
আমারে দেখিয়া কোথা পাইবে বন্ধনাশ ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে ।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ।।
ভাল লোক রাখিতে করিলুঁ অবতার ।
আপনে করিলুঁ সব জীবের সংহার ।।
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুণ্ডাইয়া ।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ।।
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে ।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ।।
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ ।
এইমতে উদ্ধারিমু সকল ভুবন ।।
সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার ।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার ।।
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে ।
ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখোঁ কে কাহারে
মারে ।।

তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয় ।
গারিহস্ত সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয় ।।
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে ।
বিধি দেহ "তুমি মোরে সন্ন্যাস করণে ॥
যে রূপ করাহ তুমি সেই হই আমি ।

এতেক বিধান দেহ অবতার জানি ॥
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোনক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ ॥"
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥
কোন বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে ॥
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয় ॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥"
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥
এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলা বৈষ্ণব মাঝে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ ॥
প্রভু বোলে "গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল ॥
বোল বোল হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্যধ্বনি ॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥
প্রভু বোলে "মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইমু আমি না রহিব এথা।
গার্হস্থ্য আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে তে ভিত ॥"
শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ ॥
কাকু করি বোলে যে মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি প্রভু এমত করিবা সুনিশ্চয় ॥
দিন কথো এইরূপে করহ কীর্তনে।
তবে তুমি করিহ যেবা তোমার মনে ॥"
মুকুন্দের কাকু শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥
সম্ভ্রমে চরণে বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার উত্তর ॥
না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে।
যে তে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥
শিখা-সূত্র সর্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে তে দেশেরে চলিব ॥
শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর ॥
অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত সব তোমার উত্তর ॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয় ॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননীবধের ভাগী হবে ॥
তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বর প্রীত নহে।

গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলী হয়ে ॥
তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর চল যাও ॥"
এইমত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
শিখা-সূত্র ঘুচাইমু বলিলা আপনে ॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে কারু নাহি রহে জ্ঞান ॥

নিমাই ও শচী

॥ আহিরী রাগ ॥

আরে না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে ॥

এইমনে অনুমানে জানি জানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক উপরে।
অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তরে ॥
উন্মতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিগে।
যারে দেখে তারে পুছে সর্ব্ব নবদ্বীপে ॥
নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ন্যাস।
বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি।
তুমি না থাকিলে অন্ধকারময় দেখি ॥
লোকমুখে শুনি বাছা করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥
সাতকন্যা মরি তোরে পাঞাছিলু কোলে।
না জানি বিধাতা কিবা লেখিল কপালে ॥
একাকিনী অনাথিনী আর কেহো নাহি।
সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি ॥
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ ॥
না ঘুচাইহ আরে পুত্র মোর অহংকার।
তুমি না থাকিলে হব সব ছারখার ॥
ভাগ্যকরি মানে লোক দেখে মোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হইব বিমুখ ॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য ॥
দুখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি ॥
এহেন কোমল পায়ে কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনী মায় ॥
হাপুতির পুত মোর সোনার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই ॥
বিষ খাঞা মরিব যে তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কানে ॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশ।
আগুনি জ্বালিয়া তাথে করিব প্রবেশ ॥
সর্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগত ধন্য।
কামিনী মোহন বেশ কেশের লাবণ্য ॥
স্কন্ধবিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া।
জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া ॥
বয়স্যবেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুথি বামহাথে ॥
কেমনে ছাড়িয়া বাপু নিজ সঙ্গীগণ।
না করিবে তা সভা সহিত সংকীর্তন ॥

সোহম সুন্দর বেশে না নাচিবে আর ।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার ।
কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয়জন ।।
সভারে মারিয়া তোর সন্ন্যাসকরণ ।।
আগেতে মরিব আমি, পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া ।
মরিব ভকত সব বুক বিদারিয়া ।।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস ।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি আর হরিদাস ।।
নরহরি শ্রীরঘুনন্দন গদাধর ।
শ্রীবামাদি বাসুদেব ঘোষ বক্রেশ্বর ।।
মরিব সকল লোক না দেখিয়া তোমা ।
এসব দেখিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা ।।
পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিহা ।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা ।।
তরুণ বয়েসে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ।
গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম ।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল ।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ।।
মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয় ।
মনের চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয় ।।
গৃহিজন মনঃপাপে নাহি হয় বন্ধ ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যায় মনোজয়শুদ্ধ ।।
এতেক বচন যদি শচী দেবী বৈল ।
শুনিঞা প্রবোধবাণী কহিতে লাগিল ।।
নরহরি-পাদপদ্ম শিবের ভূষণ ।
গৌরাঙ্গ-চরিত কহে এ দাস লোচন ।।

নিমাইর জননীকে সান্ত্বনা

।। বরাড়ী রাগ ।।

হেন অদ্ভুত কথা শ্রবণমঙ্গল নাম রে।
শুন গোরা গুণ গাথা শচীর দুলাল চাঁদরে।

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন ।
মিথ্যা চিত্তে দুঃখ কেন কর অকারণ ।।
বারেবারে কহি তোরে নাহি অবধানে ।
মিছা মাএ লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে ।।
কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ ।।
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি অন্য নাহি গতি ।।
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন ।
সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন ।।
সেই সে কেবল গতি, কহিল এ তত্ত্ব ।
তা বিনু সকল মিথ্যা সকল জগত ।।
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব সংসার জড়িত ।।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ।
নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম ।।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম ।।
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া ।
আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া ।।
চতুর্দ্দশ লোক মাঝে মানুষের জন্ম ।
দুর্ল্লভ করিয়া মানি কহিল এ মর্ম্ম ।।
বিষয়বিপাক ইথি আছয়ে অপার ।
ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ।।
তবহু দুর্ল্লভ জানি মনুষ্যশরীর ।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে স্থির ।।
শ্রীকৃষ্ণভজন সবে মাত্র এই দেহে ।

মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহে ॥
পুত্র স্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ হৈলে কত হৈত লাভ ॥
সংসারে আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করি ভব তরিবারে ॥
সেই সে পরম বন্ধু সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর ॥
বিস্তর পিরীতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি ॥
আমার নিস্তার আর তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ ছাড় পুত্র জ্ঞান ॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমাব কারণে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে ॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম্ম ॥
ধন উপার্জ্জন করে আনে বড় দুঃখ।
ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক ॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদ সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ বেদনী মা চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥
সকল জনমে সভে পিতা মাতা পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায় ॥
মনুষ্য জনমে কৃষ্ণগুরু সভে জানি।
যেই গুরু নাহি করে পশুপক্ষ মানি ॥
এত শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর-মুখপদ্ম একদীঠে চায় ॥
চতুর্দ্দশ-লোকনাথ মায়া করে দূর।
সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল ॥
নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর ॥
গোপ গোপী গো-গোপাল সনে বৃন্দাবনে।
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে ॥
স্নেহ নাহি ছাড়ে পুন আপন-সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নিবর্বন্ধ ॥
জগত দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয় ॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ-রতন ॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখনে আপন সুখে করগা সন্ন্যাস ॥
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়।
এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায় ॥
ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর।
সাত পাঁচ ধরা বহে নয়নের জল ॥
ফুকারি ফুকারি কান্দে শচী সুচরিতা।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেঠ কৈল মাথা ॥
পুনরপি মুখ তুলি বোলে বিশ্বম্ভর।
শুনগো জননী তুমি আমার উত্তর ॥
যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে ॥

এ বোল শুনিঞা শচী সম্বরে ক্রন্দনে।
ব্যথিত হৃদয় কহে এ দাস লোচনে ॥

নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া

বরাড়ী রাগ। ধুলাখেলাজাত ॥

গৌরাঙ্গ হে কেন বা নদীয়ায় আইলা।
ও গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ হে ॥ ধ্রু

(করুণা ছন্দ)

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন-কাহিনী,
হিয়া দুখে বিরস বদন।
মুখে না নিঃসরে বাণী, দু নয়নে ঝরে পানী,
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥
সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম ব্যথা,
লোক মুখে শুনি ঘানাঘুনা।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল আকাশ বাজ,
চেতন হরিল সেই দীনা ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণে, প্রভু দিন-অবসানে,
ঘরেরে আইলা হরষিতে।
করিয়া ভোজন পান, সুখে শয্যায় শয়ান,
বিষ্ণুপ্রিয়া নড়িলা ত্বরিতে ॥
চরণ-কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,
নেহারয়ে কাতর-বয়ানে।
হৃদয় উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥
দু নয়ানে ঝরে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপ্রায় ॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তরে।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে,
পুছে বাণী মধুর অক্ষরে ॥
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া
পুছিতে না কহে কিছু বাণী।
অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান,
নয়ানে গলয়ে মাত্র পানী ॥
পুনঃ পুন পুছে পহু, সুমতি না দেই তভু,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া।
প্রভু সর্ব কথা জানে, পুছে নানা বিধানে,
অঙ্গবাসে বয়ান মুছাঞা ॥
নানা রঙ্গ পরথাব, করিয়া বাড়ায় ভাব,
যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাথ,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥
তো লাগি জীবন ধন, রূপ নব যৌবন,

বেশ বিলাস ভাব কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ
ছার জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা ॥
আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহপ্রাণ সমর্পিল,
এ নব যৌবনে দিল হাথ ॥
ধিক্ রহু মোর দেহে, এক নিবেদিও
তোহে
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ,
পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥
ভূমিতে দাঁড়াহ যবে, ডরে প্রাণ হালে
তবে,
সিঁড়িছো পড়য়ে সর্বগায়।
অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোনস্থানে
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায় ॥
সুধাময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু
বিন্দু,
অলপ আয়াসে মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল-বেলা, ক্ষণে যা বিষম খরা,
সন্ন্যাস করয়ে মহাদুখী ॥
তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি
জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম্ম-ভয় নাহি তোয়া, শচী বুধা
আধমরা,
কেমনে ছাড়িবে তেন মায় ॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত, তেন সব ভকত,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি
কার্য্যসাধি,
কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস ॥
তুমি প্রভু গুণরাশি, জগজনে হেন বাসি,
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, শুনিলে মরিব
সভে,
হবে ঘর অপযশময় ॥
কি করিব মুঞি ছার, মুঞি তোমার
সংসার,
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লঞা, মরি খাই বিষ
খাঞা,
সুখে নিবসহ নিজঘরে ॥
প্রভু না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি
এ সংসারে,
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরমব্যথা,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী, প্রভু গৌর
গুণমণি,
হাসিয়া তুলিয়া কৈল কোলে।
বসনে মুছায় মুখ, করে নানা কৌতুক,
মিছা শোক না করিহ বোলে ॥
আমি তোরে ছাড়িঞা, সন্ন্যাস করিব গিঞা

এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে, তোমাকে কহিব
তবে
এখনে না মর মিছা শোকে ॥
ইহা বলি গৌরহরি, আশ্লেষ চুম্বন করি
নানারস কৌতুক বিথারে।
অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া, লীলা লাবণ্যের
সীমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥
বিনোদ বিলাস রসে, ভৈগেল রজনী
শেষে,
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে, তে কারণে পুন
পুছে,
প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাঞা ॥
প্রভু কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী
বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না বলিহ মোর ডরে।
হেন অনুমান করি, যত কহ সে চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে ॥
তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,
যে করিবে আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি
আমি,
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥
এ বোল শুনিয়া পঁহু, মুচকি হাসিয়া
লহু,
কহে শুন মোর প্রাণ প্রিয়া।

কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর
হিতে,
সাবধানে শুন মন দিয়া ॥
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান।
সত্য আর বৈষ্ণব, তাবিনে যতেক সব
মিছা করি করহ গেয়ান ॥
মিছা পতি সুত নারী, পিতা মাতা
আদি করি
পরিণামে কে হয়ে কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ সব মায়া তার ॥
কি নারী পুরুষ দেখ, সভারি সে আত্মা
এক,
মিছা মায়াবন্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥
রক্ত-রেতঃ সম্মিলনে, জন্ম মূত্র-বিষ্ঠা
স্থানে,
ভূমে পড়ে হঞা আগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধা হঞা, নানা দুঃখ
কষ্ট পাঞা,
দেহে গেহে করে অভিমান ॥
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই
গালি,
অভিমানে বৃন্ধকাল বঞ্চে।
শ্রাবণ-নয়ান আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥

কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়াবন্ধে পাসরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাসরিয়া,
শেষে মরে নরক যন্ত্রণা ॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন
চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।
পড়িয়া চরণ-তলে, কাকুতি মিনতি করে.
এক নিবেদন শুন প্রভু ।
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়া ছিনু
তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলি
হঞা,
অধিক বাঢ়ল পরমাদ।
প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছলছল করে আঁখি,
কোলে করি করিলা প্রসাদ ॥
শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথাতথা যাই, থাকিব তোমার ঠাঁই,
এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥
প্রভু আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে
গণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজ সুখে করে কাজ, কে দিবে তাহারে
বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেন তভু ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হেঠ মুখী, ছল ছল করে
আঁখি,
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু আচরণ কথা, শুনিতে মরমে ব্যথা,
গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥

নবদ্বীপ শেষরাত্রি

করুণ শ্রীরাগ।

ছাড়ি গেলে মরি যাব গৌরাঙ্গে।
কার মুখ চাঞা রব গৌরাঙ্গরে ॥ ধ্রু ॥
রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ হিয়ায়।
আছিল-অধিক করি পিরীতি বাঢ়ায় ॥
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায়ে থাকয়ে অন্তর সুস্থ হঞা ॥
পুরজনে পরিতোষে যার যে উচিত।
এই মনে সভাকারে করয়ে পিরীত ॥
বৈরাগ্য আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরে ঘরে নিজপ্রেম পরকাশ করি ॥
কারু ঘরে হাস্য পরিহাস কহে।

যার যেন হিয়া তেন মতে সব মোহে ॥
আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে ।
মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে ॥
নানা অভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন ।
হাস বিলাস রসময় অনুক্ষণ ॥
সব লোক জানিলেক নাহিব সন্ন্যাস ।
স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজ-দাস ॥
শয়ন মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা ।
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা ॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বোলে ।
পরম পিরীতি করি বসাইলা কোলে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল ।
অগোর কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল ॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে ।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে ॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি ।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি ॥
দীর্ঘ কেশ কামের চামর জিনি আভা ।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা ॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে ।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু ।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥
সিন্দুরের চৌদিগে চন্দনবিন্দু আর ।
শশিকোলে সূর্য যেন ধায় দেখিবার ॥
খঞ্জন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক ॥
আগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে ।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পরতেকে ॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার ।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার ॥
ত্রৈলোক্য মোহিনীরূপ নিরীখে বদন ।
অধর মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন ॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে ।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে ॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ নাগর ।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর ॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস ॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছুয়ায় শয্যা ।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে একমজ্জা ।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায় ॥
রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর ।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর ॥
বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উভারে অধিক ।
সন্ন্যাস করিব বলি উন্মত চিত ॥
এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গরস ভাব ।
ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ ॥
যে জন যেরূপে ভজে তারে তেন প্রভু ।
ভজন অধিক ন্যূন না করয়ে কভু ॥
তাহাতে বিশেষ আছে অধিকারীভেদ ।
অমায়া সমায়া ভক্তি এ বেদ নির্বেদ ॥
ভক্তিবিনু কৃষ্ণ ভজিবারে নারে কেহো ।
অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় সেহো ॥
বিনি অনুরাগে প্রেম ভক্তি হয় যবে ।

কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে ।।
ঐছন ঠাকুর গৌর করুণার সিন্ধু ।
অনুরাগে প্রেমার ভিখারী দীনবন্ধু ।।
করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ ।
বিচ্ছেদ হৃদয়ে যেন বাঢ়ে তার ভাব ।।
ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ ।
তার সহ মোর ভাব কভু নহে ভঙ্গ ।।
এহেন করুণানিধি আর আছে কে ।
আপনা না ধরে নিজ প্রেম অনুরাগে ।।
এই সে কারণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ ।
এত জানি মনে কেহো না কর প্রমাদ ।।
এ প্রেম ভকতি প্রভু করির প্রকাশ ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ।।

সন্ন্যাস গ্রহণ

শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস ।
যে কথা শুনিলে কর্ম বন্ধ যায় নাশ ।।
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর ।
সেইদিন আইলেন কণ্টকনগর ।।
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্বে করিছিলা ।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ।।
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ ।।
আইলেন প্রভু যথা কেশবভারতী ।
মত্তসিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ।।
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান ।
উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্যবান ।।
দণ্ডবত প্রণাম করিয়া প্রভু তানে ।
কর জোড় করি স্তুতি করেন আপনে ।।
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় ।
পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময় ।।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত ।।
কৃষ্ণদাস্য বিনু যেন মোর নহে আন ।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান ।।"
প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে ।
হুংকার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে ।।
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি প্রিয়গণ ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন ।।
অর্বুদ অর্বুদ লোক শুনি সেইক্ষণে ।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে ।।
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর ।
এক দৃষ্ট্যে পান সভে করেন নির্ভর ।।
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে ।
তহো কি কহিল হয় অনন্ত-বদনে ।।
পাক দিয়া নৃত্য করিতে ছুটে জল ।
তাহাতেই লোকে স্নান করিল সকল ।।
সর্বলোক ভিতিল প্রভুর প্রেমজলে ।
স্ত্রী-পুরুষে বাল বৃদ্ধে হরি হরি বলে ।।
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্ছা যায় ।
আছাড় দেখিতে সর্ব লোক ভয় পায় ।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিজ দাস্যভাবে ।
দন্তে তৃণ করি সভা স্থানে ভক্তি মাগে ।।
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্বলোক ।
সন্ন্যাস শুনিঞা সভে ভাবে মহা শোক ।।

"কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কালরজনী॥
কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥
আমরা সভের প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্যা বা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে॥"
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
পড়িলেন সর্বজীব চৈতন্যের ফান্দে॥
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্যরসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দিগে সব অনুচর॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশবভারতী।
আনন্দসাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগৎগুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কভো কেহ নয়॥
তবে তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥"
প্রভু বোলে "মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণদাস॥"
এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা সঙ্গে॥
পোহাইল নিশা সর্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য।
করিতে লাগিল সর্ব বিধিযোগ্য কার্য॥
নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি তাম্বুল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞসূত্র বস্ত্র আনে সর্বজন॥
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে॥
পরম আনন্দে সভে করে হরিধ্বনি।
ত্রিবিধ লোকের মুখে অন্য নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু সব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
হাথ না দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক।
তাহারও কান্দিতে লাগিল করি শোক॥
কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন॥
হেন সে কারুণ্য সব গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এইমতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসে।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস॥

শান্তিপুরে নিমাই

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল্য সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥
এই শ্লোক পড়ি কভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।৫৭) —
এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপরাং,
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥

[(ভিক্ষুক উদ্ধবকে বললেন) প্রাচীন মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত এই পরামাত্মা নিষ্ঠা বা জীবাত্মায় স্বরূপ অবলম্বন করে কেবলমাত্র মুকুন্দচরণ সেবা দ্বারাই সেই আমি দুস্তর সংসার পার হব।]

★

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ ॥
সেই বেশে কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি-দিন ॥
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু-পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥
শুনি তা সবার নিকটে গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥
তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরি-নাম ॥
গুপ্তে তা সবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিক্ষাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥
"বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীরে-পথ তবে দেখাইও তাঁরে ॥"
তবে প্রভু পুছিলেন "শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ?"
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
"শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঁঞি ॥
প্রভু লঞা যাব আমি তোমার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥"
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয় ॥

প্রভু কহে "শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন ?"
শ্রীপাদ কহে "তোমা সনে যাব বৃন্দাবন ॥"
প্রভু কহে "কতদূরে আছে বৃন্দাবন ?"
তিঁহো কহেন "কর এই যমুনা দর্শন ॥"
এত বলি তারে নিলা গঙ্গা-সন্নিধানে ।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে ॥
"অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন ।"
এত বলি যমুনারে করয়ে স্তবন ॥

★

তথা হি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৫।১৩) —
চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রব-ব্রহ্মগাত্রী ।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রীক্রিয়ান্নোবপুর্মিত্রপুত্রী ॥
[চিদানন্দপূর্ণ স্বরূপ নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরম প্রেমপত্নী, দ্রব ব্রহ্ম শরীরিনী । পাপনাশিনী জগৎ মঙ্গল কারিনী সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন ।]

★

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান ।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥
হেনকালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া ।
আইলা নতুন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা ॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি ।
আচার্য্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি ॥
"তুমি অদ্বৈত গোসাঞি হেথা কেনে আইলা ।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ॥"
আচার্য্য কহে "তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন ।"
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥
প্রভু কহে "নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা ।
গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা ॥"
আচার্য্য কহে "মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন ।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার ।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥
পশ্চিমে যমুনা বহে তাহা কৈলা স্নান ।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি কর শুষ্ক পরিধান ॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥
এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক ।
শুকারুখা ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক ॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর ।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥

অদ্বৈত ভবনে শ্রীচৈতন্য

শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন ।
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা ।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥
গৌরদেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল ।
অরুণ-বস্ত্র-কান্তি তাহে করে ঝলমল ॥
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান ।

লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন ।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥
নিত্যানন্দগোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া ।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হৈঞা ।

তথা হি পদম্ —

কি কহব রে সখি (আজুক) আনন্দ ওর ।
চিরদিনের মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন ।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুংকার গর্জ্জন ॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥
"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া ।
ঘরে পাইয়াছো এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥"
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন ।
প্রহরকে রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন ॥
প্রেমে উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহিক কৃষ্ণসঙ্গ ।
বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা ।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥

শ্রীচৈতন্য ও শচীদেবী

এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন ।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া ।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট-সমৃদ্ধ ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈতভবন ॥
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ।
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করি নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥
কান্দিয়া কহেন শচী, "বাছারে নিমাই ।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন ।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥"
কাঁদিয়া বলেন প্রভু, "শুন মোর আই ।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ॥
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥
তুমি যাহা কহ আমি তাঁহাই রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব ॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর ।
ভক্তগণে মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥

অদ্বৈত ভবনে উৎসব

আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয় ॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্পপুলকাশ্রু গদ্‌গদ প্রলয় ॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর।
হা হা করি বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে ॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হইয়া বিকল ॥
শ্রীনিবাস আদি-যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হইল সভাকার মন ॥
শুনি শচী সবাকারে করেন মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি ॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥
যাবৎ আচার্য্য গৃহে নিমাইর-অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিমু সভারে এই মাগো দান ॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
"মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সভার ॥
মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন ॥
"তোমা সভার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিব উদাস ॥
তোমা সভা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥
কেহ যেন এই বলে না করে নিন্দন।
সেই কর্ম কর যাতে রহে দুই ধর্ম ॥

নীলাচলে স্থিতি সিদ্ধান্ত

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচী-পাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন ॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা ॥
"তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।

লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর ।।
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন ।
গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন ।।
আপনার সুখ দুঃখ তাহা নাহি গণি ।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি ।।"
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন ।
বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ।।
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ।।
নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন ।।
"তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব ।
এক ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব ।।
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ।।
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন ।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা দিব দরশন ।।
এত বলি সভাকারে ঈষৎ হাসিয়া ।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ।।
সভা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন ।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন ।।
"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি ।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি ।।
মুঞি অধম না পাইমু তোমার দর্শন ।
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ?"
প্রভু কহে "কর তুমি দৈন্যসংবরণ ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ।।
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন ।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ।।

মহাপ্রভুর নীলাচলযাত্রা

তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া ।
"দিন দুই চারি রহ কৃপা ত' করিয়া ।।"
আচার্য্যবচন প্রভু না করে লঙ্ঘন ।
রহিলা অদ্বৈত গৃহে না কৈলা গমন ।।
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্তসব ।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ।।
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে ।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তনরঙ্গে ।।
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন ।
সুখে ভোজন করেন প্রভু লঞা ভক্তগণ ।।
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে ।
সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে ।।
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ ।
ভোজন করাঞা কৈল পূর্ণ নিজসুখ ।।
এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ মিলে ।
বঞ্চিলা কতেকদিন নানা কুতূহলে ।।
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে ।
"নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে ।।
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ।।
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন ।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ।।"
নিত্যানন্দগোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ।।
এই চারি জনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে ।

জননী-প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে ।।
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ।।
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা ।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছেত লাগিলা ।।
কতদূরে যাই প্রভুরে করি যোড় হাত ।
আচার্য্য প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত ।।
জননী প্রবোধি কর ভক্তসমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হইলে কারো না রহিবে প্রাণ ।।
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন ।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন ।।
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে ।।

নীলাচলে মহাপ্রভু

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ।।
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ।।
দৈবে সার্বভৌম তাহা করেন দর্শন ।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ।।
প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি সার্বভৌম হইলা বিস্মিত অপার ।।
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল ।
সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ।।
শিষ্য পড়িছা দ্বারে-প্রভু নিল বহাইয়া ।
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখিল শোয়াইয়া ।।

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ।।
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ।।
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার ।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ।।
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয় ।
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত যে সূদ্দীপ্তভাব হয় ।।
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ।।
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া ।
তাহাঁ শুনি লোক কহে অন্যোন্যে বাত ।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ।।
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে ।
সার্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেল ঘরে ।।
শুনি সভে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইল তথা গোপীনাথাচার্য্য ।।
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহো প্রভু-তত্ত্বজ্ঞাতা ।।
মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ।।
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার ।
তিঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ।।
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা আগমনে ।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ।।
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য্য কৈল

নমস্কার ।
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার ।।
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিঞা ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সভা লঞা ।।
আমা সব ছাড়ি আগে গেলা দরশনে ।
আমি সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ।।
অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু অনুমান কৈল ।।
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন ।।
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন ।
দৈবে সেইক্ষণে পাইলুঁ তোমার দর্শন ।।
চল সভে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি পাছে করিবে ঈশ্বর দর্শন ।।
এত শুনি গোপীনাথ সবাকারে লঞা ।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা ।।
সার্ব্বভৌমস্থানে গিয়া প্রভুরে দেখিলা ।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈলা ।।
সার্ব্বভৌমে জানাইঞা সবারে নিল অভ্যন্তরে ।
নিত্যানন্দগোসাঞিরে তিঁহ কৈল নমস্কারে ।।
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন ।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন ।।

সার্ব্বভৌমের আগ্রহ

গোপীনাথ আচার্য্যের কহে সার্ব্বভৌম ।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ।।
গোপীনাথ আচার্য্য কহে "নবদ্বীপে ঘর ।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর ।।
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইঁহো পুত্র ।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ।।"
সার্ব্বভৌম কহে "নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ।।
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি ।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি ।।"
পিতার সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা ।
প্রীতি হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ।।
"সহজেই পূজ্য তুমি আর ত' সন্ন্যাস ।
অতএব জানহ তুমি আমি নিজদাস ।।"
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ।
ভট্টাচার্য্য কহে কিছু বিনয়-বচন ।।
"তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা ।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ।।
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি ।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ।।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন ।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আপন পালন ।।
আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি ।
তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি ।।"

ভট্ট কহে "একলে তুমি না যাইহ
দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক
সনে॥"
প্রভু কহে "মন্দির-ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব॥"
গোপীনাথ আচার্য্যের কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে লইয়া করাইও দর্শন॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহে নির্জ্জন স্থান।
তাহা বাসা দেহ তবে সর্ব্বসমাধান॥"
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইলা লঞা॥
মুকুন্দ দত্ত লঞা আইল সার্ব্বভৌম
স্থানে।
সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে॥
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহুত প্রীতি বাঢ়ে ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহাঁর, শুনিতে হয় মন॥"
গোপীনাথ কহে "নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥"
সার্ব্বভৌম কহে, "এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় ইহেঁা হয়েন মধ্যম॥"
গোপীনাথ কহে "ইহাঁর নাহি
বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় কঠিন উপেক্ষা॥"
ভট্টাচার্য্য কহে" ইহাঁর প্রৌঢ়যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর আমি ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥

সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥
বেদান্ত পঢ়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ-ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা।
"বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ॥"
প্রভু কহে, "মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত' কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই
কহ॥"
সাত দিন পর্য্যন্ত করেন বেদান্ত শ্রবণে॥
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
"সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না
পারি॥"
প্রভু কহে, "মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥"
ভট্টাচার্য কহে "না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না
পারি॥"
প্রভু কহে "সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত' বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ, সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য-হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদপুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

★

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬/৬৭)
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং,
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥
[যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলে নির্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতি-ই আবার তাঁকে সবিশেষ বলে নিশ্চয় করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে উভয়বিধ শ্রুতি বিচার করলে, সবিশেষে বলাই বাহুল্যে বলবান হয়।]

★

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

★

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩২) –

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌক-
সাম্‌।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্‌।

[(ব্রহ্মা বললেন) কী ভাগ্য—কী ভাগ্য নন্দ গোপ ও ব্রজবাসিগণের পরমানন্দ পূর্ণ ব্রহ্মাসনাতন শ্রীকৃষ্ণ যাদের বন্ধু।]

★

অপাণি পাদ শ্রুতিবর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বগ্রহণ।।
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ।।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার।।
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়।।

★

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০১)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।

অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞন্যা তৃতীয়া শক্তি-
রিষ্যতে।।

[বিষ্ণু শক্তিকে পরা বলে, অপর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি। অপর একটি তৃতীয় শক্তি আছে, যাকে অভিহিত করা যায় অবিদ্যাকর্ম (মায়াশক্তি) নামে]

★

★

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্ব-
সংস্থিতৌ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ
বর্জ্জিতে।।

[হে ভগবান, তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ- এই ত্রিবিধ শক্তি সর্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। আর হ্লাদকারী, তাপকরী ও মিশ্রা এই তিনটি শক্তি। তুমি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ বর্জিত বলে তোমাতে নেই।]

★

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি।।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস।।
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ?
গীতাশাস্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে।।

সার্বভৌম উদ্ধার

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে "ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

★

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা
অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো
হরি॥

[অবিদ্যা গ্রন্থিহীন, আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত-ও সেই উরুক্রম শ্রীহরিকে ভক্তি করে থাকেন। এই রকম-ই হরির অপূর্ব্ব গুণরাশি।]

★

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে "শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥
প্রভু কহে "তুমি কি অর্থ কর তাহা
আগে শুনি।
আছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু
জানি॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্রমত উঠায় বিবিধ বিধান॥
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্রমত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
"ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে নাহি কারো
শক্তি॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য
প্রতিভায়।
ইহা বৈ শ্লোকের আছে আরো
অভিপ্রায়॥
ভট্টাচার্য্য-প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল॥
আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ-নিশ্চয়॥
তত্তৎপদপ্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া॥
ভগবান তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্যপ্রভাব তিনের না যায় কথন॥
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিন হরে সিদ্ধসাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহার প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥
ইহোঁ ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হইল মন॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥

দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥

শুনি প্রভু সুখে তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কাঁদে পড়ে প্রভুর পদ ধরি ॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥

দক্ষিণযাত্রা

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য-গীত কৈল ।

চৈত্র রহি কৈল সার্বভৌমবিমোচন।
বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করে সবে শ্রীহস্ত ধরিয়া ॥
তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি ॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥
এই সভা স্থানে মুঞি মাগো এই দানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসিব যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥"
বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল।
দাক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুখ।
বজ্র যেন মাথায় পড়ে শুকাইল মুখ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥
এক দুই সঙ্গে চলুক-কর হঠরঙ্গে।
যাঁরে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥
কৌপিন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র ॥
তোমার দুই হস্ত বন্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে ?
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ?
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে ॥"
তবে তাঁর বাক্য প্রভু কৈল অঙ্গীকারে।
তাঁহা সভা লঞা গেলা সার্বভৌমঘরে ॥

নমস্কারি সার্বভৌম আসন নিবেদিল।
সভাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল॥
তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্বভৌম॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈঞা।
পাশে কৃষ্ণদাস যায় পায় বস্ত্র লঞা॥

ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা।
আরদিন দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা॥
মত্তসিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্তন॥

তথা হি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে॥
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্॥
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথোদূর রহি তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥

রায় রামানন্দ মিলন

পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব-লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কথোদিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈলা তাঁহা স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি কৃষ্ণ করে প্রভু নামসংকীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তিঁহো স্নানতর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রাম রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্যশতসমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে "উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল "তুমি রায় রামানন্দ?"
তিঁহো কহে "সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥

তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি কৈল সংবরণ॥
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥
"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥"
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম।
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।

অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা ত'ার প্রেমাধীন ॥
ক'াহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক'াহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোরে দরশন তোমা বেদে নিষেধয় ॥
তোমার কৃপায় তোমারে করায়
নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার
মর্ম্ম ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহ'া আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥
মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪)
মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা
কচিৎ ॥
[হে ভগবান, দীন-চিত্ত গৃহিগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাদের গৃহে মহৎ ব্যক্তিবর্গের গমন হয়ে থাকে। অন্য কারণে কোথাও ত'াদের গমন হয় না।]

★

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥
আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥
প্রভু কহে "তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার' দ্রব হৈল মন ॥
অন্যের কি কথা মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥
এইমত দুহে স্তুতি করে দুহার গুণ।
দুহে দুহার দরশনে আনন্দিত মন ॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল ত'ারে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয়
মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিতে ॥
দিন প'াচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দে'াহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥
প্রভু যাই সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥

সাধ্য সাধন নির্ণয়

প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥

দণ্ডবৎ কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে॥
প্রভু কহে "পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

★

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৯)—
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্॥
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষ-
কারণম্॥

[পরম পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রম সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হয়ে থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি সাধনের অন্য কোন উপায় নেই।]

★

প্রভু কহে "এহো বাহ্য আগে কহ আর।"
রায় কহে "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্বসাধ্য-
সার॥

★

তথা হি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াম্ (৯।২৭) -
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি
যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম॥

[(শ্রীকৃষ্ণ বললেন) হে কৌন্তেয়, যা কিছু কর তুমি, যা কিছু খাও, হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর - সব কিছু আমাতে অর্পণ কর।]

প্রভু কহে "এহো বাহ্য আগে কহ আর।"
রায় কহে "স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২)—
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি
স্বকান্
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ
স চ সত্তমঃ॥

[(ভগবান উদ্ধবকে বললেন) ধর্মের গুণ ও অধর্মের দোষ জেনেও আমার আদিষ্ট সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করে যে আমাকে ভজনা করে, সে-ই সাধুশ্রেষ্ঠ।]

★

তথা হি ভগবদ্‌গীতায়াম্ (১৮।৬৭)
সর্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

[(শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন) সব ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব। শোক কোরো না]

প্রভু কহে "এহো বাহ্য আগে কহ আর।"
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

★

তথা হি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং (১৮।৫৪) —
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে
পরাম্॥

[((শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলেন) ব্রহ্ম-

স্বরূপপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন এই ব্যক্তি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করে।]

প্রভু কহে 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩) –

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি
ত্তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

[(ব্রহ্ম শ্রীভগবানকে বললেন) হে অজিত। তোমার স্বরূপাদি জ্ঞানলাভের কিছু মাত্র চেষ্টা না করে সাধুদের আশ্রমে বাস করেন যাঁরা, সাধুগণের উচ্চারিত তোমার ও তোমার ভক্তগণের কথা কান ভরে শোনেন, শ্রদ্ধাতে সৎ-জীবন যাপন করেন, সর্বথা দুর্লভ তুমি। তাঁদের কাছে সহজলভ্য হও।]

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ॥

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (১১।১৩)

নানোপচার কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ,
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা,
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥

[যে পর্যন্ত প্রচণ্ড ক্ষুধা ও প্রবল পিপাসা থাকে, সে পর্যন্ত-ই খাদ্য পানীয় যেমন সুখকর মনে হয়, তেমনি নানা উপাচার দিয়ে আর্তবন্ধু ভগবানের অর্চনা হলেও ভক্তের হৃদয় কেবল প্রেমানন্দেই গলিত হয়।]

★

তত্রৈব (১১।১৪)

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

[যদি কোথাও খুঁজে পাও, তাতে কৃষ্ণ ভক্তিরসে রসাচিত মন কিনে নাও। এর দাম শুধু লালসা পাবার জন্য গভীর কামনা। আর এই লোভ বা কামনা, কোটি জন্মের পুণ্য দিয়ে-ও পাওয়া যায় না।]

প্রভু কহে 'এহো হয় আগে কহ আর।'
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

★

তথা হি (ভা ৯।১৫।১৬)

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি
নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামব-
শিষ্যতে ॥

[(রাজা অম্বরীষকে বললেন দুর্বাসা ঋষি) যাঁর নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বপাপ মুক্ত নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? কিসের অভাব ?]

★

তথা হি যামুন মুনি বিরচিতে স্তোত্র রত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং,
প্রশান্ত নিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ,
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ।।

[হে নাথ, অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করতে পারব কবে ? কবে সব ছেড়ে তোমার নিত্যকিংকর হয়ে তোমাকেই সেবা করতে পারব ? আমার সনাম জীবনকে আনন্দিত করতে পারব ?]

প্রভু কহে 'এহো হয় আগে কহ আর ।'
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ।।

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।১৩) -

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সাদ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ।।

[(শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বললেন) জ্ঞানিগণের কাছে যিনি ব্রহ্মসুখানুভবের মতো আনন্দজনক, দাস্যভাবে ভজনকারীর কাছে পরম দেবতা, মায়াশ্রিত লোকের কাছে যিনি মানবশিশু—সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহু বহু পুণ্যের ফলে এই গোপপলকগণ সখ্যভাবে ক্রীড়া করেছেন ।]

প্রভু কহে এহোত্তম— আগে কহ আর ।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার ।

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৬)

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ।।

[(শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাজা পরীক্ষিৎ) হে ব্রহ্মণ, নন্দ কোন কর্মের ফলে কৃষ্ণের পিতা হবার মতো সৌভাগ্য পেয়েছিলেন ? আর ভগবান তাঁর স্তন-দুগ্ধ পান করেছিলেন এমন মহাভাগ্য-ই বা যশোদা পেলেন কী করে ?

★

তথা হি তত্রৈব (১০।৯।২০)

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ্য বিমুক্তিদাৎ ।।

[(শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন) মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যশোদা যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, তা ব্রহ্মা

পান নি, মহেশ্বর পান নি, এমন কি বিষ্ণুবক্ষস্থিতা লক্ষ্মীদেবী-ও লাভ করেন নি।]

প্রভু কহে "এহোত্তম আগে কহ আর।"
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬০)

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং
কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্‌ ॥

[(উদ্ধব বললেন) রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠ জড়িয়ে আলিঙ্গন করে যে প্রসাদ করেছিলেন, তা অন্য পরে কী কথা, কিন্তু বল বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী-ও লাভ করেন নি কিংবা পদ্মের মতো গন্ধতনু স্বর্গের অঙ্গনারা-ও লাভ করেন নি।]

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২) —

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বীসাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥

[(শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন) তাঁদের অর্থাৎ গোপীদের মধ্যে মদনের-ও মনোহারী রূপে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ — মুখ পদ্ম স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল, পরিধানে পীতবাস গলায় বনমালা।]

★

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে

★

স্থায়িভাবলহর্য্যাম্‌ (৫।২১)

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি
কস্যচিৎ ॥

(দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি উত্তরোত্তর স্বাদুতর হলে-ও, কোন কোন ব্যক্তির নিজস্ব বাসনা অনুসারে কোনো একটি তার কাছে সর্বাপেক্ষা স্বাদু হয়ে ওঠে।)

★

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে
বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥
[(ভগবান বলছেন) আমার প্রতি ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তি জীবকে অমৃতত্ব দান করে। আমাকে আপন করে নিতে পারে যে স্নেহ, তা তোমাদের আছে। এ তো পরম সৌভাগ্য।]

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ।।

তথা হি এসেছ্যায়াম গীতায়াম্ (৪।১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ
সর্ব্বশঃ ।।

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে ।। ৮।২৩

[(ভগবান অর্জুনকে বললেন) হে পার্থ, যে আমাকে যেমন ভাবে ভজনা করে, তাকে আমিই তেমনি ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। সর্বতোভাবে মানুষ—আমারই ভজন পথের অনুসরণ করে।]

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদবঃ প্রতিযাতু সাধুনা ।।

[(শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেবকে বলছেন) অনিন্দ্যভাবে মিলনপরায়ণা তোমাদের প্রেমের ধ্যান আমি দেবতাদের মতো আয়ু পেলেও শোধ করতে পারব না। কারণ দুশ্ছেদ্য গৃহশৃংখলা ছিন্ন করে আমাকে চেয়েছে তোমরা। তোমাদের প্রেমেই তা পরিশোধ হোক।]

★

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ।।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৬।৬)—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান
দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো
যথা ।।

[(স্বর্ণবর্ণ মনিগণের মধ্যে মহামারকত মণি যেমন শোভা পায়, সেই রূপমণ্ডলে সোনার বরণ ব্রজসুন্দরীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হতে কৃষ্ণবর্ণ ভগবান দেবকী সুত-ও তেমনি শোভা পেলেন।]

★

প্রভু কহে "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ।।"
রায় কহে "ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ।।
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ।।

★

তথা হি লঘু ভাগবতা মৃতে উত্তর
খণ্ডে (৪৫) পদ্মপুরাণ বচণম্

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবেকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা।।

[রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়স্থান। সব গোপীদের মধ্যে রাধাই সর্বাধিক প্রিয়া।]

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৪)
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।

[(গোপীরা কৃষ্ণের অন্বেষণ করতে করতে পরস্পরকে বললেন) এই গোপী নিশ্চয়-ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা দ্বারা প্রীত করেছেন। কেননা ভগবান আমাদেরকে ত্যাগ করে একে নিয়েই নির্জনে গিয়েছেন।]

★

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে।
চুরি করি রাধারে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে।।
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎকরে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ।
রায় কহে "তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা।।
গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া।।

★

তথা হি শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীজয়দেব বাক্যম্ (৩।১২)—
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গ বাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ।।

[শ্রীরাধাকে এদিকে-ওদিকে খুঁজে না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনে খুব অনুতাপ হলো। কামশরে কাতর হয়ে তিনি যমুনাতীরে কুঞ্জে বসে দুঃখ করতে লাগলেন।]

★

তথা হি তত্রৈব (৩।১।২)—
কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-
শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাভিলাষরূপ সম্যক সারভূত বাসনার দৃঢ়ী করণের শৃঙ্খলা রূপা হচ্ছেন শ্রীরাধা। কংসারি শ্রীকৃষ্ণও সেই রাধাকে বসে ধারণ করে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন।]

★

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি।।

শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে একমূর্ত্তি রহে রাধাপাশ ।।
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ।।

★

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-কথনে (৪।২)

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃস্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ।।

[প্রেমের গতিও সর্পের গমনের ন্যায় স্বভাবতই কুটিল। তাই, হেতু থাকলে বা না থাকলেও যুবক যুবতীর মনে মানের উদয় হয়।]

★

ক্রোধ দেখি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ।।
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা-বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ।।
তাহা বিনু রাসলীলা নহে ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ।।
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করে কাম বাণে খিন্ন হৈয়া ।।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ।।
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ।।
এবে জানিল সেব্যসাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয় ।।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ, রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ?
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে।
তোমা বিনা ইহা কেহো নিরূপিতে নারে ।।"
রায় কহে "ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে হেতু কহাও সেই কহি আমি বাণী ।।
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ?
হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ।।"
প্রভু কহে "মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ।।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল ।।
তেঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা ।।
তোমার স্থানে আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ।।
কিবা বিপ্র কিবা সন্ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ।।

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ।।
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ।।
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেঁহো রায়ের মন হৈল টলমল ।।
রায় কহে "আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ।।
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ।।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান ।।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ।।
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ ।।

★

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ।।

[শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি আদি আবার অনাদিও। কারণ তিনিই সকল কারণেরও কারণ গোবিন্দ।]

★

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ।।
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন ।।

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ।।

[গোপীদের মধ্যে মদনেরও মনোহারী-রূপে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ, মুখপদ্মে স্মিতহাসি, পরিধানে পীত বসন, গলায় বনমালা।]

★

নানা ভক্তের নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ।।

★

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলহর্য্যাম্ (১)—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ।।

[যাঁর পরমানন্দময় মূর্ত্তি শান্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয়, প্রসারণশীল কান্তি দ্বারা তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করেছেন যিনি। যিনি শ্যামা ও ললিতা সখীকে আত্মসাৎ করেছেন, এবং শ্রীরাধার প্রিয় যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন।]

★

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ।।

★

তথা হি গীতগোবিন্দে (১।১১)

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর

শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎ

সবম্ ।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ,

প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো

হরি ক্রীড়তি ।।

[হে সখি, অনুরঞ্জনের দ্বারা গোপী গণের আনন্দ বিধান করেছেন শ্রীহরি, নীলপদ্ম শ্রেণী থেকেও কোমল শ্যামল অঙ্গদ্বারা তাঁদের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব রচনা করেছেন তিনি। আর অসংকোচে তাঁদের সমস্ত অঙ্গদ্বারা প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে মূর্তিমান শৃঙ্গার রস স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করছেন ।]

★

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন ।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ।।

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।৫৮) —

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা,
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে ।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্,
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ।।

[(ভূমা পুরুষ বললেন) ধর্মবলীর জন্য পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন, তোমাদের দুজনের দর্শনের জন্যই আমি দ্বিজ নন্দনদেরকে আমার পুরে নিয়ে এসেছি। আবার তোমরা পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুরগণকে নিধন করে শীঘ্র আমার নিকটে প্রেরণ কর ।]

★

তত্রৈব (১০।১৬।৩৬) —

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে,
প্রাপ তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ।।

[(কালীয়নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে বলে ছিলেন) হে দেব যা লাভ করবার বাসনায় দেবী কমলা নিখিল কামনা ত্যাগ করে ধৃতব্রত হয়ে তপস্যা করেছিলেন সেই পদরেণু কী পুণ্যে যে কালীয়নাগ লাভ করল তা বুঝতে পারছি না ।]

★

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন ।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ।।

★

তথা হি ললিতমাধবে (৮।৩২)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ।।

[(মণিস্তম্ভে প্রতিবিম্বিত নিজের রূপ

মাধুর্য দেখে সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে উঠলেন) আহা, অননুভূতপূর্ব, চমৎকার শ্রেষ্ঠ — কী অনির্বচনীয় আমার এই মাধুর্য। এ রূপ দর্শন করে রাধার ন্যায় আমিও লুব্ধচিত্ত হয়েছি তা ভোগ করতে উৎসুক ও ইচ্ছুক ইত্যাদি।]

★

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে গুণ কহি রাধাতত্ত্বরূপ ॥

শ্রীরাধার স্বরূপ

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥

★

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথা
পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি
রিষ্যতে।

[বিষ্ণুশক্তিকে বলে পরা (অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি), আর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি (তটস্থা বা জীবশক্তি), অপর তৃতীয় শক্তিকে অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞা (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি) বলে।]

★

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

★

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা
সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জ্জিতে ॥

[(ধ্রুব ভগবানকে বললেন) হে ভগবান, তোমার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিন প্রকার শক্তি সর্বাধিষ্ঠানভূত একমাত্র তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকারী, তাপকারী ও মিশ্রা এই তিনটি শক্তি - গুণবর্জিত তোমাতে নেই।]

★

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

★

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ (২) -
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা
সর্ব্বথাধিকা।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥

[(শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী) এই দুজনের মধ্যে রাধিকা সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা, কারণ তিনি মহাভাব স্বরূপা ও অন্যান্য গুণেও শ্রেষ্ঠা ।]

★

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত ।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥

★

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭) -

আনন্দ চিন্ময়-রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

[আনন্দ চিন্ময় রস দ্বারা প্রভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, নিজের স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীরূপা, সেই ব্রজদেবীগণের সহিত গোলকেই বাস করেন যিনি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।]

★

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার ।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ।
ললিতাদি সখী যাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন ।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম ।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ।
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান ।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন ।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন ।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস ।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥
রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ।
সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি-ভূষিত ।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেমবৈচিত্র্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্যবয়স্থিতা সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥
কৃষ্ণনাম গুণযশ অবতংস কানে ।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর ।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥

★

তথা হি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১২২)

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,

কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।

জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেহস্যা,

বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উৎপত্তিস্থল কে ?— একা শ্রীমতী রাধিকা। কে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ? অনুপমগুণা শ্রীরাধা আর কেউ নয়। শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষু যুগলে তরলতা, স্তনে কঠিনতা। একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম—আর কেউ নয়।]

★

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমন জীব ছার ?

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥

★

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে প্রথম বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১২৩)

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥

[যে পুরুষ বিদগ্ধ, যিনি নবযুবক পরিহাস পটু ও নিশ্চিন্ত এবং যিনি প্রেয়সীর বশীভূত। তাঁকে ধীর ললিত নায়ক বলে।]

★

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোরবয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥

★

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে প্রথম বিভাবলহর্য্যাঃ (১।১২৪)

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥

[রাত্রিকালে রাধার সঙ্গে নানা রতিকলার কথা একদা সখীগণের সাক্ষাতে বলে

শ্রীমতীকে লজ্জায় সংকুচিত নেত্রা করে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ। পরে শ্রীরাধার স্তন যুগলে কেলি বর্দ্ধক নানা চিত্র অংকনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কুঞ্জে বিহার করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সকে সুফল করছেন।]

★

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥
যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় না কি হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।

★

তথাহি গীতম্

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছেন রীতি॥

★

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়ী ভাব কথনে (১১৬)—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে,
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী।

[(বৃন্দাদেবী - রাধাকৃষ্ণ কেলিতে শৃঙ্গার রসের কৃতিত্ব সম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দকে বলছেন) হে গিরি গোবর্দ্ধনে স্বচ্ছন্দ বিহারী কুঞ্জর সম কৃষ্ণ, শৃঙ্গার-রস বা কাম একজন কৃতী শিল্পী। রাধার আর তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে ক্রমে ক্রমে গলিয়ে ভেদ-মুছে এক করে দিয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড রূপ আট্টালিকার অভ্যন্তরে চিত্রিত করবার জন্য বহুল পরিমানে নবানুরাগ হিঙ্গুল মিশিয়ে অনুরঞ্জিত করেছেন।]

★

সাধনতত্ত্ব–সখী

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥
রায় কহে যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির?
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।

অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তারে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

★

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)—
বিভুরপি সুখরূপ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বা !
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্‌বিভূতীরিবেশঃ,
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥

[পরমেশ্বর বিভুত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট। কিন্তু তৎসত্ত্বে-ও তিনি যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টি লাভ করেন না, তেমনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব, অতি বৃহৎ অতি সুখ রূপ এবং স্বপ্রকাশ হয়েও নিজ সখী ব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টিকে ধারণ করে না। কাজেই কোন রসজ্ঞ ভক্ত এই রূপ সখীদের চরিতাশ্রয় না করবে ?]

★

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥

★

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৬)—
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ,
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥

[ব্রজরূপ কুমুদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চন্দ্রস্বরূপ। আর শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ যে প্রেম -- সেই প্রেমরূপ লতা হলেন শ্রীরাধা। সখীরা হলেন সেই রাধা লতার কিশলয়। পাতা-ফুল-ফল তুল্য, তথা শ্রীরাধার-ই সদৃশ্য-ও। তাই কৃষ্ণলীলামৃতরূপ জল থেকে যদি শ্রীরাধা সিক্ত এবং উল্লাসিত হন, মূল

যদি জলে সিক্ত হয়, তবে নিজেদের দেহে সেচক জনিত সুখ অপেক্ষা পত্র পুষ্পাদি তুল্য সখীরা যে শত গুণে সুখী হবেনা — তাতে আর বিচিত্র কী ?]

★

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায় ॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥

★

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব বিভাগে সাধন ভক্তি লহর্য্যাম্ (২।১৪৩)

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

[ব্রজগোপ রমণীগণের প্রেমই (স্বরূপতঃ কাম না হলেও) কাম এই খ্যাতি লাভ করেছে। এ জন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্ ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করেন]

★

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী ভাববর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯) —

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

[(রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হয়ে কৃষ্ণ বনে বনে কংকর কণ্টক পথে চলতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন মনে করে গোপীগণ বিলাপ করে বলছেন) হে প্রিয়। তোমার চরণ-কমল অতি কোমল। আর আমাদের স্তন কর্কশ কঠিন, তাই অতি ধীরে ধীরে তা বলে ধারণ করি আমরা। এমন কংকর কণ্টকাদি পূর্ণ বনে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেই কোমল চরণে কতো-ই ব্যথা না পাচ্ছ তুমি এই ভেবে আমাদের চিত্ত অতি ব্যাকুল হয়েছে। কারণ তুমিই তো আমাদের জীবন স্বরূপ।]

★

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন্ ॥

★

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২৩) —

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মু-
নয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজ-
সুধাঃ ।।

[(শ্রুতিগণ বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সংযম করে দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়মধ্যে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তোমার শত্রুগণ, তোমার অনিষ্ট চিন্তা নিরত করে করে সেই পদই প্রাপ্ত হয়। আর সর্ব্ব সদৃশ তোমার ভুজ যুগলের প্রতি আসক্ত হয়ে শ্রীরাধা প্রমুখ নিত্যকান্তাগণ তোমার চরণ সুধা রূপ চরণ যুগল সাক্ষাৎভাবে বলে ধারণ করেন। তাঁদের আনুগত্য অবলম্বন করে আমরাও তোমার পদপ্রাপ্ত হয়েছি।]

★

সমাদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
সম শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ।।

★

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।২১) —

নায়ং সুখাপো ভগবান দেহিনাং
গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

[(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন) এই গোপিকাসুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান ব্যক্তিগণের পক্ষে যেমন সুলভ, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে, দেহাভিমান শূন্য জ্ঞানীদিগের মধ্যে, এমন কি (ব্রহ্ম, শিব, লক্ষ্মী প্রমুখ) আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও ততটা অনায়াস লভ্য নয়।]

★

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ।।
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ।।
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ।।
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।।

★

তথা হি তত্রৈব (১০।৪৭।৬০) —

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্‌ ।।

[(উদ্ধব বললেন) রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ বাহু দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠ জড়িয়ে আলিঙ্গন করে যে প্রসাদ করেছিলেন,— তা অন্যে পরে কী কথা — রিক্ত বক্ষ বিলাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নি কিংবা পদ্মসম গন্ধতনু

সুরাঙ্গনারাও লাভ করেন নি।]

★

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজন গলাগলি করেন ক্রন্দন॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ কহে কিছু মিনতি করিয়া॥
"মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইঁহা আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥"
প্রভু কহে "আইলাম শুনি তোমার গুণ!
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের সীমা॥
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥
নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥

প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী

অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হইয়া॥
প্রভু কহে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥
প্রভু কহে "কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?"
রায় কহে "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি॥
গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম্ম?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ?
কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?

শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥
মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার

স্থাবর দেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিত ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥
এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিল বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥

রসরাজ-মহাভাব

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপাদ ধরি রায় করে নিবেদন ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

[সৃষ্টি বস্তু মাত্রেই তিনি আছেন বলে তাদেরকে চেনা যায়, মিথ্যাতে তিনি নেই বলে তা চেনা যায় না এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; অন্তর্যামী রূপে বেদকে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেছেন যিনি জ্ঞানীদেরও মোহ জন্মে যাঁর কথা ভাবতে গিয়ে , মরুভূমিতে দূরের বালুকে জল মনে হয়, অনেক সময় মনে হয় কাচকেও -- এই যে মাটি জলাদিকে একটিকে অন্যটি বলে মনে হওয়া ঠিক এই রকমই হল তিন রকমের সৃষ্টি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণ-ত্রয়ের সৃষ্টি ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা বস্তুতঃ মিথ্যে হ'য়ে সত্য বলে মনে হয় যাঁর প্রভাবে ; নিজের তেজ প্রভাবে মায়াকে দূর করে মায়াতীত সত্যস্বরূপকে প্রকাশ করেন যিনি তাঁকে সেই সত্য স্বরূপকে ধ্যান করি।]

★

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ ॥

তোমার সম্মুখে দেখো কাঞ্চন-
পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ
ঢাকা।।
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন।।
এইমত তোমা দেখে হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার।।
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।।
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।।
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি।।

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫)—
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
[(হরি বললেন) সর্ব্বভূতে নিজের উপাস্য ভগবানকে দেখতে পান যিনি এবং শ্রীভগবানের মধ্যেও সব কিছু দেখতে পান—তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।]

★

তথাহি তত্রৈব (১০।৩৫।৫)—
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম।।
[(ব্রজগোপীরা বললেন) ভগবান তাদের মধ্যে আছেন এই জ্ঞানে যেন বৃক্ষ ও বনলতাগুলি ফুলেফল ভারে নম্র হয়েছে এবং সে কথা প্রকাশ করবার জন্য মধু-ধারা বর্ষণ করছে।]

★

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়।
রায় কহে "প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।।
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।।
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।।
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার?
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।।
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে।।
প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন।
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনজন।
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে।।
গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে

অন্যজন ।।
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন ।
তবে নিজমাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ।।
তোমার ঠাঁঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ।।
গুপ্তে রাখিহ কাহাঁ না করিহ প্রকাশ ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস ।।
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল ।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ।।
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ।।
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার ।
অনেক কহিল তার না পাইল পার ।।
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্নচিন্তামণি ।
কেহো যেন পোঁতা কাঁহা পায় একখানি ।।
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তমবস্তু পায় ।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রাম রায় ।।
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা ।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ।।
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্প-কালে ।।
দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে ।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ।।
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন ।
তাঁর ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ।।
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্ ।
তারে নমস্করি তবে করিলা প্রয়াণ ।।
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত ।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত ।।
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ।।
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন ।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ।।
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপূর ।
রামানন্দ-চরিত তাহে খণ্ড প্রচুর ।।
রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন ।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন ।।
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ।
রসতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে ।
প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে ।।
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হইতে ।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিও চিতে ।।
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর ।।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ।।
রামানন্দ-রায়ে মোর কোটি নমস্কার ।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ।।
দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে ।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে ।।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।।

খাণ্ডবাক্ষে-পতিতা উদ্ধার

খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে।
প্রভুর সহিত যাই খাণ্ডবা দেখিতে ॥
যে শরীর বিবাহ না হয় নানা বাদে।
তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা প্রসাদে ॥
খাণ্ডবার কাছে কন্যা পিতা মাতা আনি।
খাণ্ডবারে কন্যা দেয় বহু ভক্তি মানি ॥
দরিদ্র পিতার কন্যা এখানে থাকিয়া।
খাণ্ডবার সেবা করে আদব করিয়া ॥
খাণ্ডবারে পতি ভাবি কত শত নারী।
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিখারী ॥
প্রতারিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে।
বেশ্যাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে ॥
খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কর্ম করে।
তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে ॥
তীর্থ করিবারে হেথা আসে বহুজন।
কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন ॥
এইস্থানে আসে কত দরিদ্র কুমারী।
বিয়া করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী ॥
ইহা শুনি দেখিবারে প্রভু নারীগণে।
উপস্থিত হইলা তথা অতি সঙ্গোপনে ॥
ইহাদের ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া।
প্রভুর হইল দয়া মুরারি দেখিয়া ॥
মুরারি গণের দুঃখ শুনিলে শ্রবণে।
দয়া উপজয়ে অতি নিঠুরের মনে ॥
কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারি করে আপন কুমারী।
এই বাক্য শুনি প্রভু যত নারীগণে।
উদ্ধার করিতে যায় মুরারি প্রাঙ্গণে ॥
মুহি চলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই।
না শুনিলা মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই ॥
মুরারি পল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া ॥
রমণীগণের দুঃখ সহিতে না পারি।
উদ্ধার করিতে চাহে যতেক মুরারি ॥
আশ্চর্য, প্রভুর ভাব শুনি নিজ কানে।
ক্রমে ক্রমে বহু নারী আসে সেই স্থানে ॥
নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম ॥
বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি ॥
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ।
কাত্যায়নী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধ মন ॥
কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তি ভরে।
সর্বদা বলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে ॥
ব্রত বলি প্রভু মোর নাম আরম্ভিল।
অমনি তাঁহার দেহ পুলকে পূরিল ॥
দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণে।
পূজিতে লাগিল সবে প্রভুর চরণ ॥
প্রভু বলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে।
নিতান্ত অস্পৃশ্য মুহি ছুঁওনা আমারে ॥
ভক্তি করি হরি বল ঘুচিবেক তাপ।
নাম বলে ভস্ম হবে সকলের পাপ ॥

না বুঝিয়া যেই জন পাপে মগ্ন হয়।
হরি নাম বলে তার পাপ হয় যায় ॥

চোরবন্দীর দস্যু উদ্ধার

চোরবন্দী বনে বহু ডাকাতের বাস।
সেখানে যাইতে কেন কর অভিলাষ ॥
প্রভু বলে যাব মুহি চোরবন্দী বন।
চোরবন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন ॥
গ্রাম্যলোক বলে সেথা না যাও সন্ন্যাসী।
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি ॥
বহু চোর বহু দস্যু থাকে সেই স্থানে।
জীবন সংশয় হবে যাইলে সেখানে ॥
প্রভু বলে কিবা মোর লবে দস্যুগণ।
এখনি সেখানে মুহি করিব গমন ॥
রাম স্বামী বলে প্রভু চোরবন্দী বন।
কোন তীর্থ নহে সেথা কিবা প্রয়োজন ॥
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন ॥
প্রভু বলে ভয় নাহি কর রাম স্বামী।
হরি নামে দস্যুগণে মাতাইব আমি ॥
এত বলি প্রভু চোরবন্দীতে চলিল।
চোরবন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল ॥
এই স্থানে আড্ডা করি বহু দুষ্টজন।
ডাকাতি করিয়া করে জীবন যাপন ॥
একজন লোক আসি কাই মাই করি।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥
তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমজিয়া।
কাই মাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া ॥
সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।
ইতি উতি তাকাইয়া বনে প্রবেশিল ॥
নারোজী নামেতে এক মহা বলবান।
অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান ॥
দুই চারিজন ক্রমে আসি দেখা দিলা।
সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিয়া ॥
নারোজী বলিলা তুমি চল মোর স্থানে।
আজিকার রজনীতে থাকিবে সেখানে ॥
নারোজীর কথা শুনি প্রভু তবে বলে।
রাত্রি কাটাইব আজি থাকি বৃক্ষতলে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য নারোজী শ্রবণে।
ভিক্ষা আনি দিতে বলে দুই চারিজনে ॥
নারোজীর কথা শুনি ছুটিল সবাই।
যোগাসনে হরিনামে বসিলা নিমাই ॥
কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল।
কেহ দুগ্ধ কেহ ঘৃত কেহ ফলমূল ॥
রাশি রাশি খাদ্য আনি এরা যোগাইল।
বহু খাদ্য দেখে মোর লালসা বাড়িল ॥
বহু দেশ ভ্রমিলাম প্রভুর সহিতে।
এত খাদ্য কোন স্থানে না পাই দেখিতে ॥
নানা দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক ঘেরি।
দাঁড়াইলা নারোজীর লোক সারি সারি ॥
হরিনাম করিতে করিতে প্রভু মোর।
সেই কালে কৃষ্ণ প্রেমে হইলা বিভোর ॥
কোথা রহে দুগ্ধ চিনি কোথায় তণ্ডুল।
পদস্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হইল ফলমূল ॥
দুই চারিজন বলে কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্য রাশি ॥

নারোজী পাইলা প্রভু দেখি পাইয়েন ।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁদে কেন ।।
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে ।
আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপিন পরিতে ।।
কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাঁদে ।
আমি কি দিলাম পদ সন্ন্যাসীর কাঁদে ।।
নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয় ।
পুনঃ যোগাইব আনি এই দ্রব্য চয় ।।
এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারোজী আপনি ।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা গুণমণি ।।
প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রুধারা বহে ।
পুতুলের প্রায় সবে দাঁড়াইয়া রহে ।।
এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতের দল ।
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্থান ।।
অপরাহ্ন কালে মোর গোরা গুণমণি ।
প্রেমে মূর্ছিত হয়ে পড়িলা ধরনী ।
প্রেমে গদগদ তনু ধূলায় ধূসর ।
অশ্রুধারা হৃদয়েতে পড়ে দর দর ।।
কাঁদিয়া নারোজী বলে নাহি সন্ন্যাসী ।
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি ।।
দেখিয়া তোমার ভাব যে মোর মনে ।
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে ।।
ষাটিবর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার ।
পাপ কার্য না করিব ছাড়িব সংসার ।।
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণ তনয় ।
মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয় ।।
পুত্র কন্যা নাহি মোর নাহিক সংসার ।
তবে কেন পাপ কর্ম করি আমি আর ।।

উদর পোষণ জন্য দৈন্য ভিক্ষা দিলে ।
তবে কেন থাকি মুঞি দস্যুসহ মিলে ।।
বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্মের প্রতি ।
আর না রহিব মুঞি দস্যুদলপতি ।
এত বলি নারোজী ফুলের প্রতি ভয় ।।
অস্ত্র শস্ত্র সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায় ।।
প্রভু কহে নারোজী আমার কথা শুন ।
আর কত কহিব তোমারে পুনঃ পুনঃ ।।
কৌপিন পরিয়া কর লজ্জা নিবারণ ।
মাগিয়া যাচিয়া কর উদর পোষণ ।।
কাহার লাগিয়া অর্থ করহ সঞ্চয় ।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয় ।।
এক মুষ্টি অন্নে যদি দেহ রক্ষা হয় ।
তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয় ।।
অঞ্জলি পাত্রেতে পিয় ঝরণার জল ।
বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া কিবা ফল ।।
কুবের সমান যত আছে ধনীগণ ।
একদিন প্রেতপুরে করিবে গমন ।।
যে পথে দরিদ্র যাবে এ দেহ ত্যজিয়া ।
অবশ্য সম্রাট যাবে সেই পথ দিয়া ।
আমার আমার করি বৃথা কেন মর ।
প্রেমভক্তি সহ ভাই হরিনাম কর ।।
এই উপদেশ শুনি নারোজী ব্রাহ্মণ ।
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন ।।
নারোজী কহিলা সব তীর্থ দেখাইব ।
তীর্থে তীর্থে আপনার পিছনে যাইব ।।
এতদিন চক্ষু অন্ধ ছিল বাসিয়াছিনু ভ্রম ।
আজি হইতে অস্ত্র শস্ত্র ফেলিলাম জলে ।

এই মহান্তে কত নরহত্যা করিয়াছি।
এই ব্যহ্বে কত জনে কন্ট দিয়াছি ॥
আর না রহিব মুহি ডাকাতের পতি।
কি দশা দেখালে মোরে অবাক্তর গতি ॥
মন্দের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া।
পাপে দেহ জন্ম জর না দেখি ভাবিয়া ॥
এত বলি দস্যুপতি সব তেয়াগিয়া।
চলিলা প্রভুর সঙ্গে কৌপিন পরিয়া ॥

দ্বারকায় মহাপ্রভু

প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই।
সেইখানে গিয়া কুম্ভ দেখিবারে পাই ॥
এই কুম্ভ কাটি যদুপতি যজ্ঞ করে।
সেই যজ্ঞে যদুগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
সেইখানে সত্যভামা করি কাম্যবন।
মাঝে মাঝে কৃষ্ণসহ করি আগমন ॥
পরম আনন্দে বাস করিতেন সতী।
সেই স্থান দেখিয়া গৌরাঙ্গ মহামতি ॥
কাঁদিয়া উঠিলা প্রভু করিয়া চিৎকার।
ফুকারি ফুকারি প্রভু কাঁদে অনিবার ॥
ক্রমে দলজন পান্ডী আসিয়া জুটিল।
একে একে সব স্থান দেখাতে লাগিল ॥
এইখানে ইষ্ট গোষ্ঠী তিন দিন করি।
যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরী ॥
প্রভাসেতে আর তীর্থ দেখিবার নাই।
পহিলা আশ্বিনে মোরা দ্বারকায় যাই ॥
কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে প্রভু যায়।
সমুদ্রের ধারে ধারে যাই দ্বারকায় ॥

সাগরের খাড়ি পার করিদিল পাড়ি।
পার হইতে হইবেক দাঁড়ার উপরে ॥
দাঁড়ার উপর দিয়া দ্বারকায় যাই।
রৈবতক নামে গিরি দেখিবারে পাই ॥
ভাবে ঢুলুঢুলু গোরা পর্বত দেখিয়া।
মুচকি মুচকি প্রভু উঠিল হাসিয়া ॥
কি যেন করিয়া মনে প্রফুল্ল বয়ানে।
মহাপ্রভু হাসিয়া চাহিলা মোর পানে ॥
মোর পানে চেয়ে বলে দ্বারকায় গিয়া।
চরিতার্থ হও সবে প্রণাম করিয়া ॥
সব অঙ্গে মাখ রজঃ অতি ভক্তি করি।
দেখিলে পুণ্যের ফলে দ্বারকা নগরী ॥
পূর্ব পূর্ব জনমের সুকৃতের বলে।
দ্বারকা নগরী আজি দেখিলা সকলে ॥
এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল।
গোরার আনন্দ কূপ উথলি উঠিল ॥
হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে।
ক্রমে উঠরিয়া প্রভু হেলিতে দুলিতে ॥
ভাবসিন্ধু উথলিল মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া।
কার সাধ্য রাখে আর প্রভুরে ধরিয়া ॥
উলটি পালটি পড়ে পৃথিবী উপরে।
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
নয়ন কাটিয়া যেন অশ্রু বাহিরিল ॥
কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি।
অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারবতী স্থলী ॥
সব এলোমেলো জটা খসিয়া পড়িল।
অতি উচ্চরবে গোরা কাঁদিয়া উঠিল ॥

কি কব ভাবের কথা কহনে না যায়।
বার বার কৃষ্ণ বলি প্রভু ফুকরায়॥
দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা।
অমনি দ্বিগুণে ভাবে আনন্দে মাতিলা॥
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর।
উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর॥
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলুঢুলু চায়।
দ্বারকাধীশের আগে ধরণী লোটায়॥
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া।
ফুলে ফুলে কাঁদে মোর গোরা বিনোদিয়া॥
নয়ন মুদিয়া প্রভু অন্তরেতে চায়।
অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায়॥
কখন বা ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া রহে।
নয়ন হইতে অশ্রু দরদর বহে॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল।
এক দৃষ্টে তার প্রতি চাহিয়া রহিল॥
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে তিনবার।
নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোরা বিনোদিয়া।
তাহা দেখি ভর্গদেব পড়ে লোটাইয়া॥
দ্বারকার মধ্যে ক্রমে হৈল জানাজানি।
সকলে প্রভুর কথা করে কাণাকাণি॥
কেহ বলে সন্ন্যাসী দেখিতে চল ভাই।
এমন সন্ন্যাসী কেহ কভু দেখে নাই॥
কি কব ইহার কথা কহনে না যায়।
এমন সন্ন্যাসী বুঝি না আছে ধরায়॥
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই।
সন্ন্যাসীর রূপে-বেশে বলি হারি যাই॥
দেখিলে তাহারে ভক্তি উপজয়ে মনে।
অশ্রু আসি দেখা দেয় আপনি নয়নে॥
ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাই।
বন্ধন কাটয়ে তারে দেখ যদি ভাই॥
দেখিলে সংসারে আর নাহি থাকে রুচি।
সেরূপ দেখিলে পাপী যে সদ্য শুচি॥
এমন দয়াল আর নাহি দেখা যায়।
দয়া করে হরিনাম সকলে বিলায়॥
মাথা ভরা জটা পরিধানে বহির্বাস।
দেখিলে তাহার রূপ পূরে অভিলাষ॥
ঈশ্বরের অবতার দেখে বোধ হয়।
ভক্তিরসে পূর্ণ সদা তাহার হৃদয়॥
ভাবাবেশে সদা মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
মাতাইয়া তুলিয়াছে দ্বারকা নিবাসী॥
কাম নাই ক্রোধ নাই নাই অভিলাষ।
দ্বারকাধীশের প্রতি অটুট বিশ্বাস॥
হরিনাম দান করে পাপীরে ডাকিয়া।
তাহাকে দেখিলে চিত্ত উঠে তপাসিয়া॥
এক পক্ষ দ্বারকায় থাকি গোরা রায়।
দ্বারকাপতির কাছে নিত্য আসে যায়॥
নিত্য গিয়া দরশন করে প্রাণ ভরি।
ভক্তিরসে মাতাইলা দ্বারকানগরী॥

গুণ্ডিচা মার্জন সেবা

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্তন রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।

তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥
এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল ॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল
ডাকিয়া ॥
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন সেবা মাগি নিল ॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
বিশেষ রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমারে।
যে প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে ॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন ॥
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে ॥
তবে একশত ঘট শত সমার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি ॥
আর দিন-প্রভাতে প্রভু লইঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সভার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥
শ্রীহস্তে সভারে দিল এক এক মার্জ্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥
গুণ্ডিচা মন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মাজ্জি চারিভিত সে শোধিল ॥
ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥

চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে ॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম ॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কঁহো কঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥
ভোগমণ্ডল শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥
তৃণ ধূলি ঝিকঁর সব একত্র করিয়া।
বহি বাসে করি ফেলায় বাহির লইঞা ॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥
সবার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥
সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর ॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু-আগে দিল ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
উর্দ্ধ-অধো-ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন ॥

খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জল ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥

রথাগ্রে নৃত্য

রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হৈঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে॥
তবে মহাপ্রভু সব লৈঞা নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্যচন্দন॥
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহার হইল আনন্দ॥
কীর্ত্তনীয়া-গণে দিলা মাল্যচন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন॥
চারি সম্প্রদায় হইল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক করি হইল অষ্ট জন॥
তবে মহাপ্রভু মনে-বিচার করিঞা।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিঞা॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বর।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপে প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ।
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
হরিধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈলা পাগল॥
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্যরঙ্গে।

ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥
শ্রীবাস রমাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হইল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায় ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমেষনেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥
সুভদ্রা বলরামের হৃদয় উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল
হাস ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল ॥
মাংস-ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥

সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ জজ গগ' গদ্গদবচন ॥
জলযন্ত্রধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম ॥
কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠ সম হস্ত-পদ না চলয় ॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণক্ষীণ ॥
কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে যেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥
সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তিঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কথোক্ষণ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা
দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল ॥
তথা হি পদম্ —
সেই ত' পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ ॥ ধ্রু ॥
এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে ॥

জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্ত-যুগে করে গীতের অভিনয়॥
গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয়
স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
স্বরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥

মহাপ্রভু ও প্রতাপরুদ্র

এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেন কালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥
সার্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একেলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈঞা।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিঞা॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসংবাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
জয়তি তেঽধিকং অধ্যায় করয়ে পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বোল বোলা' বলি উচ্চ বলে বার বার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে
পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
"তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু
আলিঙ্গন॥"
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৯)—
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
[(গোপীগণ বললেন, হে কৃষ্ণ) তাপিত লোকের জীবনের মতো, কবিকুল দ্বারা গীত, পাপনাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্বোত্তম, সর্বব্যাপক তোমার অমৃতময়ী কথা — যাঁরা কীর্তন করেন তাঁরা ভূরিদা, তাঁদের দান-ই শ্রেষ্ঠ]

★

ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন্ জন?
পূর্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল॥
প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥"
রাজা কহে "আমি তোমার দাসের
অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥"
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
"কাঁহা না কহিও ইহা" নিষেধ করিল॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।

অন্তরে সব জানেন প্রভু বাহিরে উদাস।
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন।।
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা।।
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এই ত' প্রমাণ।।
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম।।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ।।
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর কর্ত্তব্য আমার সাধন।।
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা নামসংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।।
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন।।
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে।।
বর্ষান্তরে পুনঃ তাহা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল।।
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।।
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।।
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা।।
স্বরূপ সহিতে তার হয় সখ্য-প্রীতি।
দুই জনার কৃষ্ণ কথা একত্রই স্থিতি।।
গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল।।
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন।।
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিঞা।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিঞা হাসিঞা।।
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।।
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন।।
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ।।

মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রা

এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে।।
পঞ্চম বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিল গৌড়ে চলিলা।।
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে।।
"বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন।।
অবশ্য বলিব দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহে বিনা মোর নাহি অন্য গতি।।

গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয় ।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময় ।।
গৌড়দেশদিয়া যাব তা সবা দেখিঞা ।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইঞা ।।"
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয় ।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ।।
দোঁহে কহে "এবে বর্ষা চলিতে নারিবা ।
বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য যাইবা ।।
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান ।
বিজয়া-দশমী দিনে করিল পয়াণ ।।
গোসাঞিঃ কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন ।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ।।
যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটিসংখ্য লোক ।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ।।
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে
চলিতে ।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ।।

রামকেলিতে মহাপ্রভু

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম ।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম ।।
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে
চরণ ।।
গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া ।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া ।।
বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয় ।
সেই ত' গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ।।
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন ।
আপন ইচ্ছায় বুলেন যাঁহা উঁহার মন ।।
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল ।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ।।
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন ।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ।।
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি ।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় আরো
হানি ।।
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ।
চলিবার তরে প্রভুকে পাঠাইল কহিয়া ।
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ।।
গোসাঞির মহিমা তিঁহো লাগিলা
কহিতে ।।
যে তোমারে রাজ্য দিলা তোমার
গোঁসায়া ।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল
আসিয়া ।।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয় ।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে
জয় ।।
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন ।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণুঅংশসম ।।
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয়
জ্ঞান ।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ ।।
রাজা কহে শুন মোর মনে হেন লয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয় ।।

এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইল প্রভুর স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥
তাঁহা দুই জনে জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপসাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
দৈন্য-রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥
নীচজাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি
লাজ ॥

★

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১৫)
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ
কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম ॥
[আমার মতো পাপী নেই কেউ—
অপরাধী-ও নেই একজন। হে পুরুষো-
ত্তম, কী আর বলব আমি, 'আমাকে
ক্ষমা কর' এ কথা বলতে-ও লজ্জা
হচ্ছে।]

★

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥
ব্রাহ্মণজাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কূর্পর ॥
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী মোরা দুই জন ॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি
ম্লেচ্ছকর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥

★

তথা হি যামুন মুনি বিরচিতে স্তোত্র রত্নে (৫০)

না মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥

[হে নাথ, সকলের আগে আমার একটি নিবেদন আছে, শোন। এ কথা মিথ্যা নয়, যথার্থ। যদি আমাকে দয়া না কর তুমি, তোমার দয়ার পাত্র দুর্লভ হবে।]

★

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে ॥

★

তথাহি যামুন মুনি বিরচিতে স্তোত্র রত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং,
প্রশান্ত-নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্য-কিঙ্করঃ,
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥

[হে নাথ, সর্বদা তোমারই সেবা করে করে সমস্ত বিষয় বাসনা দূরে করব ? একান্ত ভাবে তোমারই নিত্যদাস হব কবে ? এ ভাবে কবে আমি জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারব ?]

★

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীরখাস ।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন ।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥
তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রীদ্বারে।
শিখাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে ॥

★

তথাহি শিলা শ্লোকঃ

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥

[পরপুরুষে আসক্ত কুলরমণী, নানা গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও, মনে মনে পূর্বাস্বাদিত পরপুরুষের সঙ্গে নব সঙ্গম সুখ আস্বাদন করে।]

★

গৌড় নিকট আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলিগ্রামে ॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।

যবন যাহে তুমি কিছু না করিহ মনে ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিংকর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে ॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে ॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি ॥
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলনসময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবনযাত্রার এ নহে পরিপাটী ॥
যদ্যপি বস্তুত প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক লীলা লোক চেষ্টাময় ॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥
প্রভাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা ॥
সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
"সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে" কৈল সনাতন ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হৈবে রসভঙ্গে ॥
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাইব বলি চলিলা গৌরহরি ॥

শ্রীবৃন্দাবনের পথে

শরৎকাল আইল প্রভু চলিতে কৈল মতি।
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একলা চলিব সঙ্গে কাহো না লইব ॥
কেহো যদি সঙ্গে মেলে উঠি পাছে ধায়।
সভারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায় ॥
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবে না মানিবে দুঃখ।
তোমা সবার সুখে, পথে হবে মোর সুখ ॥
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দুঁহার শুন এক নিবেদন।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে এখন ॥
আমা সভার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয় ॥

উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র
বহি ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন ॥
প্রভু কহে "নিজ সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজন লৈলে অন্যের মনে দুঃখ হইব ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন ॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু
আর্য্য ॥
প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড়
হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥
ইহার সঙ্গেতে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য ॥
ইহেঁা সঙ্গে লহ যদি হয় সভার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নহে কোন দুখ ॥
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি লৈল ॥
পূর্ব্ব-রাত্রে জগন্নাথের আজ্ঞা লইয়া।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥
গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিন্ন প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সভার উদ্ধার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার?
বন দেখি হয় ভ্রম এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মানে প্রভু এই গোবর্দ্ধন ॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে
কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে
কান্দি ॥

কাশীগ্রামে

এইমত নানা সুখে চলি আইলা কাশী।
মণিকর্ণিকায় স্নান কৈল মধ্যাহ্নে আসি ॥
সেকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥
প্রভু লৈঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণে ॥
ঘরে লৈয়া আইলা প্রভুরে আনন্দিত
হৈয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যবশ।
ইচ্ছা নাহি তবু কাশীতে রহিলা দিন দশ ॥

প্রয়াগে মথুরায়

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।
মাধব দেখিয়া তাঁহা কৈল নৃত্য গান।।
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তেব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া।।
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নিস্তারিলা।।
মথুরা চলিতে পথে যাঁহা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়।।
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা।।
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন।।
মথুরা নিকট আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।।
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম।।
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখ লোকে চমৎকার।।
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।।
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কুলাকুলি।
'হরি কৃষ্ণ কহ' দুঁহে বলে বাহু তুলি।।
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি।।
যমুনার চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান।।
স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিলা সকল।।

শ্রীবৃন্দাবনে

বন দেখিবারে যদি প্রভু মন কৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি লৈল।।
মধু তাল কুমুদ বহুলা বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।।
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া।।
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভীগণ চাটে প্রভুর অঙ্গে।।
বৃক্ষডালে শুকসারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন।।
শুকসারিকা প্রভু হাতে উড়ি পড়ে।
পভুকে শুনাইয়া কৃষ্ণগুণশ্লোক পড়ে।।
শুকসারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে।।
ময়ূরকণ্ঠ দেখি কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা।।
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইমত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুসন্তর্পণ।।
আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।

জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ।।
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণ নাম কহে উচ্চ করি ।
চেতন পাইয়া প্রভু যায় গড়াগড়ি ।।
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল ।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভুর সুস্থ কৈল ।।
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গর গর মন ।
বোল বোল বুলি উঠি করেন নর্ত্তন ।।
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায় ।
নাচিতে নাচিতে প্রভু পথে চলি যায় ।।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত ।
প্রভুর রক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য চিন্তিত ।।
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন ।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ ।।
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা দর্শনে ।
লক্ষগুণ প্রেম হৈল ভ্রমে যবে বনে ।।
অন্যদেশে প্রেম উথলে বৃন্দাবন নামে ।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ।।
প্রেমে গর গর মন রাত্রি-দিবসে ।
স্নানভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ।।
এইমত প্রেমে যাবৎ ভ্রমিলা বারো বন ।
একত্র লিখিল সব না যায় বর্ণন ।।
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার ।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ।।
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
আরিট গ্রামে আসি বাহ্য হৈল
আচম্বিতে ।।
আরিটে রাধাকুণ্ডবার্ত্তা পুছে লোকস্থানে ।
কেহ নাহি কহে সেই ব্রাহ্মণ নাহি জানে ।।
তীর্থলোপ জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ।
দুই ধান্য-ক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ।।
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন ।
প্রভু প্রেমে করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ।।
সর্ব্বগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ।।
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল ।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু
লৈল ।।
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ সরোবর ।
তাহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল ।।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হৈল উনমত ।।
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম ।
হরিদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ।।
গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান ।
তথো শুনিল গোপাল গেলা গাঠুলিগ্রাম ।।
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন ।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ।।
এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা ।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্ব-মন্দিরে গেলা ।।
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি ।
আনন্দে কোলাহলে লোক বলে হরি হরি ।।
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল ।।
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন ।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ।।
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লঞা ।

বসিল সভায় পথ পরিশ্রান্ত দেখিয়া ॥
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
দেখি মহাপ্রভুর অতি উল্লাসিত মন ॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল ॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ
হৈলা ॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইঞা ॥
তবে সেই পাঠান চারিজনেরে বান্ধিলা।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে
লাগিলা ॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়ে মুখে বড় দঢ় ॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমায় পাদেশার
দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদারপাশ যাই ॥
এ যতি আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাদেশাহীর আগে পাছে আমার শতজন ॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত' মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব হইব সংবিত ॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥

হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্ধ্ববাহু করি ॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে সেই লোক কহে পীর ॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্বিশেষে ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠায়া ॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তা'র শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিলা খণ্ডন ॥
যেই যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহা স্তব্ধ হৈল ॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয় ॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধনবস্তু নারি নির্ধারিতে ॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
'আমি বড় জ্ঞানী' এই গেল অভিমান ॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥
প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥
'কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ' কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥
'রামদাস' বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলি খান।
অল্পবয়স তার রাজার কুমার।
রাম দাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥

তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত' চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
সেই বিজুলি খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥

মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ

অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ।
রূপগোসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণব ॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইলা ॥
প্রভু চলিয়াছে বিন্দুমাধব-দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হইল মাধবদর্শনে ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা ॥

লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা ॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিল ?
প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল ॥

শ্রীরূপ শিক্ষা

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসের-সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥
শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

★

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

সামান্যলহর্য্যাম্ (১/১/১০)

নারদ পঞ্চরাত্র বচনম্

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্ ।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

[সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা শূন্য এবং কৃষ্ণসেবার একনিষ্ঠতা দ্বারা যা নির্ম্মল তেমন ভাবে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবাকে বলে ভক্তি ।]

★

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/১১-১৪)

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভ-
সোহম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য
হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ
পুরুষোত্তমে ॥

[(কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বললেন) গঙ্গার গতি যেমন সমুদ্র অভিমুখে তেমনি আমার (ভগবানের) গুণ শ্রবণে ভক্তগণের মনের গতি-ও পুরুষোত্তম রূপ আমার পানে ছুটতে থাকে। এই অহৈতুকী ও নিরবচ্ছিন্না গতিকে বলে ভক্তিযোগ ।]

★

সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ ॥

[আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, এবং সাযুজ্য--এই পঞ্চবিধ মুক্তি বেঁধে দিলে-ও গ্রহণ করে না ।]

★

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক
উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপ-
দ্যতে ॥

[সংসার মায়াকে পার হয়ে যা দ্বারা ভগবানে মন দেওয়া যায়। তাকেই বলে আত্যন্তিক ভক্তি যোগ ।]

★

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

★

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব
বিভাগে

পূর্বতীয়লহর্য্যাম্ (১৫)--

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি
বর্ত্ততে ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

[যে পর্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি রূপ পিশাচী মনে উপস্থিত থাকবে সে পর্যন্ত ভক্তি সুখের অভ্যুদয় হবে কী রূপে ?]

★

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় ।

রতি গাঢ় হৈলে তাহে প্রেম নাম কয় ।।
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয় ।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ।।
যৈছে বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড সার ।
শর্করা, সিতা, মিছরি, উত্তম মিছরি আর ।।

এই সব কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ি ভাব ।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ।।
সাত্ত্বিক ব্যাভিচারি ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে ।।
যৈছে দেখি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর ।
মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর ।
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার ।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ।।
বাৎসল্যরতি মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ।।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম ।।
কৃষ্ণভক্তি রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ।।
শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতিশ্রীমুখগাথা ।।

★

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম বিভাগে
শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্ (৩/১/২২)
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ।।

[বুদ্ধির মৎ-নিষ্ঠতার (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি নিষ্ঠার) নাম শম । এটি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য । এই শান্ত রতি ভিন্ন বুদ্ধির ভগবৎ নিষ্ঠা হয় না ।]

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৯/৩৬)
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ।।

[(উদ্ধবকে বললেন শ্রীভগবান) আমার প্রতি বুদ্ধি বৃত্তির নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখ সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, আর জিহ্বা ও উপস্থের বেগ ধারণকে বলে ধৃতি ।]

★

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি ।
অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি ।।
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে ।
কৃষ্ণনিষ্ঠা কৃষ্ণত্যাগে শান্তের দুই গুণে ।।

★

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৭/২৮)--
নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ।।
[(পার্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি) নারায়ণের প্রতি ভক্তগণ কিছুতেই ভয় করেন না । কারণ স্বর্গ, মুক্তি ও নরক -- সবকিছু তাঁর সমদৃষ্টিতে দেখেন ।]

★

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞান-সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে তাহে অধিক 'সেবন।'
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ দাস্যে সেবন সখ্যে দুই রয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্য বিশ্বাসময় ॥
কান্ধে চড়ে কান্দে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসেরতিন গুণ চিন্ ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আর সমজ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥
সখ্যের গুণ অসংকোচ-অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার ॥
আপনাকে 'পালক' জ্ঞানে কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান ॥
যে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে ॥

★

তথাহি হরি ভক্তি বিলাস ধৃতে
পদ্মপুরাণোক্ত দামোদরা ষ্টোত্রে
ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥
[(হে ভগবান, যশোদা তোমাকে বেঁধে রেখেছিলেন) এই জাতীয় নানা লীলা করে ব্রজবাসিগণকে আনন্দের সরোবরে ডুবিয়ে রেখেছ, এবং যারা তোমাকে ঈশ্বর বলে জানে। তাঁদেরকে-ও দেখিয়েছ কতখানি তুমি ভক্তের অধীন। প্রেমে ও ভক্তিতে তোমায় ,শতবার বন্দনা করি।]

★

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করিল নিবেদন ॥
আজ্ঞা হয় আইসোঁ। মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে ॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥"
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাঞি পড়িলা ॥

শ্রীসনাতন শিক্ষা

তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কথো দিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥
"দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।"
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে ॥
"দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি" প্রভুরে কহিল।
কেহো হয় করি প্রভু তাঁহারে পুছিল ॥
তিঁহো কহে "এক দরবেশ আছে দ্বারে।"
"তাঁরে আন" প্রভু-বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥
"প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।"
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
"মোরে না ছুঁইহ" কহে গদগদ বচন ॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥
তবে প্রভু তার হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা ॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গসম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে "মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥"
প্রভু কহে তোমা স্পর্শ আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয় ?
সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।

কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ।।
প্রভু কহে, কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।
সব তত্ত্ব জান তোমায় নাহি তাপত্রয় ।।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব ।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥

★

তথা হি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব বিভাগে সাধন ভক্তি লহর্য্যাম্ (৪৭)

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষাম-ভীপ্সিতমঃ ।।

[ভাগবত ধর্ম জানবার যাঁদের বুদ্ধি স্থির, তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ অতি শীঘ্রই হয়ে থাকে ।]

★

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ।।
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ।।
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি-জ্বালাচয় ।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ।।

★

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১/২২/৫৪) --

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ।।

[অগ্নি একস্থানে প্রজ্বলিত থাকলে-ও তার কিরণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । আর ব্রহ্মের শক্তি-ও তেমনি অখিল জগতে সর্বত্র বিস্তৃত ।]

★

কৃষ্ণের স্বভাবিক তিন শক্তি পরিণতি ।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ।।

★

তথা হি তত্রৈব (৬/৭/৬১)--

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয় শক্তিরিষ্যতে ।।

[(ভগবানের তিনটি শক্তির মধ্যে) বিষ্ণু শক্তিই (অন্তরঙ্গাশক্তি) শ্রেষ্ঠ । দ্বিতীয় শক্তিকে বলে ক্ষেত্রজ্ঞা (জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি) । অপর একটি তৃতীয় শক্তিকে বলে অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞা (মায়া-শক্তি) ।]

★

তথা হি ভগবদ্গীতায়াম্ (৭/৫) —

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।।

[(ভগবান অর্জুনকে বললেন) হে মহা-বাহু, এটি আমার অপরা, নিকৃষ্টা প্রকৃতি । আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে- পরা শক্তি । এই পরা

শক্তি-ই জগৎকে ধারণ করে আছে।]

★

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৭) -

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়ঃ স্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

[পরমেশ্বর থেকে বিমুখ জীবের, ভগবদ্ মায়াতেই বিস্মৃতি জন্মে। এই বিস্মৃতি থেকে আসে বিপর্যয় বা মমত্ব বুদ্ধি। তা থেকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ আর তা থেকে সৃষ্টি হয় ভয়। কাজেই গুরুকেই দেবতা ও আত্মা বলে জেনে পণ্ডিতগণ একান্তভাবে ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন।]

★

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

★

যথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭/১৪) -

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

[(শ্রীভগবান বললেন অর্জুনকে) আমার এই অলৌকিকী ত্রিগুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া তার হাত থেকে নিস্তার নেই। যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়ার হাত থেকে রেহাই পায়।]

★

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেব কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মা-রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদ-শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয়
প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তিপ্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অ-দ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্বাদি সর্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥

★

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৪/১)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

[শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তিনি। তিনি আদি এবং সকলের অনাদি গোবিন্দ। সমস্ত কারণের

★

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম ॥
এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্ ।
আর সবস্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণনাম ॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার ।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥

যথা রাগঃ ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা   সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ ।
গোপবেশ বেণুকর   নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ।
যে রূপের এক কণ   ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥
তারুণ্যামৃত-পারাবার   তরঙ্গ লাবণ্য সার
তাতে যে আবর্ত্ত ভাবোদ্‌গম ।
বংশীধ্বনি চক্রবাক   নারীর মন তৃণ পাত
তাহা ডুবায় না হয় উদ্‌গম ॥
সখি হে কেন তপ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণ রূপ মাধুরী   পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে ॥ ধ্রু ॥
কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ   হয় কৃষ্ণস্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।
যে অক্ষরচন্দ্র হয়   কৃষ্ণের করিল উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥
সখি হে কৃষ্ণ-মুখ দ্বিজরাজ রাজ ।
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে   বসি রাজ্যশাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥
কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা
যদি হয় ।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন ।
সাধনভক্তের হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তিনিষ্ঠা হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্য
ঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম ।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয় ।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
বীজ, ইক্ষুরস, গুড় তবে খণ্ড সার ।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ ।
রতি-প্রেমাদিতে তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥
অধিকারি-ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার ।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস ।
যে রসে ভক্ত সখী কৃষ্ণ হয় বশ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের বিচার।
মথুরা লুপ্ততীর্থের করিল উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিঞা।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লইঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর সাথে ধরিয়া চরণ॥
মুঞি যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে।
বর দিল "এই সব স্ফুরুক তোমারে॥"

হরিদাসের প্রার্থনা

এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তন-বিলাস॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বরের দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে না আমায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥
স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হৈয়া॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছে শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন॥
গোবিন্দ কহে "উঠি আসি করহ ভোজন।"
হরিদাস কহে "আমি করিব লঙ্ঘন॥
সংখ্যা কীর্ত্তন পূরে নাহি কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব॥"
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষন॥
আরদিন মহাপ্রভু তার ঠাঁই আইলা।
"সুস্থ হও হরিদাস" তাহারে পুছিলা॥
নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন।
"শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধিমন॥"
প্রভু কহে "কোন ব্যাধি কহ ত' নির্ণয়।"
তেঁহো কহে "সংখ্যা কীর্ত্তন না পূরয়॥"
প্রভু কহে "বৃদ্ধ হৈলে সংখ্যা অল্প কর।

সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ?
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার ।।
নামের মহিমা লোকে করিল প্রচার ।।
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন ।"
হরিদাস কহে "শুন মোর নিবেদন ।।
হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর ।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ।।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা ।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ।।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও তুমি যৈছে ইচ্ছা হয় ।।
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলু ম্লেচ্ছ হইয়া ।।
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সংবরিবে তুমি লয় মোর চিতে ।।
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ।।
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ ।
নয়নে দেখিব তোমার চান্দবদন ।।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম ।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ।।
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদ হয় ।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ।।
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে ।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে ।।
প্রভু কহে "হরিদাস যে তুমি মাগিবে ।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ।।

হরিদাসের নির্য্যাণ

প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা ।
হরিদাস দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ।।
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণবচরণ ।
হরিদাসের আগে আসি দিলা দরশন ।।
প্রভু কহে "হরিদাস কহ সমাচার ।"
হরিদাস কহে " প্রভু যে কৃপা তোমার ।।"
অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহা সংকীর্ত্তন ।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্ত্তন ।।
স্বরূপগোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ ।
হরিদাসে বেড়ি করে নামসংকীর্ত্তন ।।
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে ।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ।।
হরিদাসের গুণ কহিতে হইল পঞ্চমুখ ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ।।
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ।
সর্ব্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ।
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল ।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ।।
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বোলে বার বার ।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ।।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ ।।

মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্বাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরি কৃষ্ণ শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্ত্তন॥
এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কথোক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে কৈল সাবধান॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্ত্তন করিয়া॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলিল নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে "সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকায় গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
'হরিবোল হরিবোল' বলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়।
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকের পিণ্ডায় তাহা আবরণ কৈল॥
তবে মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥

মাতৃভক্ত মহাপ্রভু

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥
"নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিও তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিব সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥"
গোপলীলায় পায় সেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে॥

জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠান আর ভক্তগণে ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লৈয়া মাসেক রহিয়া ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের সন্দেশ ও দিব্যোন্মাদ

আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা।
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিলা ॥
তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥
"প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিও, লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা ॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
"তাঁর যেই আজ্ঞা" বলি' মৌন করিলা ॥
জানিয়াও স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এইত তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥
প্রভু কহে "আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে আরাধন ॥
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন ॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদলক্ষণ ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥

★

তথা হি ললিতমাধবে (৩।২৫) —

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ,
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা
দিগ্‌বিধিম ॥

[(শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমনের পর বিশাখাকে বলেন রাধা) সখি নন্দকুলচন্দ্র কোথায় ? শিখি পুচ্ছ ভূষণ ? যাঁর বাঁশীতে উঠে মন্দ মধুররব, অঙ্গকান্তি যাঁর ইন্দ্রনীল মণির মতো সে কোথায় ? কোথায় রাসলীলার শ্রেষ্ঠ নট। কোথায় আমার প্রাণ রসনার মহৌষধি কোথায় আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু-- আমার অমূল্যরতন ? হায় হায় সখি বিধাতাকে ধিক।]

★

যথা রাগঃ।

ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে
পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগৎ উজ্জোর।
কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে নিরন্তর পিয়া
জীয়ে
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥
সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ-দরশন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ না দেখিলে ফাটে
বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥

এই মত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে
শোয়াইল ॥
প্রভুরে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে
স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার
দ্বারে ॥
প্রেমাবেগে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখসংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল
তখন ॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভু-মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল বড় দুখ ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল।
"কাঁহা কৈলে এই তুমি ?" স্বরূপ
পুছিল ॥
প্রভু কহে "উদ্বেগে ঘরে না পারি
রহিতে।
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে ॥
দ্বার না পাইয়া মুখে লাগে চারি ভিতে।
ক্ষয় হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে ॥
উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে সেই বলে উন্মাদ-লক্ষণ ॥

শিক্ষাষ্টক

এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।

রজনী-দিবস কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে।
রাত্রি-দিনে করে রসগীত শ্লোক
আস্বাদনে ॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু
লঞা ॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
এই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥
হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

★

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ ॥

[(নিমি রাজকে শ্রীকরভাজন বলেছিলেন) মুখে যাঁর কৃষ্ণনাম, কান্তি যাঁর অকৃষ্ণ গৌর, এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র আর পার্ষদগণের সঙ্গে বর্তমান তিনি, পণ্ডিতগণ সংকীর্তন প্রধান উপকরণ দিয়ে তাঁকেই অর্চনা করে থাকেন।]

★

নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ।
সর্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (২২) –
চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্,
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্তনম্ ॥

[যা চিত্তরূপ দর্পনকে মার্জিত করে, সংসার ত্যগ রূপ মহাদাবানলকে নির্বাপিত করে যা, মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে যা জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ যা, আনন্দ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, যাতে প্রতিপদেই পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন, যা সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন বিজয় লাভ করেছে।]

★

সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন উদগম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাঁহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৩১)—
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥
[অনেক প্রকারের নাম প্রচার করেছেন ভগবান, আর তাতে তাঁর নিজের সর্ব-শক্তি-ও অর্পণ করেছেন। সেই সব নাম স্মরণ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সময়ও নির্দেশ করেন নি——তো তোমার কৃপা। হে ভগবান, এমন-ই আমার দুর্দৈব যে, এমন নামে-ও আমার অনুরাগ জন্মালো না।]

★

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায় ॥

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৩২)
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
[তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হয়ে, নিজের সম্মান লাভের ইচ্ছা না করে এবং অপরে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সর্বদা হরির নাম সংকীর্তন করবে।]

★

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥
বৃক্ষ যেমন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম গন্ধ ॥

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৯৫)—
ন ধনং ন জনং সুন্দরীং,
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥
[ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী বণিতা বা সালংকারী কবিতাও চাই না আমি তোমার কাছে। এই মাত্র প্রার্থনা জগদীশ, জন্ম জন্ম যেন তোমার

চরণে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি ।]

★

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতাসুন্দরী ।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ।।
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগোঁ দাস্য ভক্তি
দান ।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ।।

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (১৭)—
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং,
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ।
[বিষম সংসার সমুদ্রে নিপতিত এই আমি তোমারই কিঙ্কর—আমাকে কৃপা করে হে নন্দ নন্দন তোমার পাদপদ্মের ধূলিকণা তুল্য মনে কর ।]

★

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ।।
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম ।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ।।
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদগম ।
কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ।।

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৯৪)—
নয়নং গলদশ্রুধারয়া,
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা,
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ।।
[হে ভগবান, এমন দিন আমার কখন আসবে যখন তোমার নামগ্রহণ করতে অশ্রুধারায় বিগলিত হবে আমার নয়ন, গদ্গদ বাক্যে রুদ্ধ হবে আমার বদন, সমস্ত দেহে পুলক রোমাঞ্চ জাগবে ?]

★

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন ।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ।।
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগস্ফুরণ ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলপন ।।

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৩২৮) -
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং
গোবিন্দবিরহেণ মে ।।
[(বিরহিনী শ্রীরাধার উক্তি) গোবিন্দ বিরহে একটি নিমিষকে মনে হচ্ছে যেন এক যুগ । চোখে নেমে এসেছে বর্ষার নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির মতো অশ্রুধারা । সকল জগৎ ফাঁকা হয়ে গেছে ।]

★

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে হৈল
যুগসম ।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ।।
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ।।

কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে "কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥"
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হৈল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥

★

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৩৪১)
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥
[(শ্রীরাধার উক্তি) চরণদাসী আমাকে নিবিড় আলিঙ্গণে বক্ষে লীন করুন তিনি অথবা দেখা না দিয়ে মর্ম বেদনার মধ্যে ফেলে দিন বা যেখানে সেখানে যথেচ্ছ বিহার করুন সে লম্পট — তবু আমার প্রাণনাথ সেই তিনি কৃষ্ণ-ই আর কেউ নয়।]

★

এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥
যথা রাগঃ—
আমি কৃষ্ণপদদাসী তেঁহো রসসুখরাশি
আলিঙ্গন করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনু মন
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্রগম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥
সেই সব রসলীলা আপনি অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে॥
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।

সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ।।
বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ।।
তার ত্যক্ত অবশেষে সংক্ষেপে কহিল ।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ।।
অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে ।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ।।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান (১) *

ধর্ম্মময় সর্ব্বলোক বসুমতী ধন্যা ।
হিম সেতু অবধি করিল প্রেমবন্যা ।।
প্রেমসাগরে নিত্যানন্দ কর্ণধারে ।
কলির কলুষ ভরা ডুবিল পাথারে ।।
যমালয় শূন্য হইল নরক যন্ত্রণা ।
যম গেলা ব্রহ্মা ঠাঞি করিআ মন্ত্রণা ।।
যম বলে ব্রহ্মা বিষয় কর দূরে ।
সর্ব্বপাপী উদ্ধারিল চৈতন্য ঠাকুর ।।
চৌরাশি নরক কুণ্ড সব শূন্য হইল ।
ষাটি সহস্র দূত ঘরে বসি রইল ।।
কথো পাপী তারিলেন শ্রীজগন্নাথে ।
কথো পাপী মুক্ত হইল মহাপ্রসাদ খাইতে ।।
কথো পাপী মুক্ত হইল সেবিয়া তুলসী ।
কথো পাপী মুক্ত হইল গঙ্গা বারাণসী ।।
কথো পাপী মুক্ত হইল শিলা শালগ্রামে ।
কথো পাপী মুক্ত হইল হরিনামে ।।
যমালয় শূন্য হইল আর পাপী নাঞি ।
সর্ব্ব পাপী উদ্ধারিল চৈতন্য গোসাঞি ।।
শুনিআ যমের কথা ব্রহ্মা মনে গুণি ।
ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপনি ।।
সকল দেবতা মেলি করিয়া ধরণী ।।
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে ।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একাক্রমে ।।
আষাঢ় সপ্তমী শুক্লা অঙ্গীকার করি ।
রথ পাঠাইহ জাব বৈকুণ্ঠপুরী ।।
নিত্যানন্দ গেল রথযাত্রার নিকটে ।
অদ্বৈতচন্দ্রেরে সব কহিল নিষ্কপটে ।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ একরূপ ।
না বুঝিআ বলে সে কন্দল স্বরূপ ।।
নিত্যানন্দে অদ্বৈতেরে সমর্পণা করি ।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ সব তোমরা অধিকারী ।।
আঠাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রহি ।
স্থানান্তরে জাব আমি নিষ্কপটে কহি ।।
অনেক বৈষ্ণব হব অনেক বৈষ্ণবী ।
সেবকানু সেবকে ব্যাপিবেক পৃথিবী ।।
এ বাড়ির অধিকারী পণ্ডিত গোসাঞি ।
তাহার অধিক মোর প্রিয় কেহো নাঞি ।।
শ্রীহরিদাস ঠাকুর রহিলা নীলাচলে ।
টোটা নিম্মাইঞা দিল সমুদ্রের কূলে ।।
অনেক সেবক সঙ্গে রঙ্গে নিত্যানন্দ ।
গৌড়দেশ পাঠাইঞা দিল গৌরচন্দ্র ।।
আষাঢ়ে প্রতাপরুদ্র প্রভু ঘরে বসি ।
কৃষ্ণকথা অদ্বৈত কহেন হাসি হাসি ।।
দড়া প্রভুর তিতে কপিনের ডোর ।
অগ্নি দিল কৃষ্ণ কথাএ বাদ দিল মোর ।।
হরিতকী গাছে মৈলা মহেন্দ্র ভারতী ।
মুখে অগ্নি দিল তার তিনশত যতি ।।

হরিদাস ঠাকুর আগে করিল বিজয়।
ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশীর উদয়॥
আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে।
নিভৃতে কর্ম্ম কথা কহিল বিশেষ॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্টি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্ব কথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইলা কোথা
হইতে।
কত বিদ্যাধরী নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে করিল আরোহণ॥
মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
অনেক সেবক সর্পে দংশাইয়া মৈলা।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হইলা॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি
শুনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী॥

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান (২)

করুণা সাগর প্রভু প্রেমে উনমত।
ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা অবিরত॥
এই মতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥
বিস্তারিতে পুস্তক সে হবেও অনেক।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক॥
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু॥
এমত ভকত সঙ্গ নাহি দেখি প্রভু।
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগে আইল এই দেহ ও স্মরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথ লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি দ্বারে সে আইল তখন।

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা ।
ঘুচাহ কপাট—প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন ।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন ।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার ।
শ্রীমুখ-চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর ॥

চৈতন্যচরিত ঃ সূত্রনির্দেশ

(এখানে যে গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল)।

পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়ের শিরোনাম	গ্রন্থ	খণ্ড	অধ্যায়	ছত্রের সংখ্যা
১	গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পটভূমি	চৈতন্য ভাগবত	আদি	২	১—৬, ১৩—৫২
৩	নবদ্বীপ বর্ণনা	,,	,,	২	৫৩—৮৪
৪	বৈষ্ণবগণের আর্তি ও প্রার্থনা	,,	,,	২	৮৫—১২৩
৫	শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব	,,	,,	২	১২৪—১৩১
৬	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়	,,	,,	২	১৩২-১৪৫, ১৯০-২০৩ ২৩২-২৪৫, ২৪৫-২৪৭ ২৫৬•২৬১, ২৭৮-২৮৫
৮	শৈশবলীলা	,,	,,	৩	১—২২, ২৯—৪০
৯	নামকরণ	,,	,,	৩	৪১—৫৭, ৬০—৬৪
১০	সর্প ও শিশু নিমাই	,,	,,	৩	৬৫ ৭৬
১১	দুরন্ত নিমাই	,,	,,	৩	৭৭—৮৩, ৮৮-১০৭
১১	দুই চোর ও গোরাচাঁদ	,,	,,	৩	১০৮ ১৩২
১২	হাতে খড়ি	,,	,,	৪	১—১৫
১৩	গঙ্গাতীরে দৌরাত্ম্য	,,	,,	৪	৪২-১০০, ১১২-১২০ ১৩৪—১৩৯
১৫	বিশ্বরূপের সন্ন্যাস	,,	,,	৫	৩—১১, ৭০ - ৯৪
১৬	গৌরাঙ্গের অধ্যয়নে বাধা	,,	,,	৫	১১৩-১৩৫, ১৩৬-১৪৮
১৮	পাঠে পুনরনুমতিলাভ	,,	,,	৫	১৪৯-১৭৩, ১৭৯-১৯৬ ২০১ ২০২
২০	শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন	,,	,,	৬	৪ -- ২৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়ের শিরোনাম	গ্রন্থ	খণ্ড	অধ্যায়	ছত্রের সংখ্যা
২১	শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস	গৌরাঙ্গবিজয়			
২৩	জগন্নাথ মিশ্রের মহাপ্রয়াণ	চৈতন্যভাগবত	আদি	৬	৮৯—১১৯
২৪	নিমাইর বিদ্যাবিলাস	,,	,,	৭	৫—৪৫
২৬	নিমাই লক্ষ্মীপ্রিয়া পরিণয়	,,	,,	৭	৪৬—১১৯
২৯	ঈশ্বরপুরী ও নিমাই	,,	,,	৭	১৯৮-২০০, ২১৪-২৩৬ ২৩৭-২৫৫
৩০	লক্ষ্মীপ্রিয়ার গৃহস্থালী	জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল	নদীয়া	৫৫	১—২৯
৩১	নিমাইর পূর্ববঙ্গে গমন ও লক্ষ্মীর বিরহ	,,	,,	৫৬, ৫৭	১—১৭, ১—২৩
৩৩	লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধান	,,	,,	৫৮, ৫৯	১--২৩, ১—১১
৩৪	নিমাইর নদীয়া প্রত্যাবর্তন	চৈতন্য ভাগবত	আদি	১০	১৫০-১৭৫, ১৭৬-১৮২
৩৫	গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ	,,	,,	১০	২১৮—৩৮৩
৪১	দিগ্বিজয়ী জয়	চৈতন্য চরিতামৃত	,,	১৬	২৬—৩৮, ৩৯—৫৪ ৫৫—৫৬, ৬৭—৭৬ ৭৭—১০৫
৪৫	গয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গ	চৈতন্যভাগবত	,,	১২	৪—২৩, ২৪—৯৬, ১০৩—১৩৯
৪৯	নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন	,,	মধ্য	১	৮—১৯, ৩৬—৪৫
৫০	শুক্লাম্বর গৃহে ভাবোন্মত্ততা	,,	,,	১	৭৬ ১০৮
৫১	গৌরাঙ্গের অধ্যাপনা প্রয়াস	,,	,,	১	১১৬-১২২, ২৪২-২৫৬
৫২	সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভাষ্য	,,	,,	১	৩১৪-৩২৮, ৩৩৪-৩৪৬
৫৫	অদ্বৈতাচার্য ও নিমাই	,,	,,	২	১২১—১৫৪
৫৬	নিমাই ও নিতাই	,,	,,	৩	১২৩—১১৭, ১৩৭, ১৭১—১৮৮

পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়ের শিরোনাম	গ্রন্থ	খণ্ড	অধ্যায়	ছত্রের সংখ্যা
৫৮	শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা	চৈতন্যভাগবত	মধ্য	৫	১—২৪, ৭৭ ১০০
৬০	জগাই মাধাই উদ্ধার	,,	,,	১৩	১—১৯, ২৯—৩৬, ৪৩—৬১, ৭২—৯৮ ১০৭-১১২, ১৭১-১২২
৬৬	কাজী দলন	চৈতন্য চরিতামৃত	আদি	১৭	১১৫-১৫৭, ১৬৮-২১৯
৬৯	সন্ন্যাসের সংকল্প	চৈতন্য ভাগবত	মধ্য	২৫	২১০-২১৩, ২১৭-২৩৬ ২৪২-২৪৩, ২৪৮-২৭০
৭১	নিমাই ও শচী	লোচন	,,		৫২৪ ৫৪৯ (স্তবক)
৭২	নিমাই জননীকে সান্ত্বনা	চৈতন্যমঙ্গল			
৭৪	নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া	,,	,,		৫৫০— ৫৬৯ (স্তবক)
৭৭	নবদ্বীপে শেষরাত্রি	,,	,,		৫৮০—৫৯৩ (স্তবক)
৭৯	সন্ন্যাস গ্রহণ	চৈতন্যভাগবত	,,	২৬	১৪৬—২২৯
৮১	শান্তিপুরে নিমাই	চৈতন্যচরিতামৃত	,,	৩	২—৪, ৫—২৫, ২৬— ৩৭
৮২	অদ্বৈতভবনে শ্রীচৈতন্য	,,	,,	৩	১০৫—১১৭
৮৩	শ্রীচৈতন্য ও শচীদেবী	,,	,,	৩	১৩৩ ১৪৭
৮৪	অদ্বৈতভবনে উৎসব	,,	,,	৩	১৫৭—১৭৫
৮৪	নীলাচলে স্থিতি সিদ্ধান্ত	,,	,,	৩	১৭৬—১৯৪
৮৫	মহাপ্রভুর নীলাচলযাত্রা	,,	,,	৩	১৯৫—২১৩
৮৬	নীলাচলে মহাপ্রভু	,,	,,	৬	২—৩১
৮৭	সার্বভৌমের আগ্রহ	,,	,,	৬	৪৯—৭৫
৮৮	সার্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ	,,	,,	৬	১১০--১৩৩, ১৩৪ – ১৩৯,

পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়ের শিরোনাম	গ্রন্থ	খণ্ড	অধ্যায়	ছন্দের সংখ্যা
					১৪০ – ১৪৩, ১৪৪ - - ১৪৯
৯১	সার্বভৌম উদ্ধার	চৈতন্য চরিতামৃত	মধ্য	৬	১৬৫-১৬৭, ১৬৮-১৮৯
৯২	দক্ষিণ যাত্রা	,,	,,	৭	৩—১৫, ৩৫—৪১, ৬০—৬৯, ৯১—৯৮
৯৪	রায় রামানন্দ মিলন	,,	,,	৮	৮—১৭, ১৮—৫১
৯৫	সাধ্য সাধন নির্ণয়	,,	,,	৮	৫২—৯০
১০২	শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ	,,	,,	৮	৯১—১১৫
১০৫	শ্রীরাধার স্বরূপ	,,	,,	৮	১১৬—১৪৪
১০৭	শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাপ	,,	,,	৮	১৪৬—১৫৬
১০৮	সাধনতত্ত্ব-সখী	,,	,,	৮	১৫৭—১৯৬
১১২	প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী	,,	,,	৮	১৯৭—২১৫
১১৩	রসরাজ-মহাভাব	,,	,,	৮	২১৬—২৬৪
১১৬	খাণ্ডবতে পতিতোদ্ধার	গোবিন্দ দাসের কড়চা			
১১৭	চোরবন্দীর দস্যু উদ্ধার	,,			
১১৯	দ্বারকায় মহাপ্রভু	,,			
১২০	গুণ্ডিচা মার্জন সেবা	চৈতন্য চরিতামৃত	মধ্য	১২	৬৬—৯৭
১২২	রথাগ্রে নৃত্য	,,	,,	১৩	২৫-৪৭, ৬৭-৭৪, ৯৩—১১৪
১২৪ ঃ	মহাপ্রভু ও প্রতাপরুদ্র	,,	,,	১৪	৩ ২০
১২৫	মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রা	,,	,,	১৬	৮৩—৯৩
১২৬	রামকেলিতে মহাপ্রভু	,,	,,	১	১৫৬—২১৭
১২৯	শ্রীবৃন্দাবনের পথে	,,	,,	১৭	২—২০, ৪৯—৫৩
১৩০	কাশীধামে	,,	,,	১৭	৭৮ ৮৩, ৯৫-৯৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিষয়ের শিরোনাম	গ্রন্থ	খণ্ড	অধ্যায়	শ্লোকের সংখ্যা
১৩১	প্রয়াগে-মথুরায়	চৈতন্য চরিতামৃত	মধ্য	১৭	১৪০-৫০, ১৭৮-৮০
১৩১	শ্রীবৃন্দাবনে	,,	,,	১৭	১৮১-৮৪, ১৯৮-৯৯,
				১৮	২০১—২১৭
					২-৬, ১১-১৪,
					৩০-৩১, ৩৩-৩৪,
					১৪৫-৪৬, ১৪৯-১৫০,
					১৬৬-৬৭, ১৭৫-৭৮,
					১৮৮ ৮৯, ১৯৩ ২০২
১৩৪	মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ	,,	,,	১৯	১৫—৪৪, ১০৪ ১০৮
১৩৪	শ্রীরূপ শিল্পী	,,	,,	১৯	১২২ ১২৪, ১৪৭ ১৫৯,
					১৭৩—২০০
১৩৮	শ্রীসনাতন শিক্ষা	,,	,,	২০	৪৪—৪৫, ৯২—৯৯
					১০০—১১০,
					১৩১—১৩৩,
					৩৩১—৩৫
				২১	৮৩-৮৪, ৯৪-৯৫
					১০৪—৩৫
				২৩	৫—৯, ২২-২৬,
					৫২-৫৬, ৬১-৬৬
১৪২	হরিদাসের প্রার্থনা	,,	অন্ত্য	১১	১০ ৩৬
১৪৩	হরিদাসের নির্বাণ	,,	,,	১১	৪৪—৬৯
১৪৪	মাতৃভক্ত মহাপ্রভু	,,	,,	১৯	২—১৫
১৪৫	অদ্বৈতাচার্যের সন্দেশ ও দিব্যোন্মাদ	,,	,,	১৯	১৬-২৮, ২৯-৩৩, ১৪-৩৫, ৫২—৬২
১৪৬	শিক্ষাষ্টক	,,	,,	২০	২—৪০, ৫৪—৫৬
১৫১	মহাপ্রভুর অন্তর্ধান (১)	জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল	উত্তর খণ্ড		১২৫—১৫৩
১৫২	ঐ (২)	লোচন	শেষ খণ্ড		৩০৯—৩১৬

টীকা-টিপ্পনী

অবিজ্ঞাত তত্ত্ব	পৃঃ ১	যার তত্ত্ব কেউ জানে না।
অবধূত বেশে	৬	সন্ন্যাসীর পোষাকে।
অতি মহা বেদ গোপ্য	৬	অত্যন্ত গোপন বেদেও আয়ত্ত।
অনন্ত	১০	নাগরাজ অনন্তদেব।
অপন্যায়	১৩	অপকর্ম।
অব্যহার	১৪	নিন্দনীয় কর্ম।
অন্তর্জলে	৩৩	মৃত্যুকালে গঙ্গাজলে অর্ধাঙ্গ নিমজ্জনে।
অকৈতব	৩৫	অকৃত্রিম।
অন্যোন্য উচিত	৩৫	পরস্পর পরস্পরে যোগ্য।
অন্তঃপট	৪০	অপরের দৃষ্টি ঢাকবার জন্য বস্ত্রাচ্ছাদন।
অবাক্য	৫১	অবর্ণনীয়।
আন্যান্যে	৬৩	পরস্পরে।
অকথ্য কথন	১০৯	অনির্বচনীয় কথা।
অদ্বৈত	১	শ্রীহট্ট জিলার লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত। পিতা কুবের পণ্ডিত, মাতা নাভা দেবী। বেদান্তের পাণ্ডিত্য হেতু অদ্বৈতাচার্য নামে প্রসিদ্ধ। আসল নাম কমলাক্ষ। বাস শান্তিপুরে। নবদ্বীপেও বাড়ী ছিল। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। দুই পত্নী—সীতা ও শ্রী, পুত্র অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল ও বলরাম। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।
অপরাজিতার স্তোত্র	৮	শিশুকে আধিদৈবিক উৎপাত থেকে রক্ষার জন্য এ স্তোত্র পড়া হোতো।
অষ্ট সাত্ত্বিক	১২	স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, বৈবর্ণ, স্বরভেদ, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এ আটটি সাত্ত্বিক লক্ষণ।

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ	৪২	অলংকার শাস্ত্র মধ্যে কাব্যের এক প্রকার দোষ। জ্ঞাতবস্তু অনুবাদের পূর্বে অজ্ঞাত বস্তু বিধেয় বসানো।
অভিধাবৃত্তি	৮৯	ব্যুৎপত্তিগত মুখ্যার্থ।
অধিরূঢ়ভাব	৮৩	অনুরাগ বৃদ্ধির শেষ সীমাকে বলে মহাভাব। মহাভাবের দুটি অবস্থা—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্দীপনাকে বলে রূঢ়। আর তার বিশেষ বৈচিত্র্যকে বলে অধিরূঢ়।
অপাদান করণাধিকরণ তিন	৮৯	সবিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণ তিনটি কারকে পাওয়া যায়—অপাদানে করণে ও অধিকরণে। তা থেকে, তা দ্বারা ও তাতে। তিন কারক চিহ্নের শব্দ বর্তমান।
অপাণি পাদ শ্রুতি	৯০	যে সকল বেদ বাক্যে অপানি পাদ অর্থাৎ ব্রহ্মে হস্ত পদাদি নেই বলা হয়।
অচ্যুতানন্দ	১২২	অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
অনুপম মল্লিক	১৩৪	রূপ সনাতনের কনিষ্ঠ সহোদর বল্লভ। শ্রীজীব গোস্বামীর জনক।
আপ্তগণ	২	একান্ত আপনজন।
আস্তে ব্যস্তে	১০	খুব তাড়াতাড়ি।
আই	২৪	মা জননী।
আটোপ টঙ্কার	২৫	সগর্ব দম্ভময় বাক্য, বড়াই।
আর কাচ কাচে	৩৭	অন্য রকম সাজ পোষাক করে।
আছাড়ের সমুচ্চয়	৫১	আছাড়ের পতনের সংখ্যা।
আরিট গ্রাম	১৪১	মথুরাতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করেন।
আগম শাস্ত্র	১৪৫	তন্ত্রাদি রহস্যময় শাস্ত্র।
ঈশ্বরপুরী	২৯	মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও নিমাইর দীক্ষা গুরু। কুমার হট্টে ব্রাহ্মণ বংশে জাত।
উপস্থান	৯	উপস্থিতি।

উপলক্ষণ	১৭	উপলক্ষ, হেতু।
উদ্গ্রাহত	২৩	নিরন্তর, স্তব্ধ।
উপসন্ন	৬৪	হাজির, উপস্থিত।
উত্তর মানস	৪৭	গয়াধামের একটি তীর্থ।
ঊর্ধ্ব রায়	১৬	উচ্চৈঃস্বরে।
একাক্রমে	১৫১	এক সঙ্গে।
একচালা	২	বর্ধমান জিলার একচক্রা গ্রাম। নিত্যানন্দের জন্মস্থান।
ওকড়ার বীচি	১৪	কাঁটাযুক্ত ফল বিশেষ।
ওড্রদেশে	২	উড়িষ্যায়।
কুল্লোল	১৩	মুখের কুলি করা জল।
কুম্ভীপাক	২৩	নরক বিশেষ।
কক্ষাকথা	২৩	বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ করা।
কদর্থেন	২৫	নিন্দা করেন।
কৃষ্ণলীলামৃত	২৯	ঈশ্বরপুরী রচিত পুঁথি বিশেষ।
কটরা	৩২	কৌটা।
কাঠনেতে	৩৩	কাঠের উপর কাপড় লাগিয়ে।
কদলক	৩৮	কলাগাছ।
কলাপ	৩৮	কলাপ ব্যাকরণ।
কাকু করি	৭০	কাতর প্রার্থনা করে।
করিয়া প্রবন্ধ	৮১	কৌশল করে।
কূর্পর	১২৭	দাস।
কশ্যপ	৬	দেবগণের পিতা কশ্যপ মুনি।
কাশী মিশ্র	১২১	রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু, গম্ভীরার মালিক।
কালিদাস	৪৫	রঘুবংশ, মেঘদূতাদি প্রণেতা মহাকবি কালি দাস।
কাজী	৬৭	নবদ্বীপের স্থানীয় শাসক চাঁদ কাজী।
কায়ব্যূহ	১০৬	একই শক্তির বিভিন্ন দেহে প্রকাশ।
কাত্যায়ণী ব্রত	১১৬	ব্রজাঙ্গনারা কৃষ্ণ পতি প্রার্থনা করে এই ব্রত করেছিলেন

কুলিয়া	১২৬	নবদ্বীপে গঙ্গার বিপরীত দিকে অবস্থিত গ্রাম।
কেশব ছত্রী	১২৬	হুসেন শাহের এক হিন্দু কর্মচারী।
কানাইর নাটশালা	১২৯	রাজমহল থেকে তিন ক্রোশ দূরস্থ গ্রাম।
কৃষ্ণ চরিত্র লীলা	১২৯	জনশ্রুতি বনে রাজকন্যা উষাকে হরণ করবার কালে কৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন তার ঠিক আগে।
কৃষ্ণদাস রাজপুত	১৩৬	মথুরা বাসী এক রাজপুত ভক্ত।
আয় মন কলা	১১	আপন মনে মনে অসম্ভব কল্পনা করে।
গরুড় গরুড়	১০	গরুড় স্মরণে সর্প ভয় দূর হয়।
গারিহস্ত	৬৯	গার্হস্থ্য, সংসার।
গরুড়ের পাশে	৮৮	জগন্নাথ মন্দিরে গরুড় স্তম্ভের পাশে।
গুণ্ডিচা	১২৩	সুন্দরাচল অবস্থিত পুরীর একটি মন্দির, রথ-যাত্রার সময় নীলাচল মূল মন্দির থেকে এখানে জগন্নাথ নয় রাত্রি বাস করেন। প্রচলিত ভাষায় মাসী বাড়ী।
গাভী মধ্যে	১৩১	গোরুরদল, অনেক গাভী।
গোপীনাথ	৪	সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। নবদ্বীপ বাসী, পরে পুরীধামে মহাপ্রভুর ভক্ত।
গদাদাস	৪	নবদ্বীপে নিমাইর ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক।
গদাধর পণ্ডিত	২৯	নিমাইর বয়ঃ কনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। পিতা মাধব মিশ্র, মাতা রত্নাবতী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য। নবদ্বীপ লীলার সহচর। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে পুরীধামে বাস করেন। টোটা গোপীনাথের সেবক।
গোবিন্দ দত্ত	১২২	নবদ্বীপে প্রভুর কীর্তনসঙ্গী ও একজন মূল গায়ক।
গৌড়েশ্বর	১২৬	হুসেন শাহ্।
গাটুলি গ্রাম	১৩২	বৃন্দাবনে গোবর্ধনের নিকটস্থ গ্রাম।
গম্ভীরা	১৪৬	পুরীধামে কাশী মিশ্রের বাসা বাড়ীর যে গৃহে মহাপ্রভু থাকতেন।

ঘস্বরী ঘস্বর	২২	স্হূল, অশ্লীল কথা।
চণ্ডী রাখিলেন	১২	মা চণ্ডী রক্ষা করলেন।
চতুঃ শ্লোক	২৩	ব্রহ্মবাচক মহাবাক্য চতুষ্টয়।
চতুর্মুখ	২৪	ব্রহ্মা।
চিন্তয়ে	২৫	পাঠ করেন।
চক্রবর্ত্তী	৬৬	নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, নিমাইর মাতামহ।
চাটিগ্রাম	২	চট্টগ্রাম।
চক্রবেড়	৪৬	গয়াধামে বিষ্ণু পাদপদ্মের বহিরঙ্গণ।
চিচ্ছক্তি	৯০	শ্রীকৃষ্ণের চিৎ শক্তি তিনটি—সৎ, চিৎ, আনন্দ। সৎ শক্তি সন্ধিনী, চিৎ শক্তি সম্বিৎ, আনন্দ শক্তি হ্লাদিনী।
চন্দ্রশেখর	১৩৮	বৈদ্য চন্দ্রশেখর। কাশীবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত।
ছয়ভুজ	৫৯	নিত্যানন্দ, সার্বভৌম প্রভৃতিকে মহাপ্রভু ষড়ভুজ মূর্তি দেখান।
জানুগতি	১০	হামাগুড়ি।
জাতি সর্প	১০	উচ্চ জাতের বিষাক্ত কেউটে সাপ।
জরদ্গব	৬৬	অতি বৃদ্ধ।
জগন্নাথ মিশ্র	১	মহাপ্রভুর পিতা। শ্রীহট্টে জন্ম। পিতা—উপেন্দ্র মিশ্র। বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপ আগমন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শচী দেবীকে বিয়ে করে নবদ্বীপে বসতি। নিমাইর উপনয়নের পর দেহত্যাগ। মিশ্র পুরন্দর নামেও খ্যাত ছিলেন।
জগদীশ	৪	নবদ্বীপের এক বৈষ্ণব পণ্ডিত, মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ
জাতাপ হারিণী	৮	সদ্যোজাত শিশুর অনিষ্ট কারিণী দেবতা বিশেষ।
জনক	৪০	সীতার পিতা রাজর্ষি জনক।
জাম্ববন্ত	৪০	শ্রীকৃষ্ণ পত্নী জাম্ববতীর পিতা।
জয়দেব	৪৪	শ্রী গীতগোবিন্দ কাব্যের কবি।

জগাই-মাধাই	৬০	জগন্নাথ ও মাধব নামে নবদ্বীপে দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়।
জীব শক্তি	১৩৯	ভগবানের একটি মুখ্য শক্তি। তটস্থা শক্তিও বলে।
টোটাশ্রমে		গদাধরের আবাস টোটা গোপীনাথ মন্দিরে।
ত্রিবিধ বয়সে	৩	বাল্য যৌবন-বার্ধক্যে—সব বয়সে।
ত্রিদশের নাথ	২৪	ত্রিলোকের পতি।
ত্রিকচ্ছ বিধানে	৩৮	কোঁচাকে গুটিয়ে ধুতি পরার বিশেষ রীতি।
তাপত্রয়	১৩৮	আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন তাপ
তরজা	১৪৫	দুর্বোধ্য বাক্য, হেঁয়ালি।
ত্বকাষ্ঠ্য রহিত	২২	ছোবড়া ও আঁঠি বর্জিত, শুধুই রস।
তপন মিশ্র	১৩০	পূর্ব বঙ্গবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণ। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে নিমাই তাঁকে কাশীধামে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী চৈতন্য কাশীতে তাঁর গৃহে ভিক্ষা করেন।
তটস্থা শক্তি	১৩৯	শ্রীকৃষ্ণের তিনটি মুখ্য শক্তি—স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা মায়া শক্তি আর তটস্থা জীব শক্তি। জীব শক্তিই তটস্থা শক্তি।
ধাতু সংজ্ঞা	৫২	দুটি মানে (ক) ধাতু শব্দযোনি (খ) জীব রক্ষিনী কৃষ্ণ শক্তি।
ধম্মিল	১০৬	এক ধরণের কেশ বিন্যাস খোঁপা। তাৎপর্য বক্র বা কুটিল প্রেম।
দেখাঙ এথাএি	৪	এখানেই দেখাব।
দঢ়	২৫	দৃঢ়।
দেয়ানে নাহিক দেখা	৬১	রাজদরবারে দেখা নেই।
দেশান্তরী	১৬৪	বিদেশী।
দার্ঢ্য	১০৯	দৃঢ়তা।
দশরথ	৬	শ্রীরামচন্দ্রের পিতা।
দেবী রক্ষা	৮	শিশুদের অপদেবতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দুর্গাস্তব।

দিগবন্ধ	৮	অপদেবতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মন্ত্র পাঠ করে চতুর্দিক বেষ্টন।
দানব	৮	অপদেবতা।
দত্তাত্রেয় ভাবে	১৯	দত্তাত্রেয় অবতারে ভগবান মাতা অনুসূয়াকে জ্ঞান দিয়েছিলেন।
দু' কড়ার দ্রব্য দিয়া লক্ষেশ্বরী মাগে	২৩	দু পয়সার বিনিময়ে যেমন লাখ টাকা মূল্যের বস্তু পাওয়া যায় না তেমনি পার্থিব সকলে শাস্ত্র অনুশীলনে ভক্তি লাভ হয় না।
দামোদর পণ্ডিত	১২২	সন্ন্যাস নিয়ে মহাপ্রভুর পুরী গমনে সঙ্গী ছিলেন দামোদর পণ্ডিত। নিরপেক্ষ কঠিন স্বভাবের মানুষ। মহাপ্রভুরও সমালোচনা করতেন। শচী মাতাকে দেখাশুনা করার জন্য মহাপ্রভু তাকে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন।
দিগ্বিজয়ী	৪০	কেশব কাশ্মীরী নামক পণ্ডিত।
দক্ষিণ মানস	৪৭	গয়াধামের একটি তীর্থস্থান।
দশাক্ষর মন্ত্র	৪৮	গোপীজন বল্লভায় নয়ঃ—এই মন্ত্র।
দবীর খাস	১২৬	শ্রীরূপ গোস্বামীর সরকারী পদের নাম।
নিঠুরাই	৮৩	নিষ্ঠুরতা।
নিত্যানন্দ প্রভু	২	জন্ম বীরভূম জিলার একচক্রা গ্রামে। পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। মহাপ্রভুর ৮/১০ বছরের বড়। বাল্যকালে সংসার ত্যাগ। অবধূত সন্ন্যাসী পরে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে নীলাচলে যান। পরে তাঁর নির্দেশে বঙ্গদেশে নাম প্রচারের দায়িত্ব নেন। বিবাহ করেন পূর্ণদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে। পুত্র বীরচন্দ্র। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর কয়েক বৎসর পর তিরোহিত হন।

নন্দ	৬	গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী	৭	শচীদেবীর পিতা। আদি নিবাস শ্রীহট্ট। পরে নবদ্বীপে বেল পুকুরিয়াতে বাস করেন। সার্বভৌমের পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী।
নরসিংহ	৮	শিশুকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য 'নৃসিংহ' স্মরণ স্তবনের বিধি আছে।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর	১৬	বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ একই ব্যক্তি।
নন্দন আচার্য	৩২	নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে প্রথম তাঁর গৃহে থাকেন।
নারায়ণী	৩৩	শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বৃন্দাবন দাসের জননী।
নগ্নজিত	৪০	শ্রীকৃষ্ণ পত্নী নগ্নাজিতীর পিতা।
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত	৮৬	ঈশ্বরের নিত্য পার্ষদ।
নরহরি	১২২	মহাপ্রভুর প্রিয় সহচর শ্রীখণ্ডের নরহরি।
নিষ্কপটে	১৫১	খোলাখুলি ভাবে।
পরিকর	১	সহচর, অনুচর।
পাষণ্ডী, পাষণ্ড	৪	পাপী, দুরাচার।
পিড়াএত	২১	পিঁড়িতে।
পঞ্চমুখ	২৪	পঞ্চানন শিব।
পাসরণ	৩২	বিস্মৃত।
প্রাকৃত লোকের	৩৭	সাধারণ মানুষের।
পাটোয়ার	৩৯	অস্ত্রধারী সজ্জিত পুরুষ।
প্রশ্রয় পাগল	৬৬	ভরসাতে উন্মত্ত।
পিপ্পলী খণ্ড ইত্যাদি	৬৯	আয়ুর্বেদের মতে পিপ্পল খণ্ডে কফ রোগ নাশ হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে বিপরীত ফল হল, রোগ বৃদ্ধি পেল। তাৎপর্য জগতের কল্যাণ করবার জন্য এসেছিলেন নিমাই, কিন্তু তার সে চেষ্টা কল্যাণ কর্ম ব্যাহত হল।

পরাত্ম নিষ্ঠা	৮১	আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এই ভাব।
পরোক্ষে	৯৪	পেছন থেকে, গোপনে।
পরিহা	১২১	জগন্নাথ মন্দিরের সেবকের পদবী বিশেষ।
প্রৌঢ় শ্লোক	১৫০	রহস্য গর্ভ গূঢ়ার্থক শ্লোক।
পশ্চিমে	২	বঙ্গদেশের পশ্চিমে—পশ্চিম ভারতে।
পরমানন্দ পুরী	২	জন্ম ত্রিহুতে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পুরীধামে মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন।
পুনরাক্তি	৪২	কাব্যের দোষ বিশেষ পুনরুক্তি জাতীয়।
পুনঃ পুনঃ	৪৭	পাটনার নিকটে পুনপুনা নদী--মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। গয়াপথে একটি তীর্থ স্থান।
প্রেতগয়া	৪৭	গয়াধামের তীর্থ বিশেষ।
প্রলয়	৮৭	অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের শেষটির নাম প্রলয় বা মূর্চ্ছা। সুখ বা দুঃখের আধিক্যে প্রলয় ঘটে।
পঞ্চরাত্র	১৩৪	নারদ পঞ্চরাত্র নামক ভক্তি গ্রন্থ।
ফল্গু তীর্থ	৪৭	গয়াধামের ফল্গু নদী।
ব্যবহার রসে	৩	বহিরঙ্গ সাংসারিক আমোদ প্রমোদে।
বিরক্ত	৩	বৈরাগ্যবান।
বিরক্তি	৬	বৈরাগ্য।
বিহানে	১১	প্রাতঃকালে।
বার ফলা	১২	ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ম, ক্ন, র্ধ, ল্ক, ঙ্ক, ন্ক, কৃ, ক্ব(৯)। এই বার রকমের ফলা বানান।
বড় বোল	১৫	লম্বা কথা, চেচামেচি।
বিমরিষ	১৭	বিমর্ষ হল।
বর্জ্য হাঁড়িগণ	১৮	পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়িগুলি।
ব্রহ্ম বিলাসী	২৩	অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী।
বিজয়ে	২৪	মৃত্যুতে।
বীরাসন	২৫	যোগীদের এক রকমের আসন-একং পাদং অথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোদুরুণ্ সংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা বাহুং

		বীরাসনমিদং স্মৃতম্‌। ডান পা, বাঁ পায়ের উপরে এবং বাঁ পা ডান উরুর উপরে রেখে এবং বাহুকেও সেই ভাবে রেখে যে উপবেশন তার নাম বীরাসন।
বৃহস্পতি জিনিয়া	২৫	বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক।
বঙ্গদেশে	৩২	পূর্ববঙ্গে।
বামণিয়া মত	৩৬	দরিদ্র ব্রাহ্মণের গরীবানা চালে।
বিমরিষ	৩৯	ঈর্ষা, দ্বেষ।
বাদে	৩৯	প্রতিযোগিতায়।
বাল্যশাস্ত্র	৪১	বালক সুলভ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র।
বিগীত	৪৩	নিন্দিত।
বাক্যো বাক্যে	৪৫	প্রশ্নোত্তর।
বাহুতাল	৫৮	হাতে তাল ঠুকে।
বিকর্ম	৬৩	অপকর্ম।
বৃক্ষদ্বারে	৬৪	বৃক্ষের মাধ্যমে। বৃক্ষ নিজে কিছু করতে পারে না, কিন্তু কোন সচেতন ব্যক্তির সাথে বৃক্ষ মাধ্যমে কাজ করা যেতে পারে।
বেশাধারণ	৮৯	প্রণয় প্রবেশ, প্রাথমিক অবস্থা।
বস্ত্রাম্বু ভাজন	১৩০	বস্ত্র ও জলপাত্র।
বাউল	১৪৫	বাতুল।
বুঢ়ন	২	যশোর জিলার গ্রাম—হরিদাসের জন্মস্থান।
বাসুদেব দত্ত	৩	মহাপ্রভুর লীলা সহচর। চট্টগ্রামের লোক। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দত্তও গায়ক ছিলেন।
বিষহরি	৩	মনসা দেবী।
বাসলী	৪	অবৈদিক স্থানীয় দেবী বিশেষ।
বাসুদেব	১	শ্রীকৃষ্ণের পিতা।
বিশ্বরূপ	৬	জগন্নাথ-শচীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীচৈতন্যের দাদা। যৌবনে সন্ন্যাসী হন—নাম শংকরানন্দ।
বিপ্র রাজা গৌড়ে হবে	৭	প্রচলিত জনশ্রুতি যে গৌড়ে রাজা হবে এক ব্রাহ্মণ।

বিষ্ণু রক্ষা	৮	শিশুদিগকে অমঙ্গল থেকে বাঁচাবার জন্য বিষ্ণুমন্ত্র ও কবচ বিশেষ।
বালক উত্থান	৮	নিষ্ক্রাসন সংস্কার। জাতকের চতুর্থ মাসে করা হয়।
বৈষ্ণবী মায়া	১২	বিষ্ণুর মায়া শক্তি।
ব্যভিচারী	২২	সঞ্চারী ভাব। বিশেষণাভি মুখ্যেন চরন্তে স্থায়িনং প্রতি। অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশাদ ভাবা যে ব্যভি-চারিণঃ। অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অভিমুখে যে ভাব বিশেষ রূপে সঞ্চরণ করে, তারা ব্যভিচারী। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি ইত্যাদি ৩৩টি ব্যভিচারী ভাব।
বেদ কল্পতরু রস	২২	বেদরূপ কল্পতরু থেকে এই রস, ভক্তিরস নির্গত হয়।
বল্লভ আচার্য	২৬	শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা। তাঁর পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট।
বনমালী	২৬	একজন ঘটক।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত	৩১	নবদ্বীপে মহাপ্রভুর লীলা সহচর।
বিদ্যানিধি	৩২	পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। চট্টগ্রামের মেখলা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার। পরম ভক্ত, গদাধরের গুরু ও স্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে 'বাপ' বলতেন।
বুদ্ধিমন্ত খান	৩৫	নবদ্বীপের এক ধনী ব্যক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইর বিবাহে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছিলেন তিনি।
বিরুদ্ধ মতি	৪২	অলঙ্কার শাস্ত্রমতে কাব্য দোষ বিশেষ। একই সঙ্গে দুটি বিরুদ্ধ ভাবের দ্যোতনা।
ব্রহ্মকুণ্ড	৪৬	গয়াধামের একটি তীর্থ।
ব্যাস পূজা	৫৮	আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে বলে গুরু পূর্ণিমা ব্যাসদেব আদি

গুরু বলে এই পূর্ণিমাতে ব্যাস পূজা করা হয়।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী		শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কেশব ভারতীর গুরু ভাই।
বিন্দু মাধব	১৩০	কাশীর বিখ্যাত দেবতা।
বেণী স্নান	১৩১	প্রয়াগ ত্রিবেণী তীর্থে স্নান।
বিশ্রান্ত তীর্থ	১৩১	মথুরায় বিশ্রাম ঘাট। কথিত যে কংসকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশ্রাম করেছিলেন।
ভাটে রায়বার	২০	ভাটগণের স্তুতি গান।
ভীষ্মক	২৮	শ্রীকৃষ্ণ মহিষী রুক্মিনীর পিতা।
ভবিষ্য আচার	৩	কলির শেষ অবস্থা।
ভব্য লোক	৬৬	ভদ্রলোক।
ভিক্ষা দেওয়া	৮৪	সন্ন্যাসীকে ভোজনের আমন্ত্রণ।
ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ	১০০	খাবার অন্ন ও ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষাটন	১০০	ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ।
ভগ্নক্রম	৪২	কাব্যালংকারের দোষে বিশেষ পদের ন্যূনতা।
ভবভূতি	৪৪	বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার। উত্তর রাম চরিতাদির প্রণেতা।
ভারতী সম্প্রদায়	৮৮	গিরি, পুরী, তীর্থ প্রভৃতি শংকরের দশনামী সম্প্রদায়ের একটি ভারতী।
ভাগবত	১৩৪	শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ।
মজ্জিয়া	২১	ডুব দিয়ে।
মালসাট	২৩	বিজয়সূচক আস্ফালন।
মন্দধী	২৩	মূর্খ।
মৃটকী	৬৪	মাটির কলসী।
মন্ত্রৌষধি	৬৬	মন্ত্রের মতো যাদুকরী গুণে বিশিষ্ট।
মুক্তবন্ধ হয়	৭৩	বন্ধন মুক্ত হয়।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত	৪৩	মঙ্গল চণ্ডী গান।
মীমাংসাদি স্মৃতি	২৩	পূর্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা স্মৃতি ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র।

মকুন্দ সঞ্জয়	২৬	নবদ্বীপের ধনী ব্যক্তি। নিমাই তাঁর গৃহে টোল খোলেন।
মাধবেন্দ্র পুরী	৩০	গৌড়ীয় ভক্তি গঙ্গার আদি উৎস। মহাপ্রেমিক। অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির গুরু।
মুকুন্দ দত্ত	৩১	নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহপাঠী। লীলাসঙ্গী ও সুগায়ক। আদি নিবাস চট্টগ্রাম।
মালিনী	৩১	শ্রীবাসের গৃহিণী।
মন্দার	৪৫	ভাগলপুর জিলার বাঁকা মহকুমার একটি পর্বত।
মায়াবাদী	১০২	ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—শঙ্করাচার্যের এই মায়াবাদ সমর্থক সন্ন্যাসী।
মুরারি	১১৬	খণ্ডরায় দেবদাসীদের নাম।
মায়াশক্তি	১৩৯	শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা একটি শক্তি। মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগত কারণ (চৈচ ২/২/৮৫)
যজ্ঞসূত্র দেহ	১৯	উপনয়ন কর, পৈতে দাও।
যোগপট্ট	২৫	যোগীদের বস্ত্র পরিধানের বিশেষ ঢং। পৃষ্ঠ জান্বোঃ সমযোগে বস্ত্রং বলয় বদ্ দৃঢ়ম্। পরিঃষ্টা যদূর্ধ্ব জানু স্তিতষ্ঠেৎতৎ যোগ পট্টকম্ ॥ (বৌদ্ধ পুরাণ) পৃষ্ঠ ও জানু দুটির সমাযোগে বেষ্টন করে যে বলয়াকার দৃঢ় বস্ত্র উর্দ্ধ জানুতে অবস্থিত করে। তাকে যোগপট্ট বলেন।
যক্ষ	৪	পুঞ্জিত অর্থের রক্ষক উপদেবতা বিশেষ।
যুধিষ্ঠির গয়া	৪৭	গয়াধামের একটি তীর্থস্থান।
রমা দৃষ্টিপাতে	৩	লক্ষ্মীর করুণায়।
রম্ভামঞ্জুরী দর্পণ	৩৮	কলাগাছের মঞ্জরী ও দর্পণ ধরার রীতি আছে বিবাহে। বরের হাতে থাকে।
রড়াবাড়ি	৬৩	ছুটোছুটি।

রামানন্দ হঠে ১২৫ রায় রামানন্দের কৌশলে।

রাঢ় ২ গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে বর্ধমান-কালনা প্রমুখ ভূখণ্ড। দু ভাগ—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়।

রামগয়া ৪৭ গয়াধামের একটি তীর্থ।

রেবতী ৬৫ দ্বাপর যুগে বলরামের স্ত্রী।

রামানন্দ রায় ৯০ উৎকলে ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা প্রতাপ পুত্রের অধীনে রাজ মহেন্দ্রীর শাসনকর্তা। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের কালে বিদ্যানগরে সাক্ষাৎ হয় প্রথম। সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিচার। চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে রামানন্দ রায় উত্তরকালে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গীরূপে ছিলেন।

রসরাজ মহাভাব ১১৪ অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপিণী রাধা দুই মিলে এক—শ্রীচৈতন্য।

রৈবতক ১১৫ দ্বারকার পর্বত।

রাঘব পণ্ডিত ১২২ পানিহাটির ভক্ত ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু গৌড়ে আগমন কালে রাঘবের বাড়ীতে এসেছিলেন। এই বাড়ীতেই নিত্যানন্দের দেখা হয় রঘুনাথ দাসের সঙ্গে। নানা দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করে রাঘব রথের সময় মহাপ্রভুর সেবার জন্য প্রতি বৎসর নিতেন। এই সূত্রে 'রাঘবের ঝালি' কথাটি প্রসিদ্ধ হয়েছে।

রঘুনন্দন ১২২ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতা, মুকুন্দ দাসের পুত্র। পরম কৃষ্ণভক্ত ও মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক।

রামকেলি ১২৬ গৌর নগরের প্রান্তবর্তী গ্রাম।

লম্বী গুর্বী ১৮ লঘু ও গুরু কাজ অর্থাৎ মূত্র ও মল ত্যাগ।

লোভিষ্ঠ ৩৭ অতি লোভী।

লোকের গহলে ৩৭ লোকের ভিড়ে, লোকারণ্যে।

লক্ষ্মী ২৬ লক্ষ্মীপ্রিয়া, নিমাইর প্রথমা পত্নী।

লক্ষণা ৮৯ মুখ্যার্থের বাধা হলে যে সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য পদের

প্রতীক হয়—তা লক্ষণা।

শোচ্য দেশে	২	অপবিত্র দেশে, গঙ্গা বর্জিত দেশে।
শেষে যে জন্মায় তার নাম যে নিমাই	৯	নিমাই নামকরণের একটি ব্যাখ্যা।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম	৯	বিশ্বম্ভর নামের হেতু।
শ্রীচূড়াকরণ	১২	দশবিধ সংস্কারের একটি মস্তক মুণ্ডনকে বলে।
শেষ	২০	অনন্ত নাগ।
শ্লাস্য হবে	২২	প্রসিদ্ধ হবে।
শ্রদ্ধার্তি	২২	শ্রদ্ধা ও আর্তি, প্রীতিময় ব্যাকুলতা।
শ্রুতিধর	৪২	একবার শুনেই মনে রাখতে সক্ষম।
শ্রীশিখার অন্তর্ধান		শিখাসূত্র ছেড়ে সন্ন্যাসগ্রহণ।
শ্রীবাস	২	পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট, পরে নবদ্বীপ। পত্নীর নাম মালিনী। গয়া প্রত্যাবৃত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ্য লীলা স্থল শ্রীবাসের অঙ্গন। নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে কুমার হট্টে বাস করেন। শ্রীনিবাস নামেও উল্লিখিত।
শ্রীরাম	২	শ্রীবাসের মধ্যম ভ্রাতা।
শ্রীচন্দ্রশেখর	২	মহাপ্রভুর মেসোমশাই। নিঃসন্তান ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে তিনিই ছিলেন নিমাইর অভিভাবক। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট। তার গৃহে নিমাই নাটক করেন। সন্ন্যাস গ্রহণকালে সঙ্গে ছিলেন ও শাস্ত্রীয় কাজকর্ম করেন। আচার্যরত্ন নামেও পরিচিত।
শ্রীমুরারি	২	মুরারি গুপ্ত। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট। মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী কিন্তু বয়সে কিছু বড়। নিমাইর সঙ্গে বিদ্যাকোন্দল হোতো। রামভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ লীলার সহচর। শ্রীচৈতন্য চরিত নামে—মহাপ্রভুর জীবনী রচনা করেন সংস্কৃতে। গ্রন্থখানি মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ।
শ্রীমান পণ্ডিত	৪	নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্ত।

শ্রীগরুড়	৪	নবদ্বীপের এক বৈষ্ণব।
শুক্লাম্বর	৫	নবদ্বীপের দরিদ্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মহাপ্রভুর ভক্ত।
শ্রীঅনন্ত ধাম	৫	নাগরাজ শ্রীঅনন্ত দেব।
শচী	৬	নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা, জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী ও শ্রীচৈতন্যের জননী।
শ্রীশঙ্করারণ্য	১৬	বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নাম।
শুক মুখেতে গলিত	২২	শুক বা টিয়া পাখীর মুখ থেকে পতিত। অন্য অর্থ শ্রীশুকদেব উক্ত ভাগবতী কথা।
শ্রীধর	১২	নবদ্বীপের এক ভক্ত বৈষ্ণব। মোচা থোড় ইত্যাদি বেঁচে জীবন নির্বাহ করতেন। খোলা বেচা শ্রীধর নামে প্রসিদ্ধ।
শুকের পাঠ	১০.২	শুক পাখি যেমন নিজে কিছুই বলতে পারে না, শেখানো বুলি আওড়ায়, তেমনি শেখানো বুলি।
শাখা চন্দ্র ন্যায়	১৩১	একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত সূত্র। বহু পত্র শাখা আচ্ছাদিত বৃক্ষের নীচ থেকে চাঁদ চোখে পড়ে না। কোন এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে তাকালে দেখা যায়। সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিশেষ উপায়ে দেখার বিশেষ ইঙ্গিত।
ষষ্ঠীস্থান	৮	শিশুর মঙ্গলকারিণী দেবতা ষষ্ঠী। তার জন্য নির্দিষ্ট মন্দির বা বৃক্ষতল।
ষড়ৈশ্বর্য	৯০	ভগবানের ছয়টি শক্তি আছে—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ষড়ৈশ্বর্যে ঈশ্বরের পূর্ণতা।
সাঙ্গোপাঙ্গ	১	অঙ্গ (অস্ত্র) ও উপাঙ্গ (পার্ষদ) এ দুটির সহিত।
সমুচ্চয়	৩	সংখ্যা, সংগ্রহ।
সর্ব চিত্ত বৃত্তি হরে	১১	সকল ইন্দ্রিয়মন হরণকারী।
সংহীত	১৩	সহিত।
সামুদ্রিক গুণ	২১	হস্তরেখা বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র।

সল্লক্ষণ	২২	শুভ লক্ষণ।
সভাসত	২৩	সভাতে সমাগত।
সহস্রনয়ন	২৪	ইন্দ্র।
স্বানুভব	২৫	আত্ম অনুভব, নিজের উপলব্ধি।
সিদ্ধান্ত কল্পেন ৩০		সিদ্ধান্ত বিষয়ে ভাবেন।
সর্প গুরু	৩৬	বিষ বৈদ্য, সাপের ওঝা।
সংঘট্ট	৩৯	কোলাহল।
সৎকার	৪১	সম্মান প্রদর্শন।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু	৮৪	সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ সমূহ।
সাবধান	৯৪	সচেষ্ট, উদ্যোগী।
সমাশ্রয়	১২৬	মুখ্য আশ্রয়, পূজ্যবস্তু।
সনাতন মিশ্র	৩৫	নবদ্বীপের রাজ পণ্ডিত। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা।
সদাশিব	৫০	নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ভক্ত।
সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায় ৫২		কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। অর্থ—অকারাদি বর্ণ সমূহের পরিচয় ও ক্রম প্রসিদ্ধ।
সার্বভৌম	৮৬	নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। তাঁর ছোট ভাই বিদ্যা বাচস্পতি, কেউ বলেন সার্বভৌম নাম। আবার কোন মতে নাম বাসুদেব, উপাধি সার্বভৌম। নবদ্বীপ ত্যাগ করে পুরী। মহাপ্রভু প্রথম তাঁর আশ্রয়ে। অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করে মহাপ্রভুর ভক্ত হন।
সত্যভামা	১১৯	শ্রীকৃষ্ণের পত্নী।
সত্যরাজখান	১২২	কুলীন গ্রাম নিবাসী গুণরাজ খানের পুত্র—মহা প্রভুর ভক্ত। আসল নাম লক্ষ্মীনাথ বসু।
সাকর মল্লিক	১২৭	সনাতনের নব দরবারে পদবী।
হরিদাস	১	যশোর জেলার বুঢ়ন গ্রামে জন্ম। মুঘল গৃহে জন্মেও বাল্যাবধি হরিনাম করতেন। এই অপরাধে কাজীর বিচারে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত। মৃত

		মনে করে ফেলে দেয়। অদ্বৈতের সাহচর্য পান। পরে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ মানুষ। সন্ন্যাস নিয়ে মহাপ্রভু পুরীধামে গেলে গম্ভীর অদূরে বকুলতলায় বাস করতেন। এখন এটি সিদ্ধ বকুল নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্যু হলে মহাপ্রভু নিজে সমুদ্রতীরে সমাধি দেন। পুরীধামে একটি দর্শনীয় স্থান।
হাড়াই পণ্ডিত	২	নিত্যানন্দের পিতা।
হাস্যাদি দ্বাদশ রস	২২	ভক্তি রস মোট বারটি। তার মধ্যে হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস সাতটি গৌণ আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য।
ক্ষমক	২১	সমর্থ, সক্ষম।

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পটভূমি	১	৮	সুষুক জিহ্বায়ে গৌরচন্দ্র অবতার।	ঘুচুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার।
,,	১	২৯	অধর্মের প্রবলতা বাড়ে	অধর্মের প্রবলতা বাঢ়ে
,,	২	২ শ্লোক	কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষা দু কৃষ্ণং।	কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষ দু কৃষ্ণং।
,,	২	গদ্য ৩	পার্ষদের সহ বিদ্যমানে	পার্ষদের সহ বিদ্যমান।
,,	২		কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধম।	কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম।
,,	২	১০	জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে	জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতরে।
,,	২	২০	অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার	অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।
,,	২	২৪	কোন মহাপ্রিয়ে ধর সে জন্ম	কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম।
,,	২	৪২	বৈষ্ণব জন্মায় কেন অশোচ্য দেশোতে	বৈষ্ণব জন্মায় কেন শোচ্য দেশেতে।
নবদ্বীপ বর্ণনা	৩	৪	সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে	সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে।
,,	৩	৫	সভে মহা অধ্যাপক কার	সভে মহা অধ্যাপক করি।
,,	৩	৯	অতএব প্রভু যার	অতএব পড়ুয়ার।
,,	৩	২২	তাহারাহো না	তাহারা হো না।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	৪	৫০	নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতূহলে	নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতূহলে।
বৈষ্ণবগণের আর্তি ও প্রার্থনা	৪	৭	তবে ও শ্রী অদ্বৈত সিংহ	তবে ও অদ্বৈত সিংহ।
,,	৪	১৯	নিগূড়ে অনেক সার	নিগূঢ়ে অনেক সার।
,,	৪	২০	পূর্বেত জন্মিলা	পূর্বেই জন্মিলা।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়	৬	২৯	শচী গর্ভে হৈসে	শচী গর্ভে বৈসে।
শৈশব লীলা	৮	৩	হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু কঅমায়ায়	হেন শুভ দৃষ্টি কর অমায়ায়।
,,	৮	৪	অহর্নিশ চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়ে	অহর্নিশ চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়।
,,	৮	১২	অহর্নিশ সবে	অহর্নিশ সভে।
,,	৮	৩০	নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদয়ে	নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়।
সর্প ও শিশু নিমাই	১০	৯	অস্তে ব্যস্তে সবে	আথে ব্যথে সভে।
দুরন্ত নিমাই	১১	৪৭	এবার ছাড়হ মোরে না আসব আর	এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
,,	১১	৫২	দরশন মাত্রে সর্ব চিত্ত বিত্ত হরে	দরশন মাত্রে সর্ব চিত্ত বৃত্তি হরে।
দুই চোর ও গোরাচাঁদ	১১	৯	অস্তে ব্যস্তে	আথে ব্যথে।
হাতে খড়ি	১৩	২৭	হাতে তালি দিয়া সবে	হাতে তালি দিয়া সভে
,,	১৩	২৯	বালকের প্রতি সবে	বালকের প্রতি সভে।
গঙ্গাতীরে দৌরাত্ম্য	১৩	৪৮	মুণ্ডিরে মহেশ বসি	মুণ্ডিরে মহেশ বলি।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১৪	৭৭	দুঃখ বাবা মাপেরে	দুঃখ বাপ মায়েরে।
,,	১৪	৪৮	পরমার্থে সবার	পরমার্থে সভার।
,,	১৪	৯০	শুনি মিশ্র তর্জে সদম্ভ বচনে	শুনি মিশ্র তর্জে গর্জে সদম্ভ বচনে।
,,	১৪	৯১	নিরবধি অব্যহার করে যে সুবার	নিরবধি এ ব্যাভার করয়ে সভারে।
,,	১৪	৯৪	সবে রাখিলেন	সভে রাখিলেহ।
,,	১৫	১৩০	মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভীর	মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর।
বিশ্বরূপের সন্ন্যাস	১৫	৫	শিখাইলে হয় আর	শিখাইলে হয় আরো।
,,	১৬	১৩	শ্রবণ বদন মনে	শ্রবণে বদনে মনে।
,,	১৬	৫০	বিশ্বরূপ গুণ স্মরি ধৈয	বিশ্বরূপ গুণ স্মরি ধৈর্য।
গৌরাঙ্গের অধ্যয়নে বাধা	১৮	৭০	গৃহে বসে পরম	গৃহে বসি পরম।
পাঠে পুনরনু মতি লাভ	১৯	৬০	সভে বলে—— পড়িবারে	সভে বলে কেন নাহি দেহ পঢ়িবারে।
,,	১৯	৭৯	আজি হৈতে—— পড়িতে	আজি হৈতে যদি না পাও পঢ়িতে।
,,	১৯	৮৮	হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামিত	হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি।
শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন	২০	১৫	বিপ্রগণ বেদ পড়ে ভাট রায়বার	বিপ্রগণ বেদ পড়ে ভাট বায়বার।
শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস	২১	২৬	কতেক সন্তাম বিধি	কতেক সন্তাপ বিধি।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	২১	৪৮	সর্বজীবের কল্যাণ চিত্তে জাগে	সর্বজীবের কল্যাণ কৃষ্ণ চিত্তে জাগে।
,,	২২	৫৭	সহজে তোমার প্রখর স্তব্ধ ভাব	সহজে তোমার প্রখর শুদ্ধ ভাব।
,,	২২	৬৫	পরম আহ্লাদে মশ্র	পরম আহ্লাদে মিশ্র।
,,	২২	৯৭	স্পৃহা হৈল শ্রদ্ধাত্তি	শ্রদ্ধা হৈলে শ্রদ্ধাত্তি।
,,	২২	১০০	বিষ্ণু ভক্তি হই ডুবে এ ভব সাগরে	বিষ্ণু ভক্তি হই ডুবে এ ভাব সাগরে।
,,	২২	১০৩	বেদ কল্পতরু রায় এ ফল ইলিত	বেদ কল্পতরু রায় এ ফল ফলিত।
,,	২২	১১০	খম্বরী খম্বর জত করয়ে শৃঙ্গার	ঘম্বরী ঘম্বর জত করএ শৃঙ্গার।
,,	২৩	১২০	অনুক্ষণ দুর্বাসন তার	অনুক্ষণ দুর্বাসনা তার।
,,	২৩	১৩০	ঈশ্বরবাদী শাস্ত্র জানিব পুনঃ পু	ঈশ্বরবাদী শাস্ত্র জানিব পুনঃ পুনঃ
জগন্নাথ মিশ্রর মহাপ্রয়াণ	২৪	৫৩	ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্লভ	ব্রহ্মা মহেশ্বর যে দুর্লভ।
নিমাইর বিদ্যাবিলাস	২৫	১৮	মুকুতা গঞ্জয়া শ্রীদশনের	মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের।
,,	২৫	৪৫	প্রত্যুত্তর দিল কেন পাড়িতে	প্রত্যুত্তর দিল কেন বাড়ত ঠাকুর।
,,	২৫	৫৩	চিন্তয়ে মুবাবি যুপ্ত	চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত।
,,	২৬	৭৬	চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া	চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	২৬	৭৭	গোষ্ঠী তাহাঞি পড়ান	গোষ্ঠী করি তাঁহাই পড়ান।
নিমাই লক্ষ্মী প্রিয়া পরিণয়	২৬	২৪	জীউক পড়ুক আগে	জীউক পড়ুক আগে।
,,	২৮	৮০	তুলিলেন সবে	তুলিলেন সভে।
,,	২৮	৮৬	নমস্কার করিলেন আত্ম সমপণে	নমস্কার করিলেন আত্ম সমর্পণে।
,,	২৮	৯৮	জগৎ মজিতে শক্তি	জগত জিনিতে সভে।
,,	২৮	১০৬	গৃহে আইলা নিজ মহাপ্রভু	নিজ গৃহে আইলা মহাপ্রভু।
ঈশ্বরপুরী ও নিমাই	২৯	১৪	তথাপি সাধ হস করে	তথাপি সাধ্বস করে।
,,	২৯	৪৭	মূর্খে বোনে	মূর্খে বোলে।
,,	৩০	গদ্যত	কিন্তু উভয়ের পুন্যাই সমানে	কিন্তু উভয়ের পুণ্যাই সমান।
লক্ষ্মীপ্রিয়ার গৃহস্থালী	৩০	৪	গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যানে করি রিত্র দিনে	গৌরাঙ্গ চরণ-ধ্যান করি রাত্রি দিনে।
,,	৩১	১৬	ভোজন করায়	ভোজন করাব।
,,	৩১	২০	ভোজন করাই কালি পিষ্টক পায়েস	ভোজন করাই কালি পিষ্টক পায়েসে।
,,	৩১	৪০	ছেনা বড়ি লাকরা	ছেনা বড়ি লাফরা।
নিমাইর নদী প্রত্যাবর্ত্তন	৩৪	৫২	কহিতে লাগিলা কিছু ধৈয চিত্ত হৈয়া	কহিতে লাগিলা কিছু ধৈর্য ধরিয়া।
,,	৩৫	৬২	এর বড় আর কেবা আগে ভাগ্যবতী	তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী।
গৌরাঙ্গ বিষ্ণু-	৩৫	৮	অতিথি সেবনে নব	অতিথি সেবন পর উপকারে

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
প্রিয়া বিবাহ			উপকারে অনুরক্ত	রত।
,,	৩৫	১৮	পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি রহি নাহি জনে	পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি বই নাহি মনে।
,,	৩৫	২৯	রাজ পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান	রাজ পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে অন।
,,	৩৭	১০৮	পরমাথে দোষ	পরমার্থে দোষ।
,,	৩৭	১২৪	অকাতরে কেহ প্রভু নাহি	অকাতরে কেহ কভো নাহি।
,,	৩৮	১৫৭	তবে খৈ কলা তৈল তাম্বুল সিন্দিরে	তবে খৈ কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে।
,,	৪০	২২০	মুখ চন্দ্রিকর মহাবাদ্য	মুখ চন্দ্রিকার মহাবাদ্য।
,,	৪১	২৫৬	অন্য ঈনে	অন্যোন্যে।
দিগ্বিজয়ী জয়	৪১	৬	"বসাইল তারে" ইত্যাদির পর এই চরণ হবে	দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া।
,,	৪১	১৮	ঘটি এতে শত শ্লোক	ঘটি একে শত শ্লোক।
,,	৪১	২৬	শত শ্লোকে— — পড়িল	শত শ্লোকের - — পড়িল।
,,	৪২	৩১	ঝঞ্ঝাবাত— — পড়িল	ঝঞ্ঝাবাত— —পড়িল।
,,	৪২	৫৬	বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনবাতি দোষ তিন	বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরুক্তি দোষ তিন।
,,	৪২	৫৮	ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে বিধেয়	ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	৪২	প্রথম শ্লোক	নহ্যালম্বধাম্পদং —	নহ্যলম্বধাম্পদং — —
,,	৪২	৬১	দ্বিতীয় শ্রী — — দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়	দ্বিতীয় শ্রী — — দ্বিতীয় বিধেয়।
,,	৪২	৬২	সমাসে গৌণে হৈল শব্দ অর্থ — —	সমাসে গৌণ হৈল শব্দার্থ — —
,,	৪২	৭২	বিরুদ্ধ মতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ	বিরুদ্ধ মতি কৃৎ শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ।
,,	৪২	৭৫	বিভর্বতি ক্রিয়া বাক্য সঙ্গে পনর্বিশেষণ	বিভর্বতি ক্রিয়ার বাক্য সঙ্গে পুনর্বিশেষণ।
,,	৪৩	৭৬	অদ্ভুত গুণা এই পুনরাক্তি দূষণ	অদ্ভুত গুণা এই পুনরাক্ত দূষণ।
,,	৪৩	১০৪	ইহাতে বিরোধ নহে	ইহাতে বিরোধ নাহি — —
,,	৪৩	দ্বিতীয় সংস্কৃত শ্লোক	আবুজ সম্বুনি ইত্যাদি	অম্বুজাদম্বুনিজাতং ক্বচিদপি ন জাতম্বুজাদম্বু। মুরভিদি তদ্‌ বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা।।
,,	৪৩	১০৮	সূক্ষ্ম বিচারিনে —	সূক্ষ্ম বিচারি —
,,	৪৪	১১৭	পড়ুয়া বালক···	পড়ুয়া বালক······
,,	৪৪	১৩৪	বিচার সময়ে তার সুখ আচ্ছাদিল	বিচার সময়ে তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল।
,,	৪৪	১৪৪	কবিত্ব করল শক্তি তাঁহি যে বাখানি	কবিত্ব করল শক্তি তাহা যে বাখানি।
,,	৪৪	১৪৫	শৈব চাপল্য···	শৈশব চাপল্য···

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	৪৪	১৫০	কবি রাত্রে দিল সরস্বতী আরাধনা	কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন।
,,	৪৪	১৫২	সাক্ষাৎ ঈশ্বর কবি	সাক্ষাৎ ঈশ্বর কবি··· ।
,,	৪৪	১৫৯	চৈতন্য গোসাঞি···	চৈতন্য গোসাঞির···· ।
গয়াধামে শ্রীচৈতন্য	৪৫	১৩	ইচ্ছাময় শ্রীগৌরা সুন্দর	ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর।
,,	৪৫	১৯	ঈশ্বরে সে কবে	ঈশ্বর সে কবে।
,,	৪৮	২০০	পরমানন্দ সুখে	পরানন্দ সুখে।
নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন	৫০	১১	পরম সুনম্র সেই	পরম সুনম্র হই।
গৌরাঙ্গের অধ্যাপনা প্রয়াস	৫২	১৯	সিদ্ধবর্ণ সমাসয়	সিদ্ধবর্ণ সমামন্নায়।
সর্ব্ব শাস্ত্রের কৃষ্ণভাষ্য	৫৩	৬৮	সে ঠাঞি পরাহ আসি	সেঠাঞি পঢ়।
,,	৫৪	১২৮	এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া	এবে সংকীর্ত্তন হৈল।
,,	৫৫	১৩৩	হেন উদ্ধতের যদি এ ভক্তি হইল	হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
,,	৫৫	১৩৪	তবে বুঝি আসা সবাকার দুঃখ নিবারিল	না বুঝি কৃষ্ণে ইচ্ছা এবে কিছু হয়।
নিমাই ও নিতাই	৫৭	শ্লোক	বিভ্রদাস কনক কণ্টিসং	বিভ্রদবাসঃ কনক কপিনাং।
কাজীদলন	৬৭	৮১	জীয়াইতে পারে যদি তবে মোরে প্রাণী	জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	,,	৮৪	তাতে তার বধ নাহে হয় উপকার	তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ।
,,	৬৯	১৬৬	যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্ত হৈল কভু শুনি নাই”— এই শেষ চরণের পর নতুন সংযোজন	মঙ্গল চণ্ডী বিষ হরি করি জাগরণ । তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ ।। পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত । গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ।। উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি । মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ।। না জানি কি যাঞা মত্ত হঞা নাচে গায় । হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ।। নগরিয়াকে পাগল হৈল সদা সংকীর্ত্তন । রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ ।। নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি । হিন্দু ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি । কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার । এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ।। হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।

বিষয়	পৃষ্ঠা চরণ	যা আছে	যা হবে
			সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি ॥ গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন। নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥ তবে আসি প্রতিবাক্য কহিলু সাবারে। সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥ হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই তুমি হও যেন হয় মোর মন ॥ এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু কাজীরে ছুঁইয়া ॥ তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম এ বড় বিচিত্র। পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥ হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম। বড় ভাগ্যবান তুমি বড় পুণ্যবান ॥ এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পাণি। প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয় বাণী ॥ তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
				প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়। সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥ কাজী কহে মোর বংশে যত উপজীবে। তাহলে তালাক দিব কীর্ত্তন না করিবে॥ শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি। উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন। সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন॥ কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন। নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ এইমত কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ। ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥
নিমাই ও শচী	৭২	৬০	শ্রীবামাদি বাসুদেব	শ্রীবাসাদি বাসুদেব।
নিমাই ও জননীকে সান্ত্বনা	৭২	৫	রারে বারে কহি তোরে নাহি অধবান	বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে।
,,	৭২	৬	মিছা মাত্র লোভ সোহ	মিছা মাত্র লোভ সেহ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	৭৩	৫০	আজ্ঞা দেহ রোদনী মা	আজ্ঞা দেহ কেঁদ না মা।
নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া	৭৪	১৬	প্রভু সব কথা জানে	প্রভু সর্বকলা জানে।
,,	৭৫	২৪	বড় প্রীতি…এ নব যৌবনে দিল হাত	বড় প্রীতি…এ নব যৌবনে দিয়া হাত।
,,	৭৫	২৫	ধিক্ রহু মোর দেহে এক নিবেদঙ্	ধিক রহু মোর দেহে এক নিবেদয়ে।
,,	৭৭	৭৬	প্রিয়জন করিল প্রমাদ	প্রিয়জন….করিল প্রসাদ।
নবদ্বীপে শেষ রাত্রি	৭৭	১১	কারু ঘরে হাস্য পরিহাস কহে	কারু ঘরে হাস্য পরিহাস কথা কহে।
সন্ন্যাস গ্রহণ	৭৯	৪০	দন্তে তৃণ ধরি সভা স্থানে ভক্তি মাগে	দন্তে তৃণ করি সভা স্থানে ভক্তি মাগে।
,,	৮০	৭১	নাপিত বসিলা আসি সম্মুখ যখন	নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
,,	৮০	৮৫	এই মতে মধ্য খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসে	এই মতে মধ্য খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
শান্তিপুরে নিমাই	৮২	শ্লোক ২	নিত্য পরম প্রেম দ্রব ব্রহ্মা সাবিধনী	নিত্য পরম প্রেম পাত্রী দ্রব-ব্রহ্মা শরীবিনী।
সার্বভৌমের আগ্রহ	৮৭	২৪	সর্বপ্রকারে করিবে তুমি আপনি পালন	সর্বপ্রকারে আমায় তুমি করিবে পালন।
,,	৮৮	৩৩	আমার মাতৃস্বসা গৃহে	আমার মাতৃস্বসা গৃহে।
,,	৮৮	৫০	অতএব বড় সম্প্রদায় কঠিন পরীক্ষা	অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
সার্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ	৮৮	১৮	তোমার অজ্ঞাতে মাত্র	তোমার আজ্ঞাতে মাত্র।
,,	৮৯	৩০	কল্পনাম অর্থেতে	কল্পনা অর্থেতে।
সার্বভৌম উদ্ধার	৯১	সংস্কৃত শ্লোক	আত্মা বাসাশ্চ··· কুঠন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিম খণ্ডম্ গুণো হরি	আত্মারাসাশ্চ······ কুঠন্ত্য-হৈতুকীং ভক্তি মিথম্ভূত গুণো হরিঃ।
দক্ষিণযাত্রা	৯২	২৫	এই দুই সঙ্গে চলুক কব হঠ রঙ্গে	এক দুই সঙ্গে চলুক না কর হঠ রঙ্গে।
রায় রামানন্দ মিলন	৯৪	৮	বসি কৃষ্ণ করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন	বসি প্রভু করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
সাধ্য সাধন নির্ণয়	৯৬	শ্লোক ২	যৎ করোষি যদাশ্নাষি··· যও ত পস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদপর্ণম্	যৎ করোষি যদাশ্নাসি··· যত্ত পস্যাপি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম।
,,	৯৭	শ্লোক ৬	যে প্রায়শোহজিত জিতোপ্যাসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্	যে প্রায়শোইজিত জিতোইপ্যাসি তৈস্ত্রি-লোক্যাম্।।
,,	৯৭	শ্লোক ৮	কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।	কৃষ্ণ ভক্তি রভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।।
,,	৯৯	শ্লোক ১১ অর্থ	এই গোপপলকগণ সখ্যভাবে	এই গোপবালকগণ সখ্যভাবে।

বিষয়	পৃষ্ঠা চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	৯৯ শ্লোক ১৪	নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্ত যোজে প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ রসোৎসবোহস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধা শিষ্যাং য উদগাদ্ ব্রজ- সুন্দরীণাম্	নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ রাসোৎ সবেইস্য ভুজ দণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধা শিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্ ।
,,	৯৯ ঐ বঙ্গাথ	তা অন্য পরে কী কথা কিন্তু বল বিলাসিনী— — কিংবা পদ্মেরর মত গঙ্গ তনু— —	তা অন্যে পরে কী কথা, কিন্তু বক্ষ বিলাসিনী···· কিংবা পদ্মের মত গন্ধ তনু— —
,,	৯৯ শ্লোক ১৬	ভক্তি রসামৃত সিন্ধো দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাব নার্যাসি। (৫/২১)	ভক্তি রসামৃতসিন্ধো দক্ষিণ বিভাগে স্থায়ি ভাব লহর্যাম্ ।
,,	১০০ শ্লোক ১৩	ময়ি ভক্তিহি লোকানা মমত্বায় —	ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
,,	১০০ ৩৬	কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ দৃঢ় সর্বকালে	কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে ।
,,	১০০ শ্লোক ১৪	তথাহি এতেচ্ছানাম গীতায়াং	তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১০০	৩৮	অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে	অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ।
,,	১০০	শ্লোক ১৫	ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং স্ব সাধুকৃতাং··· যা সা ভজন দুর্জর গে শ্রেহলাঃ	ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজা । স্ব সাধুকৃতাং··· যা মামভজন্ দুর্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ ।
,,	১০১	২০ শ্লোক ব্যাখ্যা	কংসাধি শ্রীকৃষ্ণে-ও	কংসারি শ্রীকৃষ্ণে-ও ।
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ	১০৪	৫নং শ্লোকার্থ ৪ পংক্তি	দ্বিবজ নন্দাদেরকে	দ্বিবজ নন্দনদেরকে আমার ।
,,	১০৪	শ্লোক ৬	কস্যানুভাবোস্নদেব বিস্মহে প্রাপ তবাগ্নিপ্রেরেণু স্পর্শাধিকারঃ । যদ্ বঞ্ছেয়া শ্রীললনাচরওপো ।	কস্যানুভাবোইস্য ন দেব বিস্মহে তবাঙ্ঘ্রিপ্ররেণু স্পর্শাধিকারঃ । যদ্ বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
,,	১০৪	৪৭	আপন মাধুর্যে হবে আপনার মন	আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন ।
শ্রীরাধা স্বরূপ	১০৫	শ্লোক ২	হ্লাদিনী সঙ্গিনী সংবিৎ ।	হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ।
,,	১০৭	শ্লোক ৫	জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেহস্যা	জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেইস্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস	১০৭	শীর্ষ নাম	শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাপ	শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস।
,,	১০৮	গীত ৬	কানুধামে কহবি বিছুরহ জানি	কানু ধামে কহবি বিছুরহ জানি।
সাধনতত্ত্ব সখী	১০৯	শ্লোক ১	বিভুরপি সুখ রূপ স্বপ্রকাশোহপি	বিভুরপি সুখরূপ স্বপ্রকাশোদপি।
,,	১০৯	২১	সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন	সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
,,	১০৯	শ্লোক ২	সখ্যাঃ শ্রীরাধিকায়া··· সারাংশ প্রেসবল্ল্যাঃ জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শত গুণর্মধিকং	সখ্যাঃ শ্রীরাধিকায়া··· সারাংশ প্রেসবল্ল্যাঃ। জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণর্মধিকং।
,,	১০৯	শ্লোক ২ অর্থ	···সখীরা হলেন সেই রাধা লতার কিশলয়। পাতা, ফুল, ফল তুল্য তথা শ্রীরাধারই সদৃশ্য-ও।	···সখীরা হলেন সেই রাধা লতার কিশলয়, পাতা,-ফুল-ফল তুল্য। (পরের অংশ বাদ)।
,,	১১০	ঐ	—তবে নিজেদের দেহে থেসক জনিত সুখ।	—তবে নিজেদের দেহে সেক জনিত সুখ।
,,	১১০	শ্লোক ৩ অনুবাদ	ব্রজ গোপরমণী গণের প্রেমই স্বেরূপওতঃ কর্ম্ম —	ব্রজগোপরমণীগণের প্রেমই স্বরূপতঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১১০	শ্লোক ৪ ব্যাখ্যা	রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হয়ে	রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হয়।
,,	১১০	,,	অতি ধীরে ধীরে তা বলে ধারণ করি	অতি ধীরে ধীরে তা বক্ষে ধারণ করি।
,,	১১১	৫	নিভৃত কবুল··· মুনয়ঃ উপামতে তদরয়োঁহপি	নিভৃত··· মুনয় উপাস ত তদরয়হপি
,,	১১১	শ্লোক ৫	সাক্ষাৎভাবে বলে ধারণ করেন	সাক্ষাৎভাবে বক্ষ ধারণ করেন।
,,	১১১	শ্লোক ৭	নায়ং শ্রী যোহঙ্গ উ— — স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধ রুচাং কুতোহন্যাঃ রাসোৎসেবেহস্য	নায়ং শ্রীর্যোহঙ্গ উ — স্বর্ঘোষিতাং নলিনগন্ধ রুচাং কুতোহন্যাঃ রাসোৎসবেহস্য।
,,	ঐ	ব্যাখ্যা	বিষ্ণু বল বিলাসিনী—	বিষ্ণু বক্ষ বিলাসিনী।
,,	১১২	৭৪	রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস জ্ঞানের সীমা	রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস জ্ঞানের তুমি সীমা।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী	১১২	৬	রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর	রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
,,	১১২	১১	মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত কর মানি	মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্তি করি মানি।
,,	১১২	১৬	রাধা কৃষ্ণের প্রেম	রাধা কৃষ্ণের প্রেমকেলি যে

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
			কলি যে গীতের মম	গীতের মর্ম।
,,	১১২	১৭	শ্রেয় মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ··	শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ—
রসরাজ মহাভাব	১১৩	শ্লোক ১	জন্মাদ্যস্য যতোহন্যয়াদিতরত	জন্মাদ্যস্য যতোদ্‌ন্বয়াদিতরত——
,,	১১১	২৪	সর্বত্র হয় তার ইষ্ট দেবে স্‌ফুর্তি	সর্বত্র হয় তার ইষ্ট দেবে স্ফুর্তি।
,,	১১৪	৩৪	এত কপট কর তোমার কোন ব্যবহার ?	এত কপট কর তোমার কোন ব্যবহারে ?
,,	১১৫	৬৮	তাঁর ঘরে পাঠাইয়া	তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া।
খাণ্ডয়াতে পতিতা উদ্ধার	১১৬	৩	যে শরীর বিবাহ না হয় নানা পদে	যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে।
,,	১১৬	৪৯	দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণে	দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ।
,,	১১৭	৫৬	হরিনাম বলে তার পাপ হয় যায়	হরিনাম বলে তার পাপ হয় ক্ষয়।
,,	১১৭	শীর্ষনাম	চোর নন্দীর দস্যু উদ্ধার	চোরা নন্দীর দস্যু উদ্ধার।
চোরা নন্দীর দস্যু উদ্ধার	১১৭	১	চোর বন্দী বলে বহু ডাকাতের বাপ	চোরা নন্দী বলে বহু ডাকাতের বাপ।
,,	১১৭	৩	প্রভু বলে যাব মুহি চোর বন্দী বন	প্রভু বলে যাব মুহি চোরা নন্দী বন।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১১৭	৪	চোর বন্দী দেখে সিন্ধ হবে প্রয়োজন	চোরানন্দী দেখে সিন্ধ হবে প্রয়োজন।
,,	১১৭	১১	রাম স্বামী বলে প্রভু চোর বন্দী বন	রাম স্বামী বলে প্রভু চোরা নন্দী বন।
,,	১১৭	১৭	এত বলি প্রভু চোর বন্দীতে চলিল	এত বলি প্রভু চোরা নন্দীতে চলিল।
,,	১১৭	১৮	চোর বন্দী নিয়া	চোরাবন্দী গিয়া।
,,	১১৭	৩০	সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিয়া	সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিলা।
,,	১১৮	৬৬	এক এক দেখা দিল ছাড়ি বন স্থান	এক এক দেখা দিল ছাড়ি বনস্থল।
,,	১১৮	৭১	কাঁদিয়া নারোজী বলে নালহ সন্ন্যাসী	কাঁদিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী।
,,	১১৮	৭৩	দেখিয়া তোমার ভাব যে মোর মনে	দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে।
,,	১১৯	১১৩	মঙ্গলের মধ্যে থাকি	জঙ্গলের মধ্যে থাকি।
দ্বারকায় মহাপ্রভু	১১৯	৯	কাঁদিয়া উঠিলা প্রভু	কান্দিয়া উঠিয়া প্রভু।
,,	১১৯	১০	ফুকারি ফুকারি প্রভু কাদে আনিবার	ফুকারি ফুকারি প্রভু কান্দে আনিবার।
,,	১১৯	১৩	এইখানে ইষ্ট গোষ্টি	এইখানে ইষ্ট গোষ্ঠী।
,,	১১৯	৩১	পূর্ব পূর্ব জনমের সক্কৃতের বলে	পূর্ব পূব জনমের সুকৃতের বলে।
,,	১১৯	৪২	নয়ন কাটিয়া যেন	নয়ন ফাটিয়া যেন।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১১৯	৪৩	কোথা হে দ্বারকাধীস	কোথা হে দ্বারকাধীশ।
,,	১২০	৫৬	ফুলে ফুলে কাশে সোব	ফুলে ফুলে কান্দে সোব···
,,	১২০	৬৪	নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমকার	নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার।
,,	১২০	৭৫	দেখিলে তাহার ভক্তি উপজায় মনে	দেখি যে তাহার ভক্তি উপজয়ে মনে।
,,	১২০	৭৫	সে রূপ দেখিলে পাপী যে সদ্যশুচি	সে রূপ দেখিলে পাপী হয় সদ্য শুচি।
রথাগ্রে নৃত্য	১২২	১৯	নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বর	নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
মহাপ্রভু ও প্রতাপ রুদ্র	১২৪	শ্লোক ১	শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং	শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং।
	তৃতীয় চরণ			
ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন	১২৫	৩৬	"দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা। যোড় হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা।। এর পর বিষয়ের শীর্ষনাম ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন এবং নূতন ৯টি	ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ॥ চারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভু সঙ্গে। জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে।। এইমত রাস যাত্রা আর দীপাবলী। উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি।। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।

বিষয়	পৃষ্ঠা চরণ	যা আছে	যা হবে
		পয়ার যুক্ত হবে— "নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ। দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এই তো প্রমাণ ॥	দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে। ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥
		এই শ্লোকের পূর্ব পাঠ্য—	তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল। গৌড় দেশে যাহ সভে বিদায় করিল ॥ সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ। এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ॥ প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে। আমার দুষ্কর কর্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥
রামকেলিতে মহাপ্রভু	১২৭ শ্লোক ১	মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কজ্জনঃ	মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চা

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
			পরি হারে হীপ লজ্জামে কিং ব্রুবে পুরু ষোত্তম	পরিহারে ঈপ লজ্জামে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।
,,	১২৭	৫২	ম্লেচ্ছা জাতি ম্লেচ্ছা সবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম	ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সেবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম।
,,	১২৮	শ্লোক ২	না মৃষা পরমার্থমেব	ন মৃষা পরমার্থমেব।
,,	১২৮	শ্লোক ৪	তথাহি শিল্প শ্লোকঃ	তথাহি শিক্ষাশ্লোকঃ
			পরব্যসনিনী নারী......	পরব্যসনিনী নারী......
			তদেবাস্বাদয়ত স্তর্ণব সঙ্গ রসায়ণম্।	তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণব সঙ্গ রসায়নম্।
শ্রীবৃন্দা বনের নাম	১৩০	৪১	মথুরা যাবার ছলে আসি বারিখণ্ড	মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
কাশীধামে	১৩০	১-২	এইমত নানা সুখে চলি আইলা কাশী।	এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
			মনি কর্ণিকায় স্নান কৈল মধ্যাহ্নে আসি।।	মধ্যাহ্ন স্নান কৈলা মণিকর্ণিকায় আসি।
শ্রীবৃন্দাবনে	১৩১	১২	শুক সারিকা প্রভু হাতে উড়ি পড়ে	শুকসারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১৩১	১৭	প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইমত ব্রাহ্মণ	প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইক্ষত ব্রাহ্মণ।
	১৩২	৪৬	কেহ নাহি কহে সেই ব্রাহ্মণ নাহি জানে	কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।
	১৩২	৫৮	এক শিলা আলিঙ্গিয়া হৈল উনমথ	এক শিলা আলিঙ্গিয়া হৈলা উন্মত্ত।
	১৩২	৬১-৬২	গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল গান। তথো শুনিল গোপাল গেলা গাথুলি গ্রাম ॥	গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান। তাঁহা শুনিল গোপাল গেলা গাঠুলি গাম ॥
	১৩৩	৭৪	বসিল সবার পথ পরি শ্রান্তি দেখিয়া	বসিল সবার পথ শ্রান্তি দেখিয়া।
	১৩৩	৮৪	এই যতি পাশা...	এই যতি পাঙ্গা...
	১৩৩	৮৬	সাবি ভাঙ্গিয়াছে যতির নবধন লইঞা	সবে ভাঙ্গিয়াছে যতির সব ধন লইঞা।
	১৩৩	৯১	বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাদে ম্যার দোহাই	বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাৎসার দোহাই।
	১৩৩	৯৪	পাদেশাহীর আগে পাছে আমার শত জন	পাৎশাহার আগে আছে মোর শত জন।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ	১৩৪	২২	রূপ গোসাইকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারি	রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া।
,,	১৩৪	২৪	সব শিক্ষা হল প্রভু——	সব শিখাইল প্রভু——
শ্রীরূপ শিক্ষা	১৩৪	শীর্ষ নাম	শ্রীরূপ শিল্পী	শ্রীরূপ শিক্ষা।
,,	১৩৫	শ্লোক ১	সর্বোবিধি বিনিযু্ক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।	সর্ববিধি বিনিযুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
,,	১৩৫	শ্লোক ২	মদ্ গুণ শ্রুতি মাত্রেণ— মনোগতি—— গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ	মদ্ গুণ শ্রুতি মাত্রেণ — মনোগতি— গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ।
,,	১৩৫	শ্লোকার্থ	(কপিলদেব জননী দেবহূতিক বললেন)	(কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বললেন)
,,	১৩৫	শ্লোক ৩	সালোক্যসার্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমুপ্যুত দীনমানং ন গৃহ্ণিত বিনা মৎসেবনং জনাঃ	সালোক্য-সার্টি সমীপ্য সারূপ্যেকত্বমপ্যুত দীনমানং ন পৃহ্ণিত বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
,,	১৩৫	২১	এই নব কৃষ্ণ ভক্তি রূপের স্হায়ি ভাব	এই——স্হায়ী ভাব।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১৩৫	২২	স্হায়ি ভাব···	স্হায়ী ভাব।
,,	১৩৫	২৩	সাত্ত্বিক ব্যাভিচারি	সাত্ত্বিক ব্যাভিচারী।
,,	১৩৬	৩৮	কৃষ্ণ নিষ্ঠা কৃষ্ণ ত্যাগায়···	কৃষ্ণ নিষ্ঠা কৃষ্ণ ত্যাগ···
,,	১৩৭	৫৬	অতএব সখ্যবসে	অতএব সখ্যরসে।
,,	১৩৭	শ্লোকন ২ পাদ	নিমজ্জন্ত সখ্যোপরন্তম্	(২ পাদ) নিমজ্জন্ত সাখ্যাপয়ন্তম্।
,,	১২৭	৯ ১ম পাদ	তদীয়ে শিতজ্ঞেশ্চ···	(৩ পাদ) তদীয়ে শিতজ্ঞেষ্ — —
শ্রীসনাতন শিক্ষা	১৩৮	১০	তারে আন প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ।।	তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল তাঁহারে ।।
,,	১৩৮	২৪	প্রভু কহে তোমা স্পর্শ আত্ম পবিত্রিতে	প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
,,	১৩৯	১ম শ্লোক ২য় চরণ	অচিরাদের সর্বার্থ সিন্ধ্যত্বেষামভীসিতঃ	অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ
,,	১৩৯	৪ শ্লোক ২য় চরণ	জীবভুতাং মহাবাহোঁ ঘয়েদং ধর্মেতে জগৎ	জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধর্মেতে জগৎ।
,,	১৪০	৫ শ্লোক ২য় চরণ	দীশাদপেতস্য বিপর্যয়ঃ স্মৃতিঃ	দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
,,	১৪০	৬০	কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্তির সাধন	কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্তোর সাধন।
,,	১৪১	৭৬	— নরলীলা হয় অনুরূপ	·····নরলীলার হয় অনুরূপ।
,,	১৪১	৮০	····তাতে যে আবর্ত্ত ভাবেদ্গম	···তাতে সে আবর্ত্ত ভাবেদ্গম

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
			বংশীধ্বনি চক্রবাক...	বংশীধ্বনি চক্রবাত।
,,	১৪১	৮২	শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে	শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন।
,,	১৪১	১০৬	যে রসে ভক্ত সখী কৃষ্ণ হয় বহা	যে রসে ভক্ত সখী কৃষ্ণ হয় বহা।
,,	১৪২	১১২	মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিল উদ্ধার	মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার।
হরিদাসের প্রার্থনা	১৪২	২০	এক রক্ষ লঞা	এক বৃক্ষ লঞা।
,,	১৪২	২৬	তেঁহো নহে সংখ্যা কীর্ত্তন না পূরয়	তেঁহো কহে সংখ্যা সংকীর্ত্তন না পূরয়।
,,	১৪৩	৩০	নামের মহিমা লোকে করিল প্রচার	নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার।
,,	১৪৩	৩৩	হীনজাতি জন্ম মোর	হীনজাতিতে জন্ম মোর।
,,	১৪৬	৩৬	রই বীর হইত মোরে	রৌরব হইতে মোরে
হরিদাসের নির্যান	১৪৩	শীর্ষ নাম	হরিদাসের নির্মাণ	হরিদাসের নির্যাণ।
,,	১৪৩	২	হরিদাস দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া	হরিদাস দেখিতে আইলা বিলম্ব ত্যজিয়া।

বিষয়	পৃষ্ঠা চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১৪৩ ৩-৪	চরণ বিন্যাস ভুল	হরিদাসের আগে আসি দিলা দরশন। হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ
,,	১৪৩ ১৩	হরিদাসের গুণ কহিতে হইল পঞ্চমুখ	হরিদাসের গুণ কহিতে হইল পঞ্চমুখ
,,	১৪৩ ২৪	নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ	নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ।
,,	১৪৪ ২৬	ভীষ্মের নির্বান সবার হইল স্মরণ	ভীষ্মের নির্বান সবার হইল স্মরণ।
মাতৃভক্ত মহাপ্রভু	১৪৪ ১৩	তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিব সন্ন্যাস	তোমার সেবা ছাড়ি আসি করিল সন্ন্যাস।
,,	১৪৪ ২৫	জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া	জগদানন্দ নদীয়া গিয়া।
,,	১৪৫ ২৭	আচার্য্যানি ভক্তগণে	আচার্য্যাদি ভক্তগণে।
অদ্বৈতাচার্যের সন্দেশ ও দিব্যোন্মাদি	১৪৫ শীর্ষ নাম	অদ্বৈতাচার্যের সংন্দশ ও দিব্যন্মাদি	অদ্বৈতাচার্যের সন্দেশ ও দিব্যোন্মাদ।
,,	১৪৫ ৮	বাউলরে কহিও হাটে না বিকায় চরল	বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
,,	১৪৫ ১৪	তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিল	তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা।
,,	১৪৫ ১৬	এই ত তর্জরে অর্থ বুঝিতে নাবিলা	এই ত তর্জরে অর্থ বুঝিতে নারিলা।

বিষয়	পৃষ্ঠা	চরণ	যা আছে	যা হবে
,,	১৪৫	২৪	স্বরূপে পুছেন জানি	স্বরূপে পুছেন মানি।
,,	১৪৫	২৫	পূর্বে যে বিশাখাকে পুছিলা	পূর্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
,,	১৪৬	১ শ্লোক ৪র্থ চরণ	নিধি ম্মর্ম সুহৃত্তমঃ কু বতহস্ত	নিধি মম শ্রুহৃত্তম কু বতহস্ত
			হা দিগ্ বিধিম্	হা ধিগ্ বিধিম্।
শিক্ষাষ্টক	১৪৬	শীর্ষনাম	শিলাষ্ঠক	শিক্ষাষ্ঠক্।
,,	১৪৭	১ম শ্লোক ২য় চরণ	যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ে র্যজন্ত হি সুমেয়স।	যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসং।
,,	১৪৭	২ শ্লোক অনুবাদ	প্রতিপদেই অমৃতের আবোদন	প্রতি পদেই অমৃতের আস্বাদন।
,,	১৪৮	৩ শ্লোক ১ চরণ	এতাদেশী তবদৃপা···	এতদৃশি তবকৃপা।
,,	১৪৯	৭ শ্লোক চরণ ২-৩	বদনং গদগদ রুদ্ধয়া মিয়া	বদনং গদ্গদ্ ধারয়া মিয়া
মহাপ্রভুর অন্তর্ধান (২)	১৫২	৫	বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েও অনেক	বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়ে ত অনেক।
,,	১৫২	১০	এমত ভকত সঙ্গ নাহি দেখি প্রভু	এমত ভকত সঙ্গ নাহি দেখি কভু।
,,	১৫২	২৪	কলিযুগ আইল এই দেহ ও শরণ	কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ।

সূত্র নির্দেশ ১৫৭ ১২৪ ও ১২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে ভক্তগণের গৌড় প্রত্যাবর্ত্তন
চৈচঃ মধ্য লীলা
১৫ পাঠ ১৬—৩৭
১৬ পাঠ ৬২—৮১